“জেন্ডার বৈষম্যঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য দূরীকরণ

ও

উন্নয়নের কৌশল সমূহ”

(Thesis Submitted for M.Phil Degree)
Department of Public Administration
University of Dhaka.

GIFT

Dhaka University Library
498834

498834

মোঃ আলীম উদ্দিন

বি.এস.এস (অনার্স) এম.এস.এস, এম.ফিল গবেষক

রেজিঃ নং- ৩২৬/ ২০০৯-২০১০

রোল নং- ১৬, সূর্যসেন হল

লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ব্যবস্থাপক

পূবালী ব্যাংক লিঃ, দশপাইকা বাজার শাখা, সিলেট।

DIGITIZED

মার্চ, ২০১৪

B
RB
305.3095492
ALG
e.1

KU

Dhaka University Institutional Repository

"জেন্ডার বৈষম্যঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের কৌশল সমূহ"

মোঃ আলীম উদ্দিন

A dissertation submitted to the University of Dhaka, Dhaka Bangladesh, in fulfillment of the requirement for the degree of Master of Philosophy in Public Administration.

498834

লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা, বাংলাদেশ।

মার্চ, ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

"জেন্ডার বৈষম্যঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের কৌশল সমূহ"

(Thesis Submitted for M.Phil Degree)

Department of Public Administration

University of Dhaka

498834

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. নাজনীন ইসলাম
অধ্যাপক
লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক

মোঃ আলীম উদ্দিন

বি.এস.এস (অনার্স) এম.এস.এস, এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ নং ৩২৬/ ২০০৯-২০১০
রোল নং- ১৬, সূর্যসেন হল
লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ব্যবস্থাপক
পূবালী ব্যাংক লিঃ, দশপাইকা বাজার শাখা, সিলেট।

মার্চ, ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার জান্নাতবাসী বাবা এবং জন্মের পর থেকে আজ পযন্ত জগৎ কে চিনেছি-যে মায়ের স্নে-মায়া মমতা আর ভালবাসা, সেই স্নেহময়ী মা জনাব বেগম রফিকুননেছার জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

Declaration

I declare that the dissertation entitled "জেন্ডার বৈষম্যঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের কৌশল সমূহ" submitted to the University of Dhaka, Bangladesh for the Degree of Master of Philosophy in Public Administration, is an original work of mine. No part of it, in any form has been submitted to any other university our institution for any degree or diploma.

Md. Alim Uddin

Session-2009-2010

Dhaka University Institutional Repository

Department of Public Administration

UNIVERSITY OF DHAKA, BANGLADESH

This is to certify that Md. Alim Uddin has prepared this thesis entitled "জেন্ডার বৈষম্যঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের কৌশল সমূহ" under my direct supervision. This is his original work. This thesis or any of its part has nowhere been submitted for any degree or publication.

09/03/14

Professor Naznin Islam, Ph.D
Department of Public Administration
University of Dhaka
Dhaka, Bangladesh.

Phone : Chairman/Department 9661900-73 Ext. 6661, E-mail : duregstr@bangla.net Fax : 880-2-8615583

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

সমাজ ও সমাজ সম্বন্ধে অবহিত এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে বাস্তব সম্মত ও কার্যকরী কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য সামাজিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে বিশেষভাবে স্বীকৃত।

নারী ও পরুষের মাঝে বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ'টি গৃহীত হয়। ইংরেজীতে একে বলা হয় "Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women" যা সংক্ষেপে CEDAW (সিডো) নামে পরিচিত। ১৯৮০ সালের ১লা মার্চ থেকে এই সনদে স্বাক্ষর শুরু হয় এবং ১৯৮১ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে সনদটি কার্যকর হয়।

বাংলাদেশের সংবিধান "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ" করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে যেখানে "মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা" থাকবে। সংবিধানে আরও দেখা যায় যে, রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্বের মধ্যে নারীর সমঅধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির সময় নারীর প্রতি বৈষম্য না করার ধারা ২৮(১) এবং বিরাজমান বৈষম্য নিরসনের উদ্দেশ্যে নারী ও শিশুর অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রকে দেয়া হয়েছে ধারা ২৮ (৪)। সংবিধানের উপরোক্ত বিধানসমূহ থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনের মাধ্যমে নারীর মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা সংবিধানের একটি অন্যতম অঙ্গীকার যা মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাংলাদেশ সিডো দলিল অনুমোদন করে স্বাক্ষর করেছে ১৯৮৪ সালের ৬ই নভেম্বর।

এ গবেষণায় প্রাথমিক তথ্যাবলীর মাধ্যমে **"জেন্ডার বৈষম্যঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের কৌশল সমূহ"** সম্পর্কে উত্তর দাতাদের মতামত জানার চেষ্টা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বের হয়ে আসছে বাংলাদেশে জেন্ডার বৈষম্যের কারণ এবং বৈষম্য দূরীকরনের উপায়। এ গবেষণার মূল লক্ষ্য হল, সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্যের স্বরূপ উদঘাটন করে, বৈষম্য দূরীকরণের কৌশল অবলম্বন করে জেন্ডার সমতা নির্ণয়ের মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

গবেষণা কর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে সংগত কারণে কিছু ভূল ত্রুটি থেকে যায়। তবে আমি সর্বাত্মকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছি গবেষণা কর্মটি বস্তুনিষ্টভাবে সম্পাদন করা জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যে কোন গবেষণাকে সুষ্ঠভাবে সমাপ্তির দ্বারপ্রান্তে পৌছানো অন্যন্ত কঠিন কাজ। একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণার জন্য যেমন সেই সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা, পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন সময়, ধৈর্য্য এবং কার্যনিপুনতা।

"জেন্ডার বৈষম্য ঃ বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের কৌশল সমূহ" শীর্ষক গবেষণা করতে গিয়ে আমি প্রথমে খুবই হতাশ হয়েছিলাম যে, গবেষণা কর্মটি অত্যন্ত ব্যাপক এবং কঠিন। কিন্তু যার সহচর্য এবং সহযোগিতায় এই দূরূহ কাজ আমি সম্পন্ন করতে পেরেছি তিনি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের শিক্ষিকা জনাব অধ্যাপক ড. নাজনীন ইসলাম ম্যাডাম। তিনি অত্যন্ত ব্যস্থতার মাঝেও তার মূল্যবান সময়, উপদেশ এবং উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে আমাকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেছেন। এ গবেষণার কাজ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবং প্রশ্নপত্র তৈরী করার ক্ষেত্রেও তার পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা পেয়েছি। এর জন্য আমি তাঁর কাছে প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব প্রফেসর ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ (তারেক) স্যারকে মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা করার জন্য। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অন্যান্য শিক্ষক যারা আমাকে বিভিন্ন ভাবে পরামর্শ ও সহযোগিতা করেছে তাদের নিকট আমি আজীবন কৃতজ্ঞ।

আমি আজীবন কৃতজ্ঞ ঢাকার শাহবাগ এবং নীলক্ষেত এলাকার সেই সকল উত্তর দাতাদের নিকট, যারা শত ব্যস্থতার মাঝেও আমার গবেষণা সম্পাদনের জন্য সাক্ষাৎকার প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি "ইউমেন ফর ইউমেন" এর সকল মহিলা কর্মকর্তাদের নিকট, যারা আমাকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

সর্বশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সে সমস্ত লেখক/লেখিকাদের, যাদের গ্রন্থসমূহ আমাকে এই গবেষণার তাত্ত্বিক দিক ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

মোঃ আলীম উদ্দিন

বি.এস.এস (অনার্স) এম.এস.এস, এম.ফিল গবেষক

রেজিঃ নং- ৩২৬/ ২০০৯-২০১০

রোল নং- ১৬, সূর্যসেন হল

লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ব্যবস্থাপক

পূবালী ব্যাংক লিঃ, দশপাইকা বাজার শাখা, সিলেট।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

অধ্যায়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
ভূমিকা	৮
সসম্যার বিবৃতি	৮
গবেষণার যৌক্তিকতা	৯
গবেষণার উদ্দেশ্য	১০
গবেষণার পদ্ধতি	১১
তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	১১
তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি	১২
তথ্য সংগ্রহ সমস্যা	১৩
গবেষণার সীমাবদ্ধতা	১৩
ধারণাগত কাঠামো (সংজ্ঞা)	১৩-২৬
সাহিত্য-সমীক্ষা	২৬-৩০
অধ্যায় পরিকল্পনা ইত্যাদি	৩০
দ্বিতীয় অধ্যায়	
গবেষণার প্রভাব বিস্তারকারী স্বাধীন চলক ও পরাধীন চলক সমূহ	৩২-৩৬
অনুমিত ধারণা	৩৬
তৃতীয় অধ্যায়	
গবেষণার ঐতিহাসিক পটভূমি	৩৮-১৩২
চতুর্থ অধ্যায়	
সংগৃহীত তথ্য সমূহ	১৩৩-১৫৪
চঞ্চম অধ্যায়	
তথ্য বিশ্লেষণ	১৫৬-১৫৯
ষষ্ঠ অধ্যায়-	
পর্যবেক্ষন	১৬১-১৬৩
সুপারিশ	১৬৪-১৬৭
উপসংহার	১৬৭
Bibliography	১৬৮-১৭০
Questionnaires	১৭১-১৭২

Dhaka University Institutional Repository

সারণী তালিকা

সারণী নং- ১,	উত্তর দাতাদের বয়স ভিত্তিক অবস্থান	১৩৪-১৩৫
সারণী নং- ২,	লিঙ্গ ভিত্তিক অবস্থান	১৩৫-১৩৬
সারণী নং- ৩,	পেশা ভিত্তিক অবস্থা	১৩৬-১৩৭
সারণী নং- ৪,	শিক্ষা ভিত্তিক অবস্থান	১৩৭-১৩৮
সারণী নং- ৫,	বাংলাদেশে কি জেন্ডার বৈষম্য বিরাজমান	১৩৮-১৩৯
সারণী নং- ৬,	বাংলাদেশে কেন জেন্ডার বৈষম্য বিরাজমান	১৩৯-১৪০
সারণী নং- ৭,	কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলাদেশে জেন্ডার বৈষম্য	৪০
সারণী নং- ৮,	বাংলাদেশে জেন্ডার বৈষম্য কি দূর করা সম্ভব	৪১
সারণী নং- ৯,	জেন্ডার বৈষম্য দূর করার কৌশলগুলো কি কি	১৪১-১৪২
সারণী নং- ১০,	আর্থ- সামাজিক অবস্থার কি উন্নতি	১৪২-১৪৩
সারণী নং- ১১,	জেন্ডার বৈষম্যের জন্য দায়ী?	১৪৪-১৪৪
সারণী নং- ১২,	জেন্ডার সমতার জন্য পদক্ষেপ	১৪৪
সারণী নং- ১৩,	নারী সমাজের কি সচেতন হওয়া দরকার	১৪৫
সারণী নং- ১৪,	জেন্ডার বৈষম্যের কারনেই কি নারীরা বঞ্চনার শিকার	১৪৫-১৪৬
সারণী নং- ১৫,	জেন্ডার বৈষম্যের কারনেই কি নারীরা অধিকার থেকে বঞ্চিত	১৪৬-১৪৭
সারণী নং- ১৬,	নারীরা উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড থেকে কি বঞ্চিত	১৪৭
সারণী নং- ১৭,	নারীরা নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে কি বঞ্চিত	১৪৮
সারণী নং- ১৮,	জেন্ডার বৈষম্যের জন্য কি পিতৃতন্ত্র, সমাজ ব্যবস্থা ও পরিবার দায়ী	১৪৯
সারণী নং- ১৯,	পুরুষদের উদাসীনতাই কি জেন্ডার বৈষম্য সৃষ্টি করেছে	১৫০
সারণী নং- ২০,	ধর্মীয় মূল্যবোধ রীতি নীতি কি কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি করেছে	১৫১
সারণী নং- ২১,	বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের জন্য কৌশল	১৫২
সারণী নং- ২২,	দারিদ্রতা কি কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি করেছে	১৫২-১৫৩
সারণী নং- ২৩,	শিক্ষা কি কোন প্রকার ভূমিকা পালন করতে পারে	১৫৩
সারণী নং- ২৪,	জেন্ডার উন্নয়নের জন্য কি নারীর ক্ষমতায়ন প্রয়োজন।	১৫৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক আলোচনা
(Introductory Discussions)

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা (Introduction) ঃ

নারী-পুরুষ পরস্পরের সম্পূরক ও পরিপূরক। উভয়কে নিয়ে সমাজ গঠিত। সমাজের অগ্রগতি, সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা, সামাজিক ন্যায় বিচার, সামাজিক সাম্য - এ সবের মূলে নারী-পুরুষ উভয়ই। উভয়ের সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সুষম সমাজ গঠন এবং সমাজের নারী-পুরুষ সমতাভিত্তিক উন্নয়ন সম্ভব।নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সমন্বয়, সমঝোতা ও সহযোগিতা সুষ্ঠু ও সুষম সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য বিরাজমান। পারিবরিক জীবন, সামজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় জীবন, আন্তর্জাতিক জীবন এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকুরী, অর্থনীতি, ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে চরম বৈষম্য বিরাজমান।

বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রীয়, সমাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত ও নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ঘোষণা করেছে। কিন্তু আজও চারিদিকে নারীরা নির্যাতিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত, শোষিত, চারিদিকে নারীরা চার দেওয়ালে বন্দি, চারিদিকে নারীরা বৈষম্যের শিকার হয়ে নীরব অশ্রু বিসর্জন দিয়ে তিলে তিলে অসহায়ভাবে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে।

আমার এ গবেষণায় আমি জেন্ডার বৈষম্য, বৈষম্যের কারণ, বৈষম্যের ফলে নারীদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা করে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে এ বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের কৌশল সমূহ উদঘাটনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।

সমস্যার বিবৃতি (Problem of the Study):

জেন্ডার, শ্রেণী, বর্ণ ও নরগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার অসমতা, বৈষম্য আছে। এই বৈষম্য শুরু হয়েছিল নারী ও পুরুষের মধ্যে। জেন্ডার ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন, আদিম শ্রেণী বৈষম্য। কেউ কেউ বলেন, জেন্ডার বৈষম্য থেকে কালক্রমে অন্যান্য শ্রেণী, বর্ণ ও নরগোষ্ঠী বৈষম্যকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল স্তরে জেন্ডার বৈষম্য বিরাজমান। পরিবারে নারীদের তুলনায় পুরুষদেরকে সুযোগ সুবিধা বেশি প্রদান করা হয়। স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তিতে নারীদের তুলনায় পুরুষদের অধিকার বেশি। সামাজিক জীবনে নারীরা হেয় প্রতিপন্ন। পুরুষ সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য বিরাজমান। রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থায় নারীরা পিছিয়ে এবং পুরুষরা অধিক অগ্রসর। চাকরির ক্ষেত্রে তথা দেশের অফিস আদালতের সকল স্তরে পুরুষদের প্রাধান্য বেশি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের গৃহশ্রমকে মূল্যায়ন করা হয়না, নারী শ্রমিকের মজুরী কম। রাজনীতির ক্ষেত্রে পুরুষ অগ্রসর, নারীরা অনগ্রসর।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের উন্নয়নে বিভিন্ন দাতা সংস্থাগুলো বেসরকারী সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলেও বাংলাদেশের নারীরা এখনও অবহেলিত। যেহেতু এ দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী, ফলে উন্নয়নে জেন্ডার কে সম্পৃক্ত করা একান্ত জরুরী। এতদ্‌সংক্রান্ত সমস্যা চিহ্নিত করে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রয়াস যথাযথ সার্থক করার জন্য এ সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণা একান্ত জরুরী। এক্ষেত্রে আমার গবেষণার সমস্যাসমূহ নিম্নরূপঃ

- নারী দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম। দারিদ্রতা যখন ছোবল মারে তখন নারীরাই সবচেয়ে বেশি অসহায় ও দুর্দশায় পতিত হয়। কিন্তু জেন্ডার বৈষম্য থাকার দরুন তাদের এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থার অভাব।
- নারীরা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসর। জেন্ডার বৈষম্যের কারণেই নারীরা শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে নানারকম প্রতিবন্ধকতার শিকার হচ্ছে।
- শ্রেণী, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল সমাজে নারীরা দৈহিক, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার। জেন্ডার বৈষম্যের কারণে নির্যাতনের সুবিচার লাভের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশের অভাব লক্ষনীয়।
- নারীর সাধারণ স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য। জেন্ডার বৈষম্যের কারণে নারীর সাধারণ স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য সহ স্বাস্থ্যের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রা অর্জনে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে।
- অর্থনৈতিক অবদানের ক্ষেত্রে নারীর গৃহশ্রম দৃশ্যহীন, যা জিডিপির ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। কিন্তু জেন্ডার বৈষম্যের কারণে ঐ অবদান অবহেলিত।
- যুদ্ধ বা সশস্ত্র সংঘাতকালে নারীরা শারীরিক ও মানসিক ভাবে বেশি নির্যাতিত হয়। তা প্রতিরোধের জন্য জোরালো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের অভাব।
- ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সকল স্তরে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহন খুবই নগন্য। পুরুষ স্বার্থে আঘাত আসবে ভেবে ঐ ক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতায় উদাসিন।
- নারীর মানবাধিকার সর্বজনীন মনবাধিকারের অবিচ্ছিন্ন, অখন্ড ও অবিভাজ্য অংশ হলেও অনেক ক্ষেত্রে তা সংরক্ষণ করা হয়না।
- দুনিয়া ব্যাপী আজও মেয়ে শিশুরা সামাজিক প্রথা রীতিনীতি ও কুসংস্কারজনিত অজ্ঞতার শিকার। তাদেরকে এ অবস্থা থেকে উত্তোরনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরীর অভাব।
- সর্বপরি নারী উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজম ও আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের অভাব।

এ অভিপ্রায়ে **"জেন্ডার বৈষম্য ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের কৌশল সমূহ"** সম্পর্কিত একটি সমাজতাত্ত্বি বিশ্লেষণই এ গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার যৌক্তিকতা (Importance of the Study) ঃ

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। ফলে জাতি গঠনে নারীর ভূমিকা উলেখযোগ্য। জেন্ডার বৈষম্যের কারণ খুঁজে বের করে তা উত্তোরণের কৌশল বের করতে না পারলে এবং উন্নয়নে জেন্ডার ইস্যুকে সমভাবে গুরুত্ব না দিলে দেশের উন্নয়ন সুষমভাবে তরান্বিত হবে না। এ জন্য জেন্ডার বৈষম্যের কারণ ও তার উত্তোরণের উপায় সমূহ কি, সে সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম।

আমার এ গবেষণায় অনুসন্ধানের মাধ্যমে উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহ করে তথ্যের বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিযুক্ত আলোচনা, সমালোচনা ও বিশেষণের ভিত্তিতে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হলে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ এবং সমতাভিত্তিক, সমান অধিকারের কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি নতুন তথ্য সংযোজিত হবে বলে আমি মনে করি।

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objective of the study)ঃ

সম্পদের অধিকার, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিবার, সামাজিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহন ইত্যাদি সকল বিষয়েই নারীর অংশগ্রহন এখনো পর্যাপ্ত নয়। অতীতে দেখা গেছে, প্রকল্পের সুফল ভোগ করেছে পুরুষ; বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নারী হয়েছে ক্ষতিগ্রস্থ। উন্নয়ন কৌশলের সকল স্তরে পুরুষের আধিপত্য; পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য পর্যায়ে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ও কৌশল নির্ধারনে, প্রকল্প প্রণয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের সকল স্তরে নিয়োজিত জনশক্তিতে নারী অনুপস্থিত ও অদৃশ্য। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে, কি সরকারী, কি বেসরকারী খাতে, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যে নারীর ভূমিকা নগন্য, নারী উদ্যোক্তা সংখ্যায় অতি নগন্য। ফলে উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন জেন্ডার বৈষম্যে দূষিত। এজন্য আমার গবেষণার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ-

- নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যের কারণ খুঁজে বের করা।
- সামজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অবদানকে তুলে ধরে জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করার কৌশল নির্ণয় করা।
- উন্নয়নে নারীদের পশ্চাদপদতার কারণ সমূহ নির্ণয় এবং এর প্রতিকারের উপায় খুঁজে বের করা।
- পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে নারী ও পুরুষের ভারসাম্যহীনতার কারণ নির্ণয় করা এবং ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরীর কৌশল নির্ধারণ করা।
- উন্নয়নে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে জেন্ডার কিভাবে ভূমিকা রাখে তা নিরূপন করা।
- পরিবার, সম্প্রদায়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার কৌশল নির্ণয় করা।
- জেন্ডার কিভাবে যুগপদ ভূমিকা পালন করে তা জানা।
- প্রাপ্ত ফলাফলের বিশেষণের মাধ্যমে বৈষম্যদূরীকরণ ও উন্নয়নের কৌশল নির্ণয় এবং সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রণয়ন করা।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা পদ্ধতি (Method of the Study) ঃ

এই গবেষণায় জেন্ডার বৈষম্যের কারণ জানার জন্য এবং বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়ন কৌশল সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য Survey Method ব্যবহার করা হবে।

Survey: জরিপ বলতে আমরা বুঝে থাকি কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ করা। কোন ভৌগলিক এলাকার জনবসতির ধ্যান-ধারণা, মনোভাব ও জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কৌশল বা উপায়কে জরিপ বলে। জরিপের মাধ্যমে এলাকার চাহিদা, সমস্যা ও সমস্যার কারণ, সম্পদ, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত, মূল্যবোধ প্রভৃতি সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়।

তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি (Method of Data Collection) :

ডাটা সংগ্রহের জন্য দুই ধরণের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেমন–

a) Secondary Data :- গবেষণার জন্য পূর্বে প্রকাশিত কিছু গবেষণা, পত্রিকা, বই-পুস্তক থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয় সেগুলো Secondary Data.

b) Primary Data :- গবেষণার জন্য মাঠ পর্যায় থেকে যে তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হবে তা চৎরসধৎু উধঃধ.

Interview and Questionnaires : Primary data সংগ্রহ করার সময় Random Sampling পদ্ধতিতে Unstructured Interview Ges Questionnaires এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

Unstructured Interview : কাঠামোহীন সাক্ষাৎকার কাঠামোগত সাক্ষাৎকারের বিপরীত ধরণ। এতে সাক্ষাৎকারের প্রশ্নাবলী নির্দিষ্ট কাঠামোর অধীন নয়। এ ধরণের সাক্ষাৎকার হচ্ছে মুক্ত, অনিয়ন্ত্রিত এবং কাঠামোহীন। এতে পূর্ব নির্ধারিত কোন প্রশ্নমালা বা নির্দেশিকা থাকে না। প্রশ্নের কোন ধারাবাহিকতা থাকে না। যে কোন সময় যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। সকল উত্তরদাতাকে একই প্রশ্ন নাও করা যেতে পারে। কাঠামোহীন পদ্ধতিতে উত্তর দাতাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং তিনিই মূখ্যব্যক্তি। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী কেবল উপস্থাপকের ভূমিকা পালন করেন। উত্তরদাতা বাধাহীনভাবে তার ইচ্ছামতো উত্তর প্রদান করেন।

এর সুবিধা হচ্ছে, বাধাহীন মুক্ত সাবলীল ও স্বাভাবিক আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এর মাধ্যমে তথ্য প্রদানকারীর চিন্তা ভাবনা দৃষ্টি ভঙ্গি সহজে চিহ্নিত করা যায় এবং গবেষণার বিষয়বস্তুর বিভিন্ন দিক বিশদভাবে অনুসন্ধান করা যায়।

আমার গবেষণায় সাক্ষাৎকার পদ্ধতিঃ সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে উত্তরদাতা বাধাহীন, মুক্তভাবে তার ইচ্ছামতো উত্তর প্রদান করে। এর মাধ্যমে তথ্য প্রদানকারীর চিন্তাভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি সহজে চিহ্নিত করা

Dhaka University Institutional Repository

যায় এবং বিস্তারিতভাবে তাদের অভাব-অভিযোগ, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা এবং মতামত জানা যায়। এজন্য আমি আমার গবেষণায় কাঠামোহীন সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত করব।

***Case Study*ঃ** পূর্ববর্তী কৌশলগুলো অবলম্বনে যে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তার গ্রহণ যোগ্যতাকে প্রকাশ করার জন্য কেস স্টাডি পদ্ধতি ভূমিকা রাখে। তাই উক্ত গবেষণায় কেস স্টাডি পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে।

***Population & Sampling* ঃ** এক্ষেত্রে আমি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের শাহবাগ এবং নীলক্ষেত এলাকার জনসমষ্টি হতে সরল নির্বিচারী পদ্ধতিতে ৫০ জন নারী ও পুরুষকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করব, তবে নারীদের বেশি প্রাধান্য হবে।

তথ্য বিশ্লেষণ (Data Analysis) ঃ

গবেষণা এলাকা থেকে গবেষক তথ্য সংগ্রহ করার পর প্রাপ্ত তথ্যকে প্রক্রিয়াজাত করণে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে একই সাথে দু'ধরণের পর্যালোচনা করা হয়। পরিমাণগত পর্যালোচনা যেমন- পরিসংখ্যান পদ্ধতি, সারণীয় ব্যবহার, বয়স কাঠামো, গবেষিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষার হার ও অবস্থান ইত্যাদি তথ্যকে সংগ্রহ করা হয়। অন্যদিকে সংগৃহীত তথ্যকে গুণগত ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন- গবেষণা এলাকার পুরুষ ও নারীদের অবস্থা সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করা। এ দুটো পর্যালোচনায় প্রাপ্ত তথ্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমেই আলোচ্য তথ্যের ফলাফল তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

Unit of Analysis :

এ ক্ষেত্রে গবেষণা বিশ্লেষণের একক হিসেবে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের শাহবাগ এবং নীলক্ষেত এলাকার নারীদেরকে একটি দল হিসেবে চিহ্নিত করে জেন্ডার বৈষম্য সম্পর্কে তাদের মনোভাব উপস্থান করব।

Research question:

* বাংলাদেশে জেন্ডার বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলো কি কি?
* জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের কৌশল গুলো কি কি?
* জেন্ডার উন্নয়নের কৌশল গুলো কি কি?

Variable :

a) Dependent variable:- জেন্ডার বৈষম্য- সমাজের সকল স্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার ভোগ করার পরিবর্তে অসমান বা অসম অধিকার ভোগ করাই জেন্ডার বৈষম্য।

b) Independent variable:- শিক্ষা, দারিদ্র, সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি উক্ত গবেষণায় অনির্ভরশীল চলক হিসেবে বিবেচিত।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সংগ্রহে সমস্যা ঃ

গবেষণার প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে আমাকে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের শাহবাগ ও নীলক্ষেত এলাকা ঘুরতে হয়েছে এবং শ্রেণী-পেশা-শিক্ষা-বয়স নির্বিশেষে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে হয়েছে। আমি একজন পুরুষ এজন্য নারীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা ছিল বড়ই দূরূহ কাজ। আমি ইনিয়ে বিনিয়ে তাদেরকে বুঝাতে হয়েছে আমার গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এবং তাদের মনের কথা নির্ভয়ে জানাতে উৎসাহিত করতে হয়েছে, যা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কাজ। এছাড়াও যেহেতু এ বিষয়ে পূর্বে কোন গবেষণা হয়নি, তাই সেকেন্ডারী তথ্য সংগ্রহ করাও একটি দুঃসাধ্য কাজ ছিল আমার জন্য।

এই গবেষণার সীমাবদ্ধতা ঃ

সারা বাংলাদেশে ১৬ কোটি জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী এবং তাদের সকলের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আমার গবেষণার জন্য আমি রাজধানী ঢাকার শাহবাগ এবং নীলক্ষেত এলাকাকে বেছে নিয়েছিলাম। কারণ, এখানে যেহেতু প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত আমাদের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যে লালিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সুতরাং এখানে বসবাসরত নারী-পুরুষ অন্য এলাকার চেয়ে অনেক সচেতন। কিন্তু গবেষণা করতে গিয়ে দেখা যায় যে, নীলক্ষেত এবং শাহবাগ এলাকায় বসবাসরত অনেক নারীদের জেন্ডার সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। উচ্চ পরিবারে যাওয়া সম্ভব হয়নি, কারণ- বাসার নিরাপত্তা প্রহরীকে এমনভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, গবেষণার জন্য কেউ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে এলে তাকে যেন বারণ করা হয়। আর যেসব বাসায় গিয়েছি, সেখান থেকে সবাই তথ্য দিতেও বেশ অনীহা প্রকাশ করেন।

গবেষণা একটি ব্যাপক এবং সময় সাপেক্ষ্য কাজ। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি এ কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করার জন্য।

Operational Definition of key Concept:

জেন্ডার (Gender) শব্দটির আভিধানিক অর্থ লিঙ্গ। সাধারণত ব্যাকারণেও জেন্ডার শব্দটি ব্যবহৃত হয় লিঙ্গ চিহ্নিত করার জন্য। যেমনঃ পুংলিঙ্গ, স্ত্রী লিঙ্গ, ক্লিব লিঙ্গ, উভয় লিঙ্গ ইত্যাদি। কিন্তু এভাবে জেন্ডার এবং লিঙ্গ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে এলেও সাম্প্রতিককালে উন্নয়ন সাহিত্যে জেন্ডার ভিন্ন ও ব্যাপকভাবে অর্থে ব্যবহৃত। উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাই আজ জেন্ডার এবং লিঙ্গ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে এলেও সাম্প্রতিককালে উন্নয়ন সাহিত্যে জেন্ডার ভিন্ন ও ব্যাপকতার অর্থে ব্যবহৃত। উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাই আজ জেন্ডার বা লিঙ্গের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য টানা হয়।

লিঙ্গ শব্দটির জৈবিক বা শারীরিক (Biological) প্রকাশ থেকে ভিন্নতর প্রেক্ষিত তুলে ধরার জন্য জেন্ডার শব্দটি প্রথম মনোবিজ্ঞানী এবং তারপর নারীবাদীদের দ্বারা ব্যবহৃত হতে শুরু করে। জেন্ডার মূলত একটি অর্থঘন বা গূঢ় শব্দ যা একজন পুরুষ-নারী হিসেবে আমাদের সামাজিক পরিচয় যে প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচিত শারীরিক বৈশিষ্ট্যের বদলে সামাজিকভাবে সৃষ্ট, সেই সত্যটিকে প্রকাশ করে।

লিঙ্গ মতভেদটির জৈবিক বা শারীরিক (Biological) প্রকাশ থেকে ভিন্নতর প্রেক্ষিত তুলে ধরার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

জেন্ডার শব্দটি প্রথম মনোবিজ্ঞানী এবং তারপর নারীবাদীদের দ্বারা ব্যবহৃত হতে শুরু করে। জেন্ডার মূলত একটি অর্থঘন বা গূঢ় শব্দ যা একজন পুরুষ-নারী হিসেবে আমাদের সামাজিক পরিচয় যে প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচিত শারীরিক বৈশিষ্ট্যের বদলে সামাজিকভাবে সৃষ্ট, সেই সত্যটিকে প্রকাশ করে।

লিঙ্গ হচ্ছে প্রাকৃতিক বা জৈবিক কারণে সৃষ্ট নারী-পুরুষের বৈশিষ্টসূচক ভিন্নতা বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের স্বাতন্ত্রতা কিংবা শরীরবৃত্তিয়ভাবে (Physiolgically) নির্ধারিত নারী পুরুষের পরিচয়, সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক, সমাজ কর্তৃক আরোপিত নারী পুরুষের ভূমিকা- যা পরিবর্তনীয়।

লিঙ্গ হচ্ছে নারীত্ব ও পুরুষত্বের (Femaleness and maleness) জৈবিক বা শারীরিক উপাদান; আর নারী ও পুরুষ সমন্ধীয় মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বোধ হচ্ছে জেন্ডার।

এ্যান ওকলে (Anne Oakley) প্রথম সুনির্দিষ্টভাবে জেন্ডার-এর মধ্যে এসব মৌলিক ধারণাগত পার্থক্য তুলে ধরেন। এই পার্থক্য অনুযায়ী তাই লিঙ্গ শারীরিক বৈশিষ্ট্য সূচিত। অন্যদিকে জেন্ডার বৈশিষ্ট্য একটি নির্দিষ্ট সমাজে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে (এর অর্থ তা ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিকভাবেও) নির্ধারিত।

জেন্ডার তাই সমাজে একজন নারী বা একজন পুরুষ কি রকম, সে ধারণা প্রদান করে। নারী ও পুরুষের- কার কি রকম পোষাক পরিচ্ছদ হবে, কে কি রকম আচার-আচরণ করবে, আশা-আকাঙ্খা প্রত্যাশা কার কি রকম হবে তা প্রকাশ করে জেন্ডার। যেমন প্রচলিত জেন্ডার ধারণায় নারীরা হলো দুর্বল কোমল হৃদয়, আবেগ প্রবণ, শান্ত, নম্র আর পুরুষরা কঠোর, সবল, যুক্তিবাদী ইত্যাদি। এ ছাড়াও জেন্ডার সমাজে একজন নারী বা একজন পুরুষের ভূমিকা কি তাও নির্ধারণ করে। যেমন রান্না-বান্না, সন্তান লালন-পালন সহ ঘরের কাজ হলো নারীর কাজ; আর আয় উপার্জন, বিচার, সালিশ, রাজনীতি ইত্যাদি বাইরের কাজ হলো পুরুষের। কিন্তু এসব বিষয়গুলো দেশ বা সংস্কৃতি ভেদে যে ভিন্ন ভিন্ন হয় তা ইউরোপীয় নারী ও পুরুষ এবং বাংলাদেশী নারী ও পুরুষের মধ্যে তুলনা করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। কেননা ইউরোপের একজন নারী এবং বাংলাদেশের একজন নারী উভয়েই একই লিঙ্গ অর্থাৎ তারা উভয়েই মেয়ে হলেও তাদের কাজ, ভূমিকা, আচার-আচরণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। ইউরোপের একজন নারী অবাধে তার পছন্দ অনুযায়ী স্বাধীনভাবে পোষাক-পরিচ্ছদ পড়তে পারে, অবাধে চলাফেরা করতে পারে, পুরুষের মত কাজকর্ম বা সামাজিক ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে একজন নারীর পক্ষে পুরুষের মত স্বাধীনভাবে সামাজিক ভূমিকা পালন করা সামাজিক কারণে এখনও সম্ভব নয়।

যেহেতু এ সব বিষয় সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত তাই সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে অর্পিত নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য, আচরণ-আচরণ ও ভূমিকা পরিবর্তিত হয়।

জৈবিক ও শারীরিক অবস্থা যেমন: ক্রোমোজম, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ যৌন অংগ অর্থাৎ নারী-পুরুষের বিভিন্ন যৌন ও প্রজনন অঙ্গ ইত্যাদি নির্ধারণ করে নারী-পুরুষের জেন্ডার নির্ধারিত হয় নির্দিষ্ট সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিকীকরণ (socialisalion) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কাজেই যখন বলবো 'নারী' বা 'পুরুষ' তখন জৈবলিঙ্গ নির্দেশ করাই মূল উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন বলবো 'মেয়েলি' কিংবা 'পুরুষালি' তখন আসলে মনোলৈঙ্গিক (psychosexual) নির্দেশ ও বিভাজনটাই মুখ্য। 'মেয়েলি' বা 'পুরুষালি' শব্দটি তখন জেন্ডারকে নির্দেশ করে যা একজন নারী বা পুরুষের লিঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যকে ছাপিয়ে আরো অনেক কিছুই প্রকাশ করে- যা শারীরিক নয়, স্বভাব বা আচরণগত।

জেন্ডার তাই অনেকখানি মনোলৈঙ্গিক প্রত্যয় (Category)। সমাজের মতাদর্শ এই মনোলৈঙ্গিক বিভাজন সৃষ্টি করেছে। নারী পুরুষের জৈবলিঙ্গ প্রাকৃতিক ঘটনা কিন্তু সেই ভিন্নতা থেকে জেন্ডার ভিন্নতা সৃষ্টি হয় না; জেন্ডার ভিন্নতা বা বৈষম্য সৃষ্টি হয় সামাজিকভাবে। জেন্ডার তাই জৈবলিঙ্গের পরিণতি নয়, সমাজ কর্তৃক নির্মিত। কেননা নারীর শারীরিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এমন কিছু নেই যার জন্য তাকে সারা জীবন সঙ্কীর্ণ গৃহকর্মে আবদ্ধ থাকতে হবে এবং সে বাইরের কাজের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ নয়। জেন্ডার তাই সামাজিকভাবে গড়ে ওঠে নারী-পরুষের বৈশিষ্ট্য, ভিন্নতা বা স্বাতন্ত্রতা।

মোট কথা লিঙ্গ হলো প্রকৃতিক বা শারীরিকভাবে নির্ণীত নারী পুরুষের ভিন্নতা আর জেন্ডার হচ্ছে সামাজিকভাবে সৃষ্টি নারী পুরুষের সম্পর্ক। নারী ও পুরুষ এই বিপরীত লিঙ্গের মধ্যকার সম্পর্কের সামাজিক সংগঠনকে নির্দেশ করে জেন্ডার। জেন্ডার বিশেষণ তাই যে সব প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধ যা নারী পুরুষের সামাজিক সাংস্কৃতিকভাবে নির্ধারিত ভূমিকা গড়ে তোলে তার প্রতি নজর দেয়।

অন্য কথায় সমাজে নারী এবং পুরুষের অবস্থানের গুণগত ও পরস্পর নির্ভরশীল চরিত্রকে প্রকাশ করে জেন্ডার। জেন্ডার হলো লিঙ্গ সামাজিক গঠন। সমাজে পুরুষ ও নারীর নয় তা হলো জেন্ডার। অর্থাৎ একজন নারী বা পুরুষের কাছ থেকে তাদের সামজে প্রত্যাশিত গুণাবলী, আচরণ হচ্ছে জেন্ডার। তাই জেন্ডার হলো সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী এবং পুরুষের মধ্যকার পার্থক্য যা শারীরিক বা জৈবিক পার্থক্যের দ্বারা সৃষ্টি হয়নি।

এক কথায় জেন্ডার হলো আরোপিত, সমাজ-সংস্কৃতি ভিত্তিক, আচার-আচরণগত এবং স্থান কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন সমাজ-সাংস্কৃতিতে পরিবর্তনীয়। আর জেন্ডার হলো প্রাকৃতিক শারীরিক, পূর্ব-নির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয়। আর জেন্ডার হলো প্রাকৃতিক শারীরিক, পূর্ব-নির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয়।

জৈব লিঙ্গ	জেন্ডার বা সামাজিক লিঙ্গ
শারীরিক / জৈবিক	সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ও মনস্তাতিক
সার্বজনীন	সমাজ সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন
অপরিবর্তনীয়	পরিবর্তনীয়
প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট	সমাজ-সংস্কৃতি থেকে গৃহীত

জেন্ডার সম্পর্ক সংস্কৃতি, জাতি, ধর্ম, শ্রেণী ভেদে বিভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন রকম হলেও গোটা

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বজুড়ে দুটি গুরুত্বপুর্ণ ক্ষেত্রে সাধারণত অভিন্ন অবস্থা বিদ্যমান। এগুলো হলোঃ নারী-পুরুষের দৈনন্দিন কাজ, দায়-দায়িত্ব, ব্যবহৃত সময়ের ক্ষেত্রে তা অসমতা; অর্থাৎ জেন্ডার ভিত্তিক শ্রম বিভাগ। দ্বিতীয়ত পুরুষের তুলনায় সম্পত্তি, অধিকার, পছন্দ, ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর অধিকারহীনতা বা সুযোগের অভাব অর্থাৎ সমাজে নারীর অমর্যাদাজনক বা অধঃস্তন অবস্থান।

জেন্ডার এবং উন্নয়ন ঃ

সঙ্গত কারণেই অনেক প্রশ্ন তুলতে পারে যে, কেন বর্তমানে 'নারী এবং উন্নয়ন' না বলে 'জেন্ডার এবং উন্নয়ন' এর কথা বলা হয়। বস্তুত যখন আমরা একটি গ্রুপ হিসেবে নারীর কথা বলি তখন কথগুলো অসুবিধা দেখা দেয়। কেননা, সমাজে 'নারীর অবস্থান'-এর ধারণাটি কিন্তু নারীর কোনো সার্বজনীন অবস্থা বাস্তবে বিরাজ করে না। এমন কি নারীরা একটি গ্রুপ সমাজে নারীরা নানা স্তরের বিন্যস্ত। এখানে ধনী নারী ও গরীব নারী রয়েছে। রয়েছে শ্রমজীবি, চাকুরীজীবি, শিক্ষিত, শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত নারী। তারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। তাই দেখ বিষয়রূপে বিবেচিত হতে পারে। আবার একটি বহু সংস্কৃতিভিত্তিক সমাজে একজন নারীর জাতিসত্তাগত প্রেক্ষাপট তার শ্রেণীগত অবস্থানের চাইতে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। কেননা, সঙ্গত কারণেই শ্বেতাঙ্গ সমাজের কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা তাদের শ্বেতাঙ্গ 'বোনদের' চাইতে কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষের সঙ্গেই বেশি একাত্মতা বোধ করবে, বর্ণ বা জাতিগত ঐক্যের কারণে।

সেই জন্যই জেন্ডার শব্দটির ব্যবহারের সবচেয়ে যথাযথ কারণ হলো এই যে, এখানে নারী ও পুরুষ উভয়েই সামাজিক ভূমিকা অন্তর্ভুক্ত। উভয়ের অবস্থান নির্ধারণে নারী এবং পুরুষের মধ্যকার সম্পর্কটি প্রায়শ এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। কেননা নারী ও পুরুষের মধ্যকার সম্পর্কের ধরণটি সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত জেন্ডার সম্পর্কেরই ফলশ্রুতি। একটি নির্দিষ্ট সমাজে নারী এবং পুরুষরা যে কাজ করে থাকে তা শ্রেণী, জেন্ডার ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ নারীদের বসবাস হলো সংসারে এবং এই সংসারের জেন্ডার সম্পর্কটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক যার মাধ্যমে নারীরা বাইরের বিভাজন ও পরিবারের বাইরের সম্পর্ক ইত্যাদি সবকিছুই সেই একক পরিবারের মধ্যকার জেন্ডার সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে। বিগত দশকের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা এটা অন্তত আবিস্কার করেছে যে পরিবারের সকলের স্বার্থ এক ও অভিন্ন নয়। একটি পরিবারের একজন সর্বোপরি আমরা নারী উন্নয়নের বদলে জেন্ডার এবং উন্নয়ন ব্যবহার করি এই কারণে যে কোনো উন্নয়ন উদ্যোগ যে নারী পুরুষ উভয়ের জীবনকেই প্রভাবিত করে সেই বিষয়টির ওপর তা জোর দেয়। তাছাড়া কোন সমাজের গতিপথ এমনভাবে পরিবর্তন করা আদৌ সম্ভব নয় যাতে কেবল নারী বা কেবল পুরুষরা প্রভাবিত হবে। বাঁধ নির্মাণ থেকে শুরু করে দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদে ঋণ প্রকল্প পর্যন্ত যে কোনো উন্নয়ন প্রকল্প অবধারিতভাবেই নারী ও পুরুষ উভয়কেই প্রভাবিত করবে। এখানে বরং আসল সত্য হলো এই যে, উন্নয়নের উদ্যোগ তাদের ওপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে,

Dhaka University Institutional Repository

ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় প্রভাব ফেলবে সমাজে নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের দরুন উন্নয়নের সুফল তাদের কাছে ভিন্ন ভিন্ন পথে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পৌছবে। জেন্ডার ইস্যুর কথা বলার মাধ্যমে অন্য যে বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হয় তা হল, যে বিদ্যমান বৈষম্যমূলক জেন্ডার সর্ম্পকে বিশেষণ এবং উপলব্ধি এবং তা পরিবর্তনের সহায়তা করার ক্ষেত্রে পুরুষদেরও সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে। আর, একটি ন্যায় ও সমতাভিত্তিক দুনিয়া গড়ে তোলার জন্য জেন্ডার সমতা অর্জন অপরিহার্য।

জেন্ডার শ্রম বিভাগ বা বিভাজন ঃ

প্রচলিত সামাজিক-সাংস্কৃতি রীতিনীতি, ঐতিহ্য ও ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে একজন নারী ও একজন পুরুষ যে ভিন্ন ভিন্ন কাজ ও দায়-দায়িত্ব পালন করে বা সমাজ কর্তৃক তাদের ওপর অর্পিত হয় তাকেই বলা হয় জেন্ডার শ্রম বিভাগ বা বিভাজন (Gender Division of Labour)। এই জেন্ডার শ্রম বিভাগ অনুযায়ী সমাজে নানা ধরনের কাজকে 'নারীর কাজ' বা 'পুরুষের কাজ'- এভাবে আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়।

জেন্ডার শ্রম বিভাগ বিভাগ প্রথমত সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে দায়িত্ব, ভূমিকা ও কাজের প্রচলিত বরাদ্ধকে নির্দেশ করে। দ্বিতীয়ত জেন্ডার শ্রম বিভাগ নারী ও পুরুষ যে ভিন্ন ভিন্ন কাজ, দায়-দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে গুণগত এবং পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য আরোপ করে। যেমন: পুরুষের বাইরের আয় উপার্জনমূলক কাজ হচ্ছে গুরুত্বপুর্ণ, মূল্যবান বা সম্মানজনক, আর নারীর ঘরের গৃহস্থালী কাজ হচ্ছে গুরুত্বহীন, মূল্যহীন ও অমর্যাদাকর। জেন্ডার শ্রম বিভাগই তাই নারীর অধঃস্তনতার অন্যতম কারণ।

জেন্ডার শ্রম বিভাগ ঈশ্বর প্রদত্ত, প্রাকৃতিক কোন বিষয় নয় কিংবা তা নারীর-পুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য বা ভিন্নতার দরুণ সৃষ্টি হয়নি বরং তা সামাজিকভাবেই ক্রমশ গড়ে উঠেছে যা পরিবর্তশীল, বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতি ভেদে তা ভিন্ন ভিন্ন রকম। যেমন ইউরোপে মেয়েরা বাইরের কাজ (আয় উপার্জনমূলকসহ নানান কাজ) করে আর পুরুষরাও ঘরের কাজ (রান্না, বান্না ও ধোয়া মোছা ইত্যাদি) করে। আমাদের দেশেও এই ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের চিত্র চোখে পড়ে। সাধারণত প্রচলিত সমাজে জেন্ডার ভিত্তিক শ্রম বিভাগের বিষয়টিকে যুক্তিগ্রাহ্য করা হয় এই বলে যে, নারীরা পুরুষের তুলনায় শারীরিকভাবে দুর্বল, তাই এ ধরনের শ্রম বিভাগ প্রাকৃতিক ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু নারী ও পুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যেমন পার্থক্য রয়েছে তেমনি বৈশিষ্ট্যগত মিলও রয়েছে। আর এই মিলটাই বেশি। তা ছাড়া শারীরিক দুর্বলতার বিষয়টি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠিত নয়। বরং সামাজিক বৈষম্যের জন্যই নারীরা অপুষ্টির শিকার এবং পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না পাওয়াতে নারীর শরীরের সকল অঙ্গের ভারসাম্যপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় না বলেই অনেক নারীর শারীরিক দুর্বলতা প্রকাশ পায়।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে আবার নারী ও পুরুষের ভূমিকা পরস্পরের পরিপূরক এবং উভয়ে মিলেই পরিপূর্ণতা- এই অজুহাতে প্রচলিত গতানুগতিক জেন্ডার ভিত্তিক শ্রম বিভাজনকে জায়েজ করা হয়। কিন্তু এই পারস্পরিক পরিপূরকতার দোহাই নারীর হীন অবস্থান, নারী-পুরুষের বিরাজমান অসম সম্পর্কের অস্থিত্ব, তাৎপর্য ও তার প্রতিফলনকে কতখানি আড়াল করে তা খতিয়ে দেখা দরকার।

জেন্ডার ভূমিকা ঃ

সমাজে নারী ও পুরুষ সামাজিকভাবে নির্ধারিত কিছু কাজ ও দায়িত্ব পালন করে থাকেন যা জেন্ডার ভূমিকা (Gender Role) বলে চিহ্নিত। অর্থাৎ বিভিন্ন সমাজের নারী ও পুরুষরা বিভিন্ন ধরনের কাজের মাধ্যমে যে ভূমিকা পালন করে থাকে তা হল জেন্ডার ভূমিকা। জেন্ডার ভূমিকা বিভিন্ন সমাজে নানা রকম হতে পারে এবং তা জেন্ডার শ্রমবিভাগের ওপর নির্ভরশীল। যেমন- অনেক সমাজে নারীরাই মূলত কৃষিকাজ করে, নিজেরাই গরু-ছাগলের মালিক, তারাই তাদের নিজেদের জমি চাষ করে। আবার অনেক সমাজে নারীর এ ধরনের ভূমিকা পালন হল 'সৃষ্টিকর্তা' এবং প্রকৃতি' বিরুদ্ধে। এখন থেকে একটি বিষয় পরিস্কার হয়ে উঠে যে জেন্ডার ভূমিকা সমাজ ও সংস্কৃতি নির্ভর এবং তা পরিবর্তনশীল। জেন্ডার ভূমিকা তিন ধরনের যথা- ১. পুনঃ উৎপাদনমূলক ভূমিকা, ২. উৎপাদনমূলক ভূমিকা, ৩. সামাজিক ভূমিকা।

পুনঃউৎপাদনমূলক ভূমিকাঃ

সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন, রান্না-বান্না, ধোয়া-মোছা, মাজা-ঘষা, ঘর-দোর পরিস্কার করা, পানি ও খড়ি সংগ্রহ, সেবা যত্ন করা সহ যাবতীয় গৃহস্থালী কাজ-কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে যে ভূমিকা পালিত হয় তাকেই বলে পুনঃউপদাননমূলক ভূমিকা। অর্থাৎ অতীত (দাদা-দাদী, নানা-নানী, বাবা-মা, শ্বশুড়-শ্বাশুড়ি প্রমুখ), বর্তমান (স্বামী-স্ত্রী, দেবর-ননদ, ভাই-বোন ইত্যাদি) এবং ভবিষ্যৎ (পুত্র-কন্যা, নাতী-নাতনী) শ্রমশক্তি বা প্রজন্মের লালন পালন বা যত্ন নেয়াই হল পুনঃউঃপাদানমূলক ভূমিকা পালন। সারা বিশ্বে সাধারণ এই ভূমিকা নারীরাই বেশি পালন করে থাকে। যেহেতু এসব কাজের কোন পারিশ্রমিক বা বিনিময় মূল্য নেই তাই তা স্বীকৃতিহীন। অথচ এই কাজগুলি কেউ কোন অর্থ বা দ্রব্যের বিনিময় করলে তা হয় উৎপাদনমূলক ভূমিকা। সন্তান ধারণ, জন্মদান ও লালন-পালন হলো এই পুনঃউৎপাদনমূলক ভূমিকার কেন্দ্রীয় বিষয়।

উৎপাদনমূলক ভূমিকাঃ

যে কাজের বিনিময় মূল্য আছে অর্থাৎ সকল ধরনের আয়-উপার্জনমূলক কাজের দ্বারা যে ভূমিকা পালন করা হয় তাকে বলে উৎপাদনমূলক ভূমিকা। উৎপাদনমূলক কাজের মূল বৈশিষ্ট্য হল এর সম্ভাব্য বিনিময় মূল রয়েছে এবং এই বিনিময় মূল্য নগদ অর্থ বা দ্রব্যেও হতে পারে। এক

Dhaka University Institutional Repository

কথায় যার বিনিময় মূল্য এবং ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে সেই পণ্য উৎপাদনকারী ভূমিকাই হল উৎপাদনমূলক ভূমিকা। সাধারণ বেশির ভাগ সমাজেই পুরুষরাই এই ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে নারীর অনেক উৎপাদনমূলক ভূমিকা তার পুনঃউৎপাদনমূলক ভূমিকার অন্তরালে হারিয়ে যায় বা ঢাকা পড়ে যায়। যেমন- গ্রামীণ নারীরা কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজতকরণের কাজগুলি তাদের গৃহকর্মের সঙ্গে করে থাকেন; ফলে তা উৎপাদনশীল কাজ হিসেবে গণ্য হয় না। যেহেতু এসব কাজের কোন বিনিময় মূল নেই তাই তা উপেক্ষিত, স্বীকৃতিহীন।

সামাজিক ভূমিকাঃ

যে সব কাজ কোন বিনিময় মূল্য, অর্থ বা পারিশ্রমিক ছাড়াই সামাজের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে করা হয় তাকেই বলে সামাজিক ভূমিকা। এই ভূমিকা মূলত দু'ধরনের- (ক) সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা। (খ) সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা।

সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকাঃ

অর্থ বা পারিশ্রমিক ছাড়া নিঃস্বার্থভাবে কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা জনগোষ্ঠীর কল্যাণে, সকলের স্বার্থে যা করা হয় তা হল সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা। যেমন- গ্রামের সকলে বা কয়েকজন অথবা কেউ একাই পুরাতন সাঁকো ও রাস্তা মেরামত করা, বাঁধ নির্মাণ করা, বিবাহ, মৃত্যু বার্ষিকী ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে সাহায্য সহযোগিতা করা। নারী-পুরুষ উভয়েই এই ভূমিকা পালন করে থাকে।

সামাজিক রাজনৈকিক ভূমিকাঃ

অর্থ বা পারিশ্রমিক ব্যতিরেকে নিঃস্বার্থভাবে কোন এলাকা বা সমাজের মানুষেল কল্যাণার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে যে ভূমিকা পালন করা হয় তা হল সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা। অর্থাৎ সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকাটি হচ্ছে সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা। যেমন- ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ, কোথায় স্কুল হবে বা কোথায় নলকূপ বসবে তার সিদ্ধান্ত প্রদান, বিচার সালিসের বিচারক হওয়া ইত্যাদি।

মোট কথা সমাজের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা হল সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা আর সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা ঐ কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সম্পর্কিত।

সাধারণত পুরুষরা দুই ধরনের ভূমিকা- উৎপাদনমূলক ও সামাজিক (ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক) ভূমিকা বেশী পালন করে থাকে এবং নারীরা তিন ধরনের ভূমিকা- পুনঃউৎপাদনমূলক, উৎপাদনমূলক, সামাজিক (ব্যবস্থাপনা) ভূমিকা পালন করে এবং এই তিনটি ভূমিকার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করে।

Dhaka University Institutional Repository

নারী-পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান ঃ

সাধারণ আমরা 'অবস্থা' (Condition) এবং 'অবস্থান' (Position) এই শব্দ দু'টিকে সম অর্থে প্রয়োগ করলেও এই দু'টি শব্দের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য রয়েছে। 'অবস্থা' হল বস্তুগত 'অবস্থা'-যেমনঃ খাদ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, আয়-উপার্জন ক্ষমতা, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি। অবস্থার উন্নতির অর্থ হল জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। তাই নারীর অবস্থা বলতে বোঝায় নারীর বস্তুগত অবস্থা (যেমন-নারীর পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আয় ও উপার্জন ইত্যাদি) এবং নারীর অবস্থার উন্নয়ন হল নারীর বস্তুগত অবস্থা বা জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। নারীর অবস্থা মূলত বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কিত।

অন্যদিকে 'অবস্থান' হল সরাসরি ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ, সম্পদ, অধিকার, পছন্দ, মর্যাদা ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত। তাই কারো অবস্থার উন্নয়ন ঘটলেও তার অবস্থানের উন্নয়ন নাও ঘটতে পারে। নারীর অবস্থান বলতে চাই বোঝায় নারীর মর্যাদা, নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমতা, অধিকার ইত্যাদি অর্জন। সে জন্য দেখা যায় নারীর অবস্থার উন্নতি অর্থাৎ নারীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হলেও নারীর অবস্থানের কোন উন্নতি ঘটেনি। কেননা একজন স্বচ্ছল পরিবারের নারীর অবস্থা বা জীবনযাত্রার মান তুলনামূলকভাবে অনেক ভালো হলেও, তার অবস্থান কিন্তু সমাজের অন্যান্য সাধারণ নারীর মতই অধঃস্তন হতে পারে। আবার একজন শ্রমজীবি গরীব নারীর অবস্থা বা জীবনযাত্রার মান অনেক নীচু হলেও তার অবস্থান একজন উচ্চবিত্ত নারীর চাইতেও উন্নত হতে পারে।

ক্ষমতায়ন ঃ

১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে ক্ষমতায়ন (Empowerment) শব্দটি একটি জনপ্রিয় পরিভাষা হয়ে উঠে এবং তা কল্যাণ, উন্নয়ন, অংশগ্রহণ, দারিদ্র বিমোচনের মত শব্দগুলির স্থলাভিষিক্ত হয়। ক্ষমতায়ন উন্নয়নের একটি গুরুত্বপুর্ণ উপাদান, একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা মানুষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং বাধা-বিপত্তি, প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়। বিশেষত ক্ষমতায়ন হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ এবং প্রভাবিত করার অধিকার, সক্ষমতা ও সুযোগ অর্জন। এর জন্য দরকার জ্ঞান, আত্মসম্মান এবং আত্মবিশ্বাস। অন্য কথায় ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায়-

- বস্তুগত সম্পদ- যার মধ্যে রয়েছেঃ
  স্থানিক- যেমন জমি, জলাশয় ও বনভূমি ইত্যাদি।
  মানব সম্পদ- যেমন মানবদেহ এবং
  আর্থিক সম্পদ- যেমন অর্থ;
- বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ- যেমন জ্ঞান, তথ্য এবং ধারণা ইত্যাদি;
- আদর্শিক সম্পদ-যেমন একটি নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক পরিবেশে মানুষ যে উপলব্ধি করে এবং সক্রিয় হয়;

Dhaka University Institutional Repository

এই তিন ধরনের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাই হলো ক্ষমতায়ন। ক্ষমতায়ন সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা অর্পণ করে। ক্ষমতায়ন তাই একই সঙ্গে একটি প্রক্রিয়া ও সেই প্রক্রিয়ার ফল।

এখানে উল্লেখ্য যে ক্ষমতায়ন এবং আত্মনির্ভরশীলতা বা স্বনির্ভরতা (Self Reliance) প্রায়শই একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও এদের মধ্যে মৌলিক তফাৎ রয়েছে। আত্মনির্ভরশীলতার অর্থ বিরাজমান সামাজিক কাঠামোর মধ্যে নিজস্ব উদ্যোগে তাদের নিজেদের উন্নয়ন সাধনে মানুষের সক্ষমতা অর্জন। এখানে ধরে নেয়া হয় যে সমাজে কাঠামোগত অসমতা বা বৈষম্য নয়, মানুষের বর্তমান সক্ষমতা বা প্রচেষ্টার ঘাটতি থেকেই অনুন্নয়ন সমস্যা উদ্ভুত হয়। কিন্তু ক্ষমতায়ন হল ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উভয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রেই ক্ষমতা অর্জন করা। তাই বিদ্যমান ক্ষমতা-সম্পর্ককে প্রশ্নের সম্মুখীন করা এবং ক্ষমতা উৎসের উপর অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ অর্জনের প্রক্রিয়াকে সাধারণত ক্ষমতায়ন বলে আখ্যায়িত করা হয়।

নারীর ক্ষমতায়ন ঃ

বিশ্বব্যাপী নারী ও পুরুষের মধ্যেকার বিরাজমান বৈষ্যম্যের ক্ষেত্রে প্রধানত দু'টি বিষয় কাজ করছে।

- প্রথমত নারী ও পুরুষের মধ্যে ভিন্নতা;
- দৈনন্দিন কাজ ও ভূমিকার ক্ষেত্রে;
- দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে;
- অবকাশ ও বিনোদনের ক্ষেত্রে;
- দ্বিতীয়ত পুরুষের তুলনায় নারীর সীমিত অধিকার;
- সম্পদের ক্ষেত্রে- যেমন জমি, অর্থ, ঋণ, প্রশিক্ষণ, জ্ঞান ও তথ্য, কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে;
- পছন্দের ক্ষেত্রে- যেমন জীবন ও জীবিকা নির্ধারণ, বিয়ে ও সন্তান ধারণ এবং লালন-পালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে- যেমন মতামত প্রদান ও নীতি নিধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে;
- যে প্রক্রিয়া এই সকল ক্ষেত্রে অসমতা ও বৈষম্য দূর করে নারীকে পুরুষের সমক্ষকতায় সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তা-ই হল নারীর ক্ষমতায়ন। এই ক্ষমতায়নের লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতার উৎস ও কাঠামোর পরিবর্তন।

নারী ক্ষমতায়ন কাঠামো

সমতার স্তর	সমতা বৃদ্ধি	ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি
নিয়ন্ত্রণ	↑	↑
অংশগ্রহণ		
সচেতনতা		
সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি		
অধিকার কল্যাণ		

Dhaka University Institutional Repository

নারীর ক্ষমতায়ন শুধু নারীর ইস্যু নয়, একটি সামাজিক বিষয়। কেননা নারীর ক্ষমতায়নের সুফল পুরুষকেও বস্তুগত ও মনস্তাত্ত্বিক মুক্তি প্রদান ও ক্ষমতা অর্পণ করে এবং পুরুষকে প্রথাগত নিপীড়নকারীর ভূমিকা থেকে মুক্ত করে।

মূলধারায় নারী ঃ

নারী পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান বৈষম্য কমানোর জন্য ক্ষমতার অংশীদারিত্ব ও সকল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণের কথা বলা হয়। এই বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে তাই উন্নয়নের মূলধারায় নারী বিষয়টিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে তার কয়েকটি দিক নির্দেশনা নীচে দেওয়া হল:

- রাষ্ট্রীয় মূলনীতি নির্ধারণী সংস্থা ও ব্যবস্থা নারীর বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা;
- নারীদের উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ করা, উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং তার ফলাফল, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সম অংশ প্রাপ্তির জন্য নারীকে সক্ষম করে তোলা;
- উন্নয়ন ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য নারীকে সক্ষম করে তোলা ও তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- নারীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কার্যক্রম গ্রহণের এনজিও, সরকার ও সকল মূলধারার প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রভাবিত করা;
- প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী এবং কাঠামোতে নারী উন্নয়নের বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করা;
- জেন্ডার সম্পর্ক, নারী ও নারীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ উন্নয়ন, উন্নয়ন কর্মসূচী, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন মডেলের অন্তর্ভুক্ত করা;
- সকল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীকে অন্তর্ভূক্ত করা;
- নারীকে যাতে সকল উন্নয়ন কর্মসূচীর সহায়ক, সুফল ভোক্তা হিসেবে দেখা হয় তা নিশ্চিত করা;
- প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগ ও অংশই যেন তাদের কাজে জেন্ডার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে কাজ করে তা নিশ্চিত করা;
- প্রতিষ্ঠানের মূলধারার প্রকল্পসমূহ যাতে জেন্ডার সম্পর্ক বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কাজ করে তা নিশ্চিত করা;
- প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারী ও বিভাগের মধ্যে জেন্ডার সম্পর্ক ও সে বিষয়ে সচেতনতা তৈরি ও কর্মকান্ডে এর প্রয়োগ নিশ্চিত করার বিষয়ে দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলা;
- প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকাণ্ডই যেন জেন্ডার সমতা রক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রাখে তা নিশ্চিত করা;

পিতৃতন্ত্র (Patriarchy)ঃ

জনজগৎ (Public world) এবং ব্যক্তি জগৎ (Privete world) উভয়ের উপর পুরুষের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রনকে পিতৃতন্ত্র আখ্যা দেওয়া যায় (Male control of the public and privete worlds constitutes Partriarchy) পিতৃতন্ত্র এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে পুরুষ নারীর উপর প্রভূত্ব করে; নারীর উপর নির্যাতন চালায় এবং নারীকে শোষন করে। (A system of Social Structures and prectices in which men dominate, oppress and exploit women"- Sylvia Walby. Theorising Patriachy)

Dhaka University Institutional Repository

পিতৃতন্ত্রের মূল আদর্শ এই যে "নারী পুরুষের পরে, পুরুষ থেকে এবং পুরুষের জন্য সৃষ্ঠ পুরুষের অধীন একটি নিকৃষ্ঠ জীব" (Women was made often man, of man and for man an inferior being, subject to man" Elizabeth Cady stanton the womens Bible)

পিতৃতন্ত্রের ভিত্তি পুরুষ প্রাধান্য। সমাজের সর্ব ক্ষেত্রে পুরুষ প্রভূত্ব বিস্তার করে রেখেছে এবং নারীকে অধস্তন ভূমিকা পালন করতে বাধ্য করেছে। পিতৃতন্ত্র এমন পরাক্রমশালী যে নারী সকল নির্যাতন মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে সকল নির্যাতন নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে নিয়ে প্রতিবাদ থেকে বিরত থেকেছে। নারীর এই জবরদস্তি মান্যতাকে আপাত: সম্মতি ধরে নিয়ে পুরুষ তার উপর নির্যাতন চালায়।

পিতৃতন্ত্র এমন একটি পরিবেশ সৃষ্ঠি করেছে সেখানে পুরুষসুলভ বৈশিষ্ঠ্যগুলো সদগুন এবং সামাজিক কল্যান, নিয়ন্ত্রন ও উন্নয়নের জন্য উপযোগী বলে গৃহীত হয়েছে এবং নারী সুলভ বৈশিষ্ঠ্যগুলো চারিত্রিক খুঁত, ত্রুটি ও দুর্বলতা এবং সমাজের স্থিতি সংরক্ষণ নিরাপত্তার পরিপন্থী বলে চিহ্নিত হয়েছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে জেন্ডার পার্থক্য সৃষ্ঠি করে এবং পুরুষকে নারীর উপর চারিত্রিক বৈশিষ্ঠে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে পিতৃতন্ত্র ভ্রান্ত বিশ্বাস সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, পুরুষ সমাজের কর্তা এবং নারী পুরুষের অধীন, বশীভূত এই বন্দোবস্ত সমাজের জন্য মঙ্গলকর, কারন এই বন্দোবস্ত প্রাকৃতিক বিধান এবং নারী পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক দ্বারা সুনির্ধারিত।

নারী উন্নয়ন ঃ

প্রচলিত অর্থে আমরা নারী উন্নয়ন বলতে নারীর দারিদ্র্য বিমোচন, নারকে আয় উপার্জনে সক্ষম করে তোলা, নারীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করা ইত্যাদিকেই বুঝি। কিন্তু জেন্ডার প্রেক্ষাপটে নারী উন্নয়নের পরিধি অনেক ব্যাপক। নারী উন্নয়ন অর্থ নিছক নারীর আয় বৃদ্ধি করে তার দারিদ্র্য দূর করা না, সেই সঙ্গে তা নারীর মুক্তি এবং ক্ষমতায়নের বিষয়টিকেও ধারণ করে। জেন্ডারের আলোকে তাই নারী উন্নয়ন হল:

- দারিদ্র্য দূরীকরণে উন্নয়ন (একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া স্বরূপ উন্নয়ন)
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে উন্নয়ন (গণতন্ত্রায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন)
- অসমতা দূরীকরণে উন্নয়ন (ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন)
- আত্মনির্ভরশীলতার লক্ষ্যে উন্নয়ন (জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের জন্য উন্নয়ন)

সমতা ও সাম্যতা ঃ

সমতা (Equality) নারী পুরুষের মধ্যে সম-অধিকার, মর্যাদা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার নীতিকে প্রকাশ করে। সমতা সাধারণত সম-অবস্থা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। আর সাম্যতা (Equity) সাধারণত যে প্রক্রিয়ায় সমতা অর্জিত হয়, তাকেই বোঝান হয়; অর্থাৎ সাম্যতা হল সেই প্রক্রিয়া যা সমাজের অসমতা সৃষ্টিকারী বা বৃদ্ধিকারী দিকগুলির সংশোধন বা বিলোপকারী নীতিমালা প্রয়োগ করে এবং সমতা বৃদ্ধিকারী দিকগুলি ওপর জোর দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

জেন্ডার বিশ্লেষণ ঃ

জেন্ডার বিশ্লেষণ (Gender analysis) জেন্ডার শ্রমবিভাজন, শ্রমের প্রয়োজনীয় উপকরণের ক্ষেত্রে নারীর-পুরুষের সুযোগ ও নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের শ্রমের সম সুফল ভোগ ইত্যাদির উপর দৃষ্টি দেয়। নারী ও পুরুষর উপর উন্নয়নের সুফল বা প্রভাব যে ভিন্ন হয়, সেটাও জেন্ডার বিশ্লেষণে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। এছাড়াও শ্রেণী, বর্ণ, ধর্ম ও গোত্র জাতীয় বা অন্যান্য আর সব বিষয় কিভাবে জেন্ডার বৈষম্যের সঙ্গে সম্পর্কিত তা বিবেচনা করে জেন্ডার বিশ্লেষণ।

জেন্ডার সংবেদনশীল ঃ

জেন্ডার বৈষম্য (হতে পারে নারী কিংবা পুরুষের ক্ষেত্রে) সৃষ্টিকারী আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণগুলি উপলব্ধি ও বিবেচনা করা হল জেন্ডার সংবেদনশীলতা।

জেন্ডার সচেতনতা ঃ

জেন্ডার সচেতনতা (Gender awarences) হল জেন্ডার সংবেদনশীল মনোভাব এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর কেন্দ্রে নারীর চাহিদা ও অগ্রাধিকারকে স্থাপন করার একটি অঙ্গীকার। তাই জেন্ডার সচেতনতা প্রতিফলিত হলে তা যে কোন কর্মসূচী বা প্রকল্পে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী চিহ্নিত এবং তার ফলাফল নির্ধারণ এবং সেই প্রকল্পে বা কর্মসূচীতে নারীর অংশগ্রহণ ও তার সুফল ন্যায্যভাবে বন্টন নিশ্চিত করে।

জেন্ডার পক্ষপাতদুষ্ট ঃ

প্রচলিত সাংস্কৃতিক বিশ্বাস, রীতিনীতি এবং বিদ্যমান বৈষম্যমূলক সমাজ কাঠামোর পক্ষ অবলম্বন করা ও নারীকে অধঃস্তন করার মনোভাব হলো জেন্ডার পক্ষপাতদুষ্ট (Gender bias) ।

জেন্ডার অন্ধত্ব ঃ

জেন্ডার অন্ধত্ব (Gender blind) হল যখন অহেতুক ধারণা করা হয় যে উন্নয়নের সুফল আপনা-আপনি সমভাবে নারী ও পুরুষের মাঝে বন্টিত হবে এবং উভয়ই সমানভাবে লাভবান হবে কিংবা সমান দায়-দায়িত্ব বহন করবে। সমাজে জীবনের কাম্যতা বা পছন্দ অপছন্দ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে জেন্ডার যে একটি নির্ধারণ ভূমিকা করে তা এই দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করে না।

জেন্ডার অনুগত ঃ

জেন্ডার অনুগত (Gender bound) দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ধারণা করা হয় যে সমাজের বর্তমান লিঙ্গ ভিত্তিক শ্রমিবিভাজন ও তার থেকে উদ্ভূত নারীর স্বাভাবিক অধঃস্তনতা হল অপরিবর্তনীয় এবং এটা সর্বজন স্বীকৃত, যৌক্তিক ও বৈধ।

জেন্ডার ডিসএগ্রিগেটেড ডাটা ঃ

সচরাচর আমারা কোন তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাধারণ বা সামষ্টিক দিকের প্রতি গুরুত্ব দেই এবং বিশেষ দিককে উপেক্ষা করি। যেমন দারিদ্র সম্পর্কিত তথ্যের বেলায় আমরা মোট দারিদ্র জনগোষ্ঠীকে

Dhaka University Institutional Repository

পরিমাপ করি। কিন্তু এই মোট দারিদ্রের মধ্যে নারী কতজন তা নিরূপণ করা হয়। তাই জেন্ডার ডিসএগ্রিগেটেড ডাটা (Gender disagregated) বা নারী-পুরুষের বিভাজিত উপাত্ত সাধারণ গড়পরতা হিসেবে না করে নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন চিত্র প্রকাশ করে এবং এর ফলে কোথায় জেন্ডার বৈষম্য তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়। যেমন ডিসএগ্রিগেটেড ডাটা অনুযায়ী "শ্রমশক্তিতে কত ভাগ মানুষের অংশগ্রহণ" এর সাথে সাথে বলতে হবে "শ্রমশক্তিতে নারী সংখ্যা কতজন"। দেশের ৭০ ভাগ মানুষ দারিদ্র কিন্তু এই ৭০ ভাগের কতভাগ নারী, তা ডিসএগ্রিগেটেড ডাটা বা বিভাজিত জেন্ডার উপাত্ত প্রকাশ করে।

জেন্ডার পরিকল্পনা ঃ

জেন্ডার পরিকল্পনার লক্ষ্য হল উন্নয়নের চালিকাশক্তি এবং উপকারভোগী এই উভয় ক্ষেত্রেই পুরুষের সমান বা সমশর্তে নারীকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা। জেন্ডার শ্রমিবিভাগের ফলে সকল সমাজেই নারীদের সম্পদ, ক্ষমতা অর্জন এবং তাদের নিজেদের জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সুযোগ সীমিত। আর এই বাস্তবতাকে পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন জেন্ডার পরিকল্পনা। দেখা যায় প্রচলিত উন্নয়ন ধারার সুফল নারী ও পুরুষের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বন্টিত হয় এবং তাই নারী ও পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় উন্নয়ন কর্মকান্ডে সাড়া দেয়। এর ফলে নারীরা উন্নয়নে অংশগ্রহণকারী ও সুফলভোগী এই উভয় দিক থেকেই বঞ্চিত হয়। কেননা এযাবৎ কাল মূলত পুরুষের অভিজ্ঞতাই উন্নয়ন পরিকল্পনায় ঠাঁই পেয়েছে, নারীরা ছিল অপাঙতেয়।

অধিকতর বাস্তবসম্মত নীতি ঃ

যা জেন্ডার শ্রমবিভাজন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণেরর ধরণ ও ব্যাপ্তি সম্বন্ধে অধিকতর সম্যক ধারণা অর্জন অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে।

অধিকতর কার্যকরী নীতি ঃ

যা নারী-পুরুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের ভিন্নতার প্রতি মনোযোগ স্থাপন করে, যার ফলে একটি সমদর্শী ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে প্রণীত নির্দিষ্ট নীতিমালার সুফল বন্টন সম্ভবত হয়। সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট নারী (ও পুরুষ) গোষ্ঠীর দৃষ্টিকোণ থেকে নীতিমালার মধ্যকার ফাঁক ও দুর্বলতা সনাক্ত করা সম্ভব হয়।

জেন্ডার পরিবীক্ষণ ঃ

জেন্ডার আলোকে প্রণীত একটি প্রকল্প/কর্মসূচী যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না, তার ঘোষিত নীতিমালা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে কি না তা তদারকী করাটাই হল জেন্ডার পরিবীক্ষণ। এ ছাড়াও এই পরিবীক্ষণ বা মনিটরিং এর মাধ্যমে আমরা প্রকল্প / কর্মসূচী বাস্তবায়নকালে কোন ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি ঘটলে তা দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারি। এই জেন্ডার পরিবীক্ষণ বা মনিটরিং এর জন্য প্রয়োজন কতগুলি সুনির্দিষ্ট হাতিয়ার বা নির্দেশক চিহ্নিতকরণ। প্রকল্প / কর্মসূচী বিশেষে এই পরিবীক্ষণের হাতিয়ার বা নির্দেশক ভিন্ন ভিন্ন রকমও হতে পারে। জেন্ডার পরিবীক্ষণ বা মনিটরিং এর সবচেয়ে মৌলিক হাতিয়ার বা নির্দেশক হচ্ছে জেন্ডার ভূমিকা ও জেন্ডার চাহিদা সনাক্তকরণ। অর্থাৎ কোনো উন্নয়ণ প্রকল্প বা কর্মসূচী নারী কর্তৃক পালিত এই তিন ধরনের ভূমিকার (পূনঃউৎপাদনমূলক, উৎপাদনমূলক ও সামাজিক) উপর

Dhaka University Institutional Repository

ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন ধরনের প্রভাব ফেলছে এবং ঐ উন্নয়নের ফলে নারীর কোন ধরনের জেন্ডার চাহিদা (বাস্তবমুখী / কৌশলগত) পূরণ হচ্ছে তা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে মূলত জেন্ডার পরিবীক্ষণ করা হয়।

সাহিত্য সমীক্ষা (Overview of literature) ঃ

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ভিত্তিক গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে প্রাসঙ্গিক এই পত্রের পর্যালোচনা বা সাহিত্য সমীক্ষা। কেননা সমাজ গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন প্রকল্প গঠন, অনুমান নির্ধারণ পদ্ধতি উদ্ভাবন ফলাফল তুলনা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে (Literatur Review) তাত্ত্বিক ভিত্তি ও প্রয়োগিক কৌশল সরবরাহে সম্যক সহায়তা করে। জেন্ডার এর উপর নিম্নোক্ত কাজগুলো হয়েছে।

১। সেলিনা হোসেন এবং ঋতা আফসার সম্পাদিত "জেন্ডার ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন" গ্রন্থে এম.এ. মান্নান তাঁর "মানব উন্নয়ন সূচক এবং লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য : বাংলদেশের পরিপ্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন সূচকের তুলনামূলক আলোচনা করেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য নিয়ে আলোচনা এবং নারী বঞ্চনার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন।

২। "জেন্ডার এবং উন্নয়নঃ নীতিমালা কৌশল এবং অভিজ্ঞতা বিষয়ক বিশেষ সংকলন" ১৯৯৮ গ্রন্থে নিলুফার আহমেদ করিম তাঁর "শিল্পক্ষেত্রে মহিলা জেন্ডার নীতি ও প্রয়োগ শীর্ষক প্রবন্ধে শিল্পক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহন, নারী শ্রমিক ও আন্তর্জাতিক আন্দোলন এবং নারী শ্রমিক ও উদ্যোক্তাদের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন নীতি ও আইন বিশেষন করেন। এছাড়া শিল্প ক্ষেত্রে জেন্ডার নীতির প্রায়োগিক দিক ও তুলে ধরেন।

৩। `The Bangladesh Development Studies' গ্রন্থে Gender Inequlity within Household : The impect of a women's Development Programme in 36 Bangladesh Villages শীর্ষক প্রবন্ধে জেন্ডার অসমতা নিয়ে আলোচনা করেন। এনজিও সংস্থা কিভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে তার বিস্তারিত আলোচনা করেন।

৪। উইমেন ফর উইমেন কর্তৃক প্রকাশিত (মার্চ ১৯৯৫) "নারী ও উন্নয়নঃ প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান গ্রন্থে সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারী বৈষম্যের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরেন। এছাড়া নারী উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার কার্যক্রম ব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন।

৫। মোহাম্মদ মিজানুর রহমান তাঁর "জেন্ডার ইস্যু ও নারীর ক্ষমতায়ন" গ্রন্থে নারী বৈষম্যের কিছু চলচিত্র তুলে ধরেন। এছাড়া জাতি গঠনে নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন।

৬। মাহমুদা ইসলাম তাঁর "নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন" গ্রন্থে নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী মুক্তির পথ নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া নারী মুক্তির কাঠামোগত প্রতিবন্ধক এবং উদারপন্থী সমাধান নিয়ে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৭। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত "নারী উন্নয়ন একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ" গ্রন্থে বাংলাদেশে নারীর অবস্থান তুলে ধরেন এবং নারী উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সুপারিশমালা পেশ করেন।

৮। "Gender and Development : man and Meculinity (An Oxford Journal)" গ্রন্থে Ander Cornwall তাঁর "MAN, Meculinity and gender in Development এবং Sarah C white তাঁর Man Meculinity and the politics of development শীর্ষক প্রবন্ধে জেন্ডার উন্নয়নের বিভিন্ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন।

৯। হাসমত আরা বেগম সম্পাদিত "নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন নির্দেশিকা গ্রন্থে বিশ্বপ্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি এবং নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

১০।Amit Kumar Gupta তাঁর Women and Society The Development Perspective গ্রন্থে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনীতি এবং অর্থনীতিক ক্ষেত্রে নারীর পশ্চাৎপদতা তুলে ধরেন এবং শিক্ষা সংস্কৃতি স্বাস্থ্য রাজনীতি ও অর্থনীতিতে নারী উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

১১।সালমা খান সম্প্রতি তাঁর "বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা" গ্রন্থে একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে নারীদের অবস্থানের চিত্র উপস্থাপন করেন। নারী পুরুষ বৈষম্যের বিভিন্ন উত্তম খুজে বের করেন। এছাড়া নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদের বাস্তবায়নের গুরুত্বের উপর সাক্ষাৎকার গ্রহন ও আলোচনা করেন।

১২।Jaya kothai Pellia তাঁর "Women and Empowerment" গ্রন্থে নারী অধিকার, সামাজিক পরিবর্তন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনা করেন। নারী উন্নয়নের জন্য নতুন নীতি, শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন নিয়ে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন।

১৩।সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত "নারীর ক্ষমতায়ন রাজনীতি ও আন্দোলন" গ্রন্থে জেন্ডার, রাজনীতি ও রাষ্ট্র এবং ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে নারীর অবস্থান বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান করেন। এছাড়া নারী প্রগতির বিভিন্ন দিক এবং বাংলাদেশে নারী আন্দোলন ও নারীর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন।

১৪।Dr. Maswoodar Rahman Prince তাঁর "Women Issue. Continesporary themes contributiny to population development and womens empourment" গ্রন্থে বাংলাদেশে নারীদের অবস্থান সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া নারী উন্নয়ন এবং মানবাধিকার নারী নির্যাতনের বিভিন্ন চালচিত্র তুলে ধরেন।

১৫।Jo Freeman তাঁর "Women: A Feminist Perspective" গ্রন্থে নারী বাদী আইন এবং নীতি নারী ও রাজনীতি এবং শ্রম শক্তিতে নারীদের বিভিন্ন তথ্য চিত্র নিয়ে আলোচনা করেন। বিভিন্ন Informal সংগঠনে নারীদের কাজের পরিবেশ ও তিনি উলেখ করেন।

১৬।Dr. A.K. Enamul Hapue তাঁর "Results of Gender diraqqregted National

Dhaka University Institutional Repository

House hold Survery on publie Exendintuse of Bangladesh" থিসিসে জেন্ডার উপার্জন পেশা, শিক্ষা গৃহস্থলী কাজকর্ম এবং মাইক্রোক্রেডিট নিয়ে আলোচনা করেন।

১৭। Women for Women কর্তৃক প্রকাশিত "Empowerment of women : Nairabe to Beijing" (1985-1995) গ্রন্থে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত নারী বৈষম্য দূরীকরন ও উন্নয়নের জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করেন এবং বাংলাদেশ তা বাস্তবায়নের জন্য সরকার যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

১৮। **Barbara Southard** তার "The Womens Movement and Coloniel politics in Bangladesh" গ্রন্থে বাংলাদেশে নারী আন্দোলনের বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া ভাষা ও শিক্ষা এবং বালিকা শিক্ষার সুযোগ সুবিধার জন্য বিভিন্ন সংগ্রামের বিবরন তুলে ধরেন।

১৯। Bangladesh Freedom Foundation কর্তৃক প্রকাশিতঃ "Women's Bangladesh and Intensitive nad Security (Methods, Discuss and policies)"গ্রন্থে নারী সমাজের বিভিন্ন সমস্যার চিত্র উলেখ্য করা হয়েছে। নারী এবং মরনাস্ত্র নারী এবং নিরাপত্তা এবং যুদ্ধ ও শান্তির ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান বিশ্লেষন করা হয়েছে। এছাড়া শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থানের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

২০। Dr. Saydur Rowshan Qadir তাঁর "Womens leders in Devolopment Organization and Insitutions" গ্রন্থে নারী উন্নয়ন ও বিশ্বায়ন প্রেক্ষাপট বাংলাদেশে নারী স্বার্থ সংশিষ্ঠ বিষয়, নারীদের অবস্থান নারী এবং পরিকল্পনা পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করেন।

২১। Open University Press (Buckunghim, Philaddphia) কর্তৃক প্রকাশিত "Womens, Powered Ressistance (An introduction to women's studies 2001)" গ্রন্থে নারী এবং পরিপন্থি জীবন যাত্রা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া নারী এবং সামাজিক পরিচয় নারী এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং ক্ষমতার সম্পর্কীত কাজের বিবরন তুলে ধরা হয়।

২২। সালমা খান তাঁর "আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও নারীর সমতা" গ্রন্থে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাঠামো ও নারীর সমঅধিকার এবং সিডও সনদের ধারাসমূহের তাৎপর্য বিশ্লেষন করেন। এছাড়া সিডও সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় এনজিও ও সুশীল সমাজের ভূমিকা এবং সিডও সনদে বাংলাদেশের সংরক্ষন নিয়ে আলোচনা করেন।

২৩। সালমা খান কর্তৃক সম্পাদিত "বেইজিং কর্মপরিকল্পনা ও জাতীয় উন্নয়ন নীতি এনজিওর ভূমিকা, নারী ২০১৩" গ্রন্থে ডঃ দীনা সিদ্দিকী- তাঁর বাংলাদেশ লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষিত" শীর্ষক প্রবন্ধে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সাধন সনদ বিশ্লেষন করেন। এছাড়া ২৩ বছরে সিডও ও বাংলাদেশ সম্পর্কীত সাম্প্রতিক তথ্য উপস্থাপন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

২৪।Bangladesh Economic Association (Dacca, March- 1977) কর্তৃক প্রকাশিত "Role of womens in Socio- Economic Development in Bangladesh" গ্রন্থে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে নারীর অবস্থান তুলে ধরেন। এছাড়া শিক্ষা ও উন্নয়ন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের সমসুযোগ লাভের জন্য বিভিন্ন সুপারিশ ও পেশ করেন।

২৫।Womens for women (Researcher and Study group- 1975) কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থে গ্রাম্য মহিলাদের কাজকর্ম বাংলাদেশে নারীদের কাজকর্ম রাজনীতি এবং সাহিত্যে নারীদের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেন।

২৬।ফারজানা সুলতানা তাঁর "বাংলাদেশে নারীর অবস্থান ও শ্রম বাজারের নারীর অংশগ্রহনের ফলে সৃষ্ঠ অভিঘাতের স্বরূপ" এমফিল থিসিসে (ঢাবি) বাংলাদেশে শ্রমজীবী নারীর আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহন পরিপ্রেক্ষিতে যৌক্তিকতা ও বাস্তবতা তুলে ধরেন। এছাড়া নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্বাচন দূরীকরন জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করেন।

২৭।নাজমীন সুলতানা তাঁর "বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহন" এম.ফিল থিসিসে (ঢাবি) ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারায় নারীর অবস্থান নারী আন্দোলন এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীরা কিভাবে অবদান রেখে যাচ্ছে তার বাস্তব চিত্র বর্ণনা করেন।

২৮।নার্গিস রেবা তাঁর "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন" এম.ফিল থিসিসে (ঢাবি) ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার বৈষম্য, জেন্ডার উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অবস্থান তুলে ধরেন।

২৯।রিতা পারভীন তাঁর "বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে মহিলা সংগঠনের ভূমিকা" এম.ফিল থিসিসে (ঢাবি) বাংলাদেশে নারী সমাজের অবস্থান ও মর্যাদা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নারী উন্নয়নে মহিলা পরিষদ যে সকল পদক্ষেপ গ্রহন করেছে তা বিস্তারিত উলেখ করেন।

৩০।জেসমিন আরা বেগম তাঁর "বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব" এম.ফিল থিসিসে (ঢাবি) বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর আগমন স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থান এবং ক্ষমতায়নের শীর্ষ পর্যায়ে নারীর অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেন।

৩১।শিরিন আক্তার মজুমদার তাঁর "নারী উন্নয়নে এসোসিয়েশন ফর সোশাল এ্যাডভান্সমেন্ট (আশা) এর কর্মসূচী" এম.ফিল থিসিসে (ঢাবি) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহন ও অবস্থান নারী উন্নয়নের গুরুত্ব সরকার কর্তৃক নারী উন্নয়ন সম্পর্কীত বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং বাংলাদেশে এনজিও ও আশার কর্মসূচীর পদ্ধতিগত বিশ্লেষন ও মূল্যায়ন করেন।

৩২।ফারহানা রহমান তাঁর "বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহন" এম.ফিল থিসিসে (ঢাবি) নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন এবং নারীর আর্থ সামাজিক অবস্থা এবং রাজনীতিতে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩৩।নাসরীন সুলতানা তাঁর "উন্নয়ন রাজনীতি ও নারী অংশগ্রহন ও অংশীদারিত্ব বাংলাদেশ প্রেক্ষিত" এম.ফিল থিসিসে (ঢাবি) উন্নয়ন ও রাজনীতি লিঙ্গ সমতা টেকসই ধারনার বিকাশ উন্নয়নে নারীর সম্পৃক্ততা নারীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব অংশগ্রহন ও উন্নয়নে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রীয় সুযোগ ও অধিকার বৈষম্য নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া নারী উন্নয়নে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন উদ্যোগের বিবরন প্রদান করেন।

৩৪।Nadira Sultana তাঁর "Domestic violence against women in Bangladesh "এম ফিল থিসিসে (ঢাবি) নারী নির্যাতন নির্যাতনের কারন এবং নারী নির্যাতন রোধে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ পর্যালোচনা করেন।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় সে, এ পর্যন্ত কোন গবেষকই তাদের গবেষণায় "জেন্ডার বৈষম্য: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য দূরীকরন ও উন্নয়নের কৌশল সমূহ" এর উপর আলোকপাত করেননি। এ বিষয়টি সম্পূর্ন নতুন একটি বিষয়।

অধ্যায় পরিকল্পনা (Chapter Planning)ঃ

এ গবেষণা পত্রটি মোট ছয়টি অংশে বিভক্ত করা হবে। নিম্নলিখিতভাবে ছয়টি অধ্যায়রূপে উপস্থাপন করা হবে।

প্রথম অধ্যায় ঃ এ অধ্যায়ে থাকবে প্রারম্ভিক আলোচনা, যার মধ্যে থাকবে সমস্যার বিবৃতি, গবেষণার যুক্তিকতা, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহের সমস্যা, গবেষণার সীমাবদ্ধতা এবং অধ্যায় পরিকল্পনা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ এ অধ্যায়ে থাকবে ধারণাগত কাঠামো যার মধ্যে গবেষণায় প্রভাব বিস্তারকারী স্বাধীন চলক ও পরাধীন চলক সম্পর্কিত আলোচনার মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা হবে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ এ অধ্যায়ে থাকবে গবেষণার ঐতিহাসিক পটভূমি। এতে জেন্ডার ও জেন্ডার বৈষম্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে এবং বৈষম্য দূরীকরণের অতীতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হবে।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ এ অধ্যায়ে আমার গহীত পদ্ধতি অনুসারে আমি প্রশ্নপত্র তৈরী করব এবং তার ভিত্তিতে **"জেন্ডার বৈষম্যঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের কৌশল"** সম্পর্কে বাছাইকৃত জনসমষ্টির কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিভিন্ন সারণী ও চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করব।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ ৪র্থ অধ্যায়ে যে সমস্ত তথ্য বিভিন্ন সারণীয় চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করা হবে সে সমস্ত তথ্যের বিশেষণ করা হবে। যেন তা সহজে সবাই বুঝতে পারে।

ষষ্ট অধ্যায়ঃ- এ অধ্যায়ে গবেষণার পর্যবেক্ষন সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে এবং এর ভিত্তিতে বিভিন্ন সুপারিশ প্রদান করা হবে ও পরিশেষে এ গবেষণার উপসংহারের মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘোষনা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধারণাগত কাঠামো
(Conceptual Framework)

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা:-

এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হলো ধারনাগত কাঠামো তৈরী করা যাতে করে কি কি কারণে জেন্ডার বৈষম্য হচ্ছে সে সম্পর্কে একটি সুষ্ঠু ধারনা পাওয়া যায়, এটি করতে হলে স্বাধীন ও পরাধীন চলকসমূহের মধ্যে একটি সুসম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে যাতে এদের সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি ধারনাগত কাঠামো তৈরী করা যায়।

গবেষণায় ব্যবহৃত চলকসমূহ (Variable of the Research)ঃ

গবেষণা কার্যপরিচালনা করার জন্য গবেষককে কতগুলো চলকের উপর নির্ভর করতে হয়। এই চলকসমূহ কখনও স্বাধীন আবার কখনও বা পরাধীন অর্থাৎ অন্য চলকের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। এদের মধ্যবর্তী আরও এক ধরনের চলক আছে যাকে মধ্যবর্তী চলক বলে অভিহিত করা হয়। গবেষণাকার্য পরিচালনা করার জন্য এই সমস্ত চলক যথাযথ ভাবে চিহ্নিত করা অত্যন্ত জরুরী। কারণ এসমস্ত চলক চিহ্নিত করা এবং তাদের উপর যথাযথ আলোকপাত করার উপর গবেষণার সাফল্য নির্ভর করে।

এরই ধারাবাহিকতায় গবেষণার প্রয়োজনে আমি একে একে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন চলক নির্ধারণ এবং তাদের মধ্যে একটি সাধারণ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছি, যা নিম্নরূপে উপস্থাপন করা হল-

ক) পরাধীন চলক (Dependent Variable):-

যে সমস্ত চলক অন্য কোন চলকের উপর নির্ভরশীল তাদের পরাধীন চলক বলে অভিহিত করা হয়। জেন্ডার বৈষম্যের কারণে নারীরা তাদের অধীকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, নানাভাবে নানা জায়গায় নির্যাতিত হচ্ছে। এ জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে যুগে যুগে নারীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আন্দোলন করেছে, তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে বাংলাদেশেও নারীরা বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন করেছে। এই জেন্ডার বৈষম্যের পিছনে কিছু সুনির্দিষ্ঠ কারণ বিদ্যমান, সেগুলোকে আমরা স্বাধীন চলক বলতে পারি। সুতরাং জেন্ডার বৈষম্য কিছু চলকের উপর নির্ভরশীল, তাই জেন্ডার বৈষম্যকে আমরা পরাধীন চলক বলে চিহ্নিত করতে পারি।

জেন্ডার বৈষম্যঃ

জেন্ডার, শ্রেণী, বর্ণ ও নরগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার অসমতা বৈষম্য আছে। এই বৈষম্য শুরু হয়েছিল নারী ও পুরুষের মধ্যে। জেন্ডার ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন, আদিম শেণী বৈষম্য। কেউ কেউ বলেন, জেন্ডার বৈষম্য থেকে কালক্রমে অন্যান্য শ্রেণী, বর্ণ ও নরগোষ্ঠী বৈষম্যকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে, পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল স্তরে জেন্ডার বৈষম্য বিরাজমান। পরিবারে নারীদের তুলনায় পুরুষদেরকে সুযোগ সুবিধা বেশি প্রদান করা হয়। স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তিতে নারীদের তুলনায় পুরুষদের অধিকার বেশি। সামাজিক জীবনে নারীরা হেয় প্রতিপন্ন। পুরুষ সমাজকে নিয়ন্ত্রন করে। রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য বিরাজমান। রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থায় নারীরা পিছিয়ে এবং পুরুষরা অধিক অগ্রসর। চাকরীর ক্ষেত্রে তথা দেশের অফিস আদালতের সকলস্তরে পুরুষদের প্রাধান্য বেশি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের গৃহশ্রমকে মূল্যায়ন করা হয় না, নারী শ্রমিকের মজুরী কম। রাজনীতির ক্ষেত্রে পুরুষ অগ্রসর

নারীরা অনগ্রসর। অর্থাৎ সমাজের সকল স্তরে নারী পুরুষ সমান অধিকার ভোগ করার পরিবর্তে অসমান বা অসম অধীকার ভোগ করাই জেন্ডার বৈষম্য।

এই জেন্ডার বৈষম্য কিছু স্বাধীন চলকের উপর নির্ভরশীল; যেমন: (১) পিতৃতন্ত্র, (২) সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি, (৩) দারিদ্র, (৪) অর্থনীতি এবং (৫) নারীর ক্ষমতায়ন।

খ) মধ্যবর্তী চলক (Intervening Variable) ঃ

স্বাধীন চলক এবং পরাধীন চলকের মাঝে মধ্যবর্তীচলক নামে আরও একটি চলক থাকে, পরাধীন এবং স্বাধীন চলক সমূহের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন রচনা করে। জেন্ডার বৈষম্যের কারন অপর্যাপ্ত শিক্ষা যা আরো কিছু বিষয়ের সাথে সম্পর্কীত। যাদের আমরা স্বাধীন চলক বলে অভিহিত করে থাকি। সুতরাং শিক্ষাই হলো মধ্যবর্তী চলক।

শিক্ষা ব্যাবস্থা (Educational System):- এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে নারী পশ্চাৎপদতার অন্যতম কারন হলো বাংলাদেশ শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অনগ্রসরতা। কেননা শিক্ষাই মানুষকে ন্যায়, অন্যায়, ভালমন্দ, করনীয় বর্জনীয় এবং অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলে। শিক্ষাই মানুষকে শ্রেয়বোধ, মূল্যবোধ আর জীবনবোধের ধারনায় দীক্ষিত করে। এক কথায় শিক্ষাই মানুষকে বিশ্লেষনমুখী সচেতন করে যা কিনা মানুষকে ক্রমে ক্রমে অনুসন্ধিৎসু, অনুসন্ধানী, আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী করে তুলে।

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করনে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিশেষভাবে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। তাছাড়া ৪র্থ বার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের অধীনস্থ শিক্ষাক্ষেত্রে যে আটটি উদ্দেশ্যের উলেখ রয়েছে তার একটি হল "শিক্ষার সম্ভাব্য প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী সমাজের অধিকতর অংশগ্রহন নিশ্চিত করা" তবুও দেখা যাচ্ছে সাধারন শিক্ষাসহ কারিগরী ও বিশেষ শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহনের হার পুরুষের সাথে তুলনামূলক অনেক কম। সম্প্রতি মাধ্যমিক পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহনের মাত্রা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সরকার উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। নারীদের শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্নমাত্রায় সম্পৃক্ত করার জন্য আর্থিক অবকাঠামোগত সমস্যা দূর করা ছাড়াও নারী শিক্ষার বিষয়টি সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

সুতরাং নারীরা যতই শিক্ষিত হয়ে উঠছে ততোই তাদের অধিকার ফিরে পাচ্ছে এবং বৈষম্য দূরীভূত হচ্ছে তাই জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে এবং এ গবেষণায় স্বাধীন চলক এবং পরাধীন চলকসমূহের মধ্যে সে হিসেবে কাজ করে।

গ) স্বাধীন চলক (Independent Variable):

গবেষণার কাজে যে সমস্ত বিষয় স্বাধীন ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তাদেরকে সাধারণত স্বাধীন চলক বলা হয়। যা নিম্নরূপ:

(১) পিতৃতন্ত্র (Patriachy)ঃ

পিতৃতন্ত্র শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো পিতা অথবা পিতৃতুল্য কোন ব্যক্তিত্ব কর্তৃত্ব, পিতার ক্ষমতা বা নিয়ন্ত্রণ। অবশ্য এখানে 'পিতা' ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত, শুধু জনকরূপে নয়। গোড়াতে পিতৃতন্ত্র বলতে বোঝানে হতো বিশেষ এক পুরুষের আধিপত্যের অধীন পরিবার, যে পরিবারে থাকে নারী এবং

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য কম বয়সী পুরুষ, শিশু, চাকর-বাকর, দাস-দাসী ইত্যাদি আর সবার মাথার ওপর একজন পুরুষ কর্তা। এখন অবশ্য সাধারণভাবে সর্বক্ষেত্রে পুরুষের আধিপত্য এবং নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন রাখার সম্পর্ককে প্রকাশ করা হয় পিতৃতন্ত্র শব্দটি দ্বারা। এই ব্যাপকতর অর্থের দরুন তাই আজ অনেকে পিতৃতন্ত্রকে অভিহিত করেন পুরুষতন্ত্র বলে। পিতৃতন্ত্র তাই বিশেষ ব্যবস্থা যা নারীদের নানা প্রক্রিয়ায় অধীনস্থ করে রাখে। আমাদের চারপাশে দেখা সব ধরনের পুরুষ আধিপত্যই এই ধারণার অন্তর্ভুক্ত।

বিভিন্ন নারীবাদী তাত্ত্বিকরা নানাভাবে এই পিতৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রখ্যাত নারীবাদী মনস্তাত্ত্বিক জুলিয়েট মিচিলের মতে পিতৃতন্ত্র এমন একটি সম্পর্কিত ব্যবস্থা যেখানে নারী পুরুষের হাতে বিনিময়ের দ্রব্য মাত্র। মিচেল মনে করেন, এই ব্যবস্থায় পিতার এক ধরনের প্রতীকী ক্ষমতা থাকে, যে প্রতীকী ক্ষমতাই নারীর হীনম্মন্যতার জন্য দায়ী। অপর নারীবাদী তাত্ত্বিক সিলভিয়া ওয়ালবির ব্যাখ্যায় পিতৃতন্ত্র সামাজিক কাঠামো আর রীতিনীতির এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে নারীকে নিয়ন্ত্রণ এবং শোষণ করে পুরুষ। মূলত পিতৃতন্ত্র এমন একটি মতাদর্শ যা পুরুষকে নারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী বলে মনে করে, নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্যকে অনুমোদন করে এবং নারীকে পুরুষের সম্পত্তি বলে গণ্য করে। যেমন বাংলাদেশ সহ দঃএশিয়ার বিভিন্ন দেশে স্বামী, প্রতি, মালিক ইত্যাদি প্রতিটি শব্দ প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের দ্যোতক। পিতৃতন্ত্রের রূপ বিভিন্ন সমাজে এবং ইতিহাসে বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। এমন কি সমাজের শ্রেণী, ধর্ম, বর্ণ ভেদে নানা রকম হয়। কিন্তু পিতৃতন্ত্রের প্রকাশ ও প্রয়োগগত তারতম্য সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী এর মূল মর্মটি অর্থাৎ নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অপরিবর্তনীয় রয়েছে। দাস, সামন্ত, পুঁজিবাদ সকল সমাজ ব্যবস্থাতেই তাই নানারূপে পিতৃতন্ত্র বহাল থেকেছে।

ব্যবহারিক জীবনে আমরা নানাভাবে পিতৃতন্ত্রের প্রকাশ দেখতে পাই। পুত্র সন্তানের আকাঙ্খা, খাদ্য বন্টনে মেয়েদের প্রতি বৈষম্য, মেয়েদের ওপর কেবল পারিবারিক দায়-দায়িত্বের বোঝা চাপান, মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ প্রদানে অনীহা, নারী নির্যাতন, মেয়েদের পছন্দ অপছন্দ নিয়ন্ত্রণ করা, কর্মক্ষেত্রে সম্মান ও শীলতাহানী, নারীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা, নারীর যৌন অধিকারহীনতা, গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানে নারীর ইচ্ছা অনিচ্ছাকে উপেক্ষা করা ইত্যাদি হলো ব্যবহারিক জীবনে পিতৃতন্ত্রের রূপ।

(২) সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতি (Social system and culture):-

জেন্ডারের শিকড় সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে গ্রথিত। জেন্ডার সমাজে এমন প্যাঠার্ন উৎপন্ন করে যা নারী ও পুরুষের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কের কাঠামো গড়ে তুলে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে নারী ও পুরুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সুবিধাজনক ও অসুবিধাজনক অবস্থান নির্ধারন করে দেয়। পরিচয় হিসেবে জেন্ডার শিক্ষা দিতে হয়, শিখে নিতে হয় অর্থাৎ জেন্ডার সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ নিজের এবং অপরের জেন্ডার দ্বারা চিহ্নিত পরিচয় নিরূপন করে।

সমাজ ব্যবস্থা এমনভাবে সৃষ্ঠ যে নারী গৃহে ঘর গৃহস্থালীর কাজ করবে, পুরুষ অফিসে কলকারখানায় কাজ করবে। নারীর গৃহ কর্মের বিনিময়ে কোনও আর্থিক সুবিধা নেই: পুরুষের অফিস কারখানায় কাজের বিনিময়ে আছে আর্থিক রোজগার। নারী ও পুরুষের মধ্যে এভাবে সমাজের কর্মবিভাজন (Division of labour) সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের সমাজে মহিলারা খুব সহজেই অলৌকিক কাহিনী তথা কল্পনায় বিশ্বাস করে এবং

Dhaka University Institutional Repository

প্রতারিত হয়, নানাবিধ সংস্কারে বিশ্বাস করে এবং প্রচলিত প্রথাকে আবাশ্যিক করনীয় হিসেবে গন্য ও মান্য করে। এছাড়া স্বামীর পায়ের নীচে বেহেশত, মায়ের পায়ের নীচে বেহেশত, স্বামীর উপর স্ত্রীর অধীকার সীমানা এবং স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকারের পরিধি, পর্দা পুশিদা মেনে চলার ক্ষেত্রে মাত্রা নির্ধারিন এমনকি পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে ও নারীদের মধ্যে বহুমাত্রিক বিভ্রান্তি ও গোঁড়ামী রয়েছে যা নারী উন্নয়নের পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

(৩) দারিদ্র (Poverty):-

নারী দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম। দারিদ্রতা যখন ছোবল মারে তখন নারীরাই সবচেয়ে বেশি অসহায় ও দুর্দশায় পতিত হয়। চরম দারিদ্রের কারনে যৌতুকের টাকা দিতে বা পেরে এবং স্বামী কর্তৃক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তিলে তিলে অনেক নারীই জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে। পৃথিবীতে পুরুষের তুলনায় দরিদ্র নারীদের সংখ্যাই বেশি, আবার বাংলাদেশে ও তেমনি দরিদ্র নারীদের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় অনেকগুন বেশি। নারীদের দারিদ্রতা দূর করতে পারলে বৈষম্য অনেকাংশে কমে যাবে।

(৪) অর্থনৈতিক অবস্থান : (Extent of Economy):-

বাংলাদেশের অর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে নারীর অর্থনৈতিক অবস্থান পুরুষের বহু নীচে। এই নিম্নতর অবস্থানের জন্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো ও শতাব্দী লালিত মূল্যবোধ ও বৈষম্যই দায়ী। শ্রমশক্তি হিসেবে নারীর প্রকৃত মূল্যায়ন কখনও হয়নি কেননা নারীর গৃহাভ্যন্তরীণ পারিশ্রমিকহীন অদৃশ্য শ্রম জাতীয় উৎপাদনে কখনও প্রতিফলিত হয়না। এ সকল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ইদানিং নারীর গতানুগতিক অর্থনৈতিক অবস্থান থেকে ধীরে ধীরে হলেও ক্রমশ: উত্তরন ঘটেছে শ্রমশক্তির বিকাশে। সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূলধারায় ক্রমশ অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে এদেশের নারী সমাজ।

১৯৮৫-৮৬ সালে যেখানে কৃষিতে নারীর শ্রমশক্তি ছিল ১৭.৫ মিলিয়ন, ১৯৮৯ সালের লেবার ফোর্স সার্ভেতে সেই শ্রমশক্তি বেড়ে ৩৭ মিলিয়ন এ দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহন ৪৫.৫৭% যদি কৃষি, পশুপালন মৎস সম্পদে নারীর অংশগ্রহনকে মূল্যায়ন করা হয়।

নারী শ্রম ধীরে ধীরে উৎপাদনমুখী শিল্প কারখানায় ও প্রসারিত হচ্ছে। শহরে ও গ্রামে ছোট ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কুঠির শিল্প মেয়েদের অবদান অত্যন্ত উলেখযোগ্য। গার্মেন্টস শিল্পকে ধরলে শ্রমজীবি মানুষের প্রায় ৭০%ই নারী শ্রমিক। তারা বর্তমানে খাদ্য, পানীয়, তামাক, বস্ত্র, চামড়া, কাঠজাতদ্রব্য টেলিফোন শিল্প, সফটওয়্যার শিল্পে শ্রমজীবী হিসেবে নিয়োজিত। এছাড়া বর্তমানে নির্মান কর্মেও নারী শ্রমিকের উপস্থিতি উলেখযোগ্য অবস্থান রাখছে। উপরন্তু কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে অর্থনৈতিক অবকাঠামো, যেমন রাস্তাঘাট, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ কাজে নারী শ্রমিকের প্রাধান্য লক্ষ্যনীয়। সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন চাকরিতেও নারীরা যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে।

(৫) নারীর ক্ষমতায়ন (Women's Empowerment) :-

নারীর ক্ষমতায়ন ঘটবে যখন নারী বস্তুনিষ্ঠ ও মনোজগত উভয় মাত্রা অর্জন করতে পারবে। এ পথে ধারা সমাজ সমাজসৃষ্ঠ জেন্ডার বৈষম্য ও জেন্ডার কর্মবিভর পারিবারিক সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা নারীর মধ্যে নারী সুলভ ক্রটির ধারনা এমন বদ্ধমূল করে দেয় যে, নারী নিজেকে পুরুষের

Dhaka University Institutional Repository

তুলনায় দৈহিক ও মানবিক দিক দিয়ে দুর্বল, কম মেধাসম্পন্ন সামর্থহীন এবং অস্থির চিত্ত ভাবতে শেখে ফলে সে সর্বতোভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল, পুরুষের অধীন হয়ে পড়ে এবং আত্মপ্রত্যয় এবং নিজের সামর্থ্য ও নৈপুন্যে আস্থা হারিয়ে বসে। অপরপক্ষে জেন্ডার কর্মবিভাজন নারীকে ঘরে সন্তান লালন পালন ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মে বিনাশ্রমে আবদ্ধ করে রাখে। ফলে নারীর সম্পদ নেই, সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে যোগ নেই, আইনের আশ্রয় নেই তথ্য মাধ্যমে উপস্থিতি নেই।

নারীর ক্ষমতায়ন ঘটাতে হলে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে। জেন্ডার কর্মবিভাজন আমূল পরিবর্তন করতে হবে। পুরুষসুলভ ও নারী সুলভ বৈশিষ্ঠ্যের জেন্ডার বৈষম্য দূরীভূত করতে হবে যা নারীর মধ্যে নতুনবোধ জাগ্রত করবে যে, নারী পুরুষ উভয়ে মানুষ, উভয়ের অনুরূপ মেধা, মননশীলতা ও স্বাধীনতা আছে, নারী কোন ক্রমেই পুরুষের চেয়ে হেয়, হীন বা খাটো না; সুযোগ ও সুবিধা পেলে একজন নারী অনেক পুরুষকে প্রতিভা সামর্থ ও শক্তিতে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে; সে পিটি উষা হতে পারে : মাদাম কুরি হতে পারে।

আত্মপ্রত্যয়ে উদ্ধুদ্ধ এবং নিজ শক্তি ও সামর্থ্যে বলীয়ান নারী ঘরের চার দেয়ালে আবদ্ধ থাকবে না জেন্ডার শ্রম বিভাজনের অচলায়তন ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবে জনসম্মুখে বহি:অঙ্গনে জনবিশ্বে। পুরুষের পাশাপাশি নারী অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নিজ স্থান প্রতিষ্ঠা করবে। সশস্ত্র বাহিনী থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক কোন কর্ম নারীর জন্য রুদ্ধ থাকবেনা। সে অর্থ উপার্জন করবে ব্যাংক ঋণ নিতে পারবে, ব্যবসা বাণিজ্য করবে সকল অর্থনৈতিক কর্ম তার জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং নারী নিজ সামর্থ ও যোগ্যতা দিয়ে সম্পত্তি আহরণ ও ব্যবহার করবে। নারী তার পুরুষের উপর নির্ভরশীল থাকবেনা।

সকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহন করে নারী সকল বাধাবিপত্তি কাটিয়ে নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা ও পরিবর্তন সাধন করার সামর্থ অর্জন করবেঃ নিজ চাহিদা পুরণ এবং নিজ ইচ্ছা বাস্তবায়নে সক্ষম হবে। নারী হবে ক্ষমতায়ন নারী ও পুরুষ ক্ষমতার বৈষম্য থাকবেনাঃ নারীর উপর পুরুষ প্রাধান্য রচিত হবে। নারীর অধীনতা পাশ ছিন্ন হবে।

নারী ও পুরুষ হবে সমানে সমান, তাদের মধ্যে সম্পর্ক হবে সমতাভিত্তিক ও সুষম ক্ষমতার সমবন্টনের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হবে যেখানে তারা পারস্পরিক সুখ দু:খ ভাগ করে নেবে (Sharing) পরস্পরের মধ্যে থাকবে উষ্ণ আন্তরিকতা (Worth) এবং সমতা ও বৈষম্যহীনতা (equality and equity)।

<u>অনুমিত ধারণা (Hypothesis)</u> ঃ Hypothesis বা অনুমিত ধারণা হচ্ছে এমন এক ধরনের সম্পর্ক নির্দেশক উক্তি যা দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক অনুমোদন করে। অনুমিত ধারণা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অন্যতম হাতিয়ার, যা গবেষণা কর্মের দিক নির্দেশন হিসেবে কাজ করে। তাই গবেষণা সমস্যা নির্বাচনের পরই অনুমিত ধারণা গঠন করতে হয়। অনুমিত ধারণা হলো পরীক্ষণ পূর্ব একটি সমস্যার অস্থায়ী সমাধান যা বাস্তব ফলাফল লাভের জন্য প্রণীত হয় এবং যার ফলাফল সঠিক বা ভূল হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

তাই আমার গবেষণার অনুমিত ধারণা নিম্নরূপ-

"শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অনগ্রসরতাই জেন্ডার বৈষম্য সৃষ্টি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়।"

উপসংহার ঃ

আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল "জেন্ডার বৈষম্যঃ বাংলাদেশে পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের কৌশল সমূহ"। কি কারণে বাংলাদেশে জেন্ডার বৈষম্য বিরাজমান। জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের কৌশল সমূহ খুঁজে বের করা। জেন্ডার বৈষম্যের সকল সমস্যা চিহ্নিত করে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নে কৌশল নির্ধারণের দ্বার উম্মোচন করা।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ঐতিহাসিক পটভূমি
(Historical Backgraund)

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা ঃ

জেন্ডার, শ্রেণী, বর্ণ ও নরগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার অসমতা, বৈষম্য আছে। এই বৈষম্য শুরু হয়েছিল নারী ও পুরুষের মধ্যে। জেন্ডার ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন, আদিম শ্রেণী বৈষম্য। কেউ কেউ বলেন, জেন্ডার বৈষম্য থেকে কালক্রমে অন্যান্য শ্রেণী, বর্ণ ও নরগোষ্ঠী বৈষম্যকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল স্তরে জেন্ডার বৈষম্য বিরাজমান। পরিবারে নারীদের তুলনায় পুরুষদেরকে সুযোগ সুবিধা বেশি প্রদান করা হয়। স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তিতে নারীদের তুলনায় পুরুষদের অধিকার বেশি। সামাজিক জীবনে নারীরা হেয় প্রতিপন্ন। পুরুষ সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য বিরাজমান। রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থায় নারীরা পিছিয়ে এবং পুরুষরা অধিক অগ্রসর। চাকরির ক্ষেত্রে তথা দেশের অফিস আদালতের সকল স্তরে পুরুষদের প্রাধান্য বেশি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের গৃহশ্রমকে মূল্যায়ন করা হয়না, নারী শ্রমিকের মজুরী কম। রাজনীতির ক্ষেত্রে পুরুষ অগ্রসর, নারীরা অনগ্রসর।

জেন্ডার বৈষম্যকে আমরা তিনটি দৃষ্টিকোন থেকে আলোচনা করতে পারি। যথা-

১। আদিম সমাজের জেন্ডার বৈষম্যের স্বরূপ

২। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

৩। বাংলাদেশের জেন্ডার বৈষম্যের স্বরূপ। নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ-

(১) আদিম সমাজের জেন্ডার বৈষম্যের স্বরূপ ঃ আদিম সমাজ ব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক ছিল এবং নারীদের প্রাধান্য ছিল কিন্তু কালক্রমে পুরুষ প্রাধান্য হয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত হয় এবং পুরুষরা পিতৃতান্ত্রিকের আবয়বে নারীদেরকে বিভিন্ন দিক থেকে বঞ্চিত করে রাখত।

মানব সভ্যতার কিন্তু পিতৃতন্ত্রের কোন অস্তিত্ব ছিল না। নারীরাও অধঃস্তন অবস্থার শিকার হয়নি তখনও। নারী-পুরুষের মধ্যকার প্রাকৃতিক ভিন্নতা কোন বৈষমের কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি সেই সময়ে। কিন্তু সমাজ বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্বে পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে এবং এর ফলশ্রুতিতে নারীরা হীণ অবস্থায় পতিত হয়েছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, আদিম সাম্যবাদী সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন বৈষম্য ছিল না। নারী-পুরুষ উভয়েই একত্রে উৎপাদন অর্থাৎ শিকার ও ফলমূল সংগ্রহ করতো। তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা মালিকানা ছিল না, ছিল গোষ্ঠী সম্পত্তি। পরিবার বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। বহুগামী বা অবাধ যৌনমিলন স্বাভাবিক বলে গণ্য হতো এবং সন্তানরা পরিচিত হত মায়ের পরিচয়ে। এই সময়কে অনেকে জননী বিধি, মাতৃতান্ত্রিক বা মাতৃপ্রধান সমাজ রূপে অভিহিত করে থাকেন। পরিবর্তীতে ধাতু ব্যবহার, গবাদি পশু পালন, কৃষির প্রচলন ইত্যাদির ফলে খাদ্য সংগ্রহসহ মানুষের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য শর্তগুলো পূরণ করা সহজতর হয়ে উঠলো। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও সমাজে বাড়তি বা উদ্বৃত্ত সম্পদ সৃষ্টি হলো। ফলে ক্রমশ গোষ্ঠী মালিকানা ভিত্তিক আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যক্তিমালিকানাধীন সমাজে রূপান্তরিত হতে থাকলো এবং এক পর্যায়ে উৎপাদনের উপায় বা ব্যক্তি মালিকানাধীন সমাজে রূপান্তরিত হতে থাকলো এবং এক পর্যায়ে উৎপাদনের উপায় বা হাল হাতিয়ারের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলো। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বৈধ উত্তরাধিকার

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের জন্য এ সময় নারীর বহুগামীতা নিষিদ্ধ হলে। যৌন সম্পর্কের স্থাপনের অধিকার থেকে গেল। নারীরা সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র স্বরূপ পুরুষের অবাধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার থেকে গেল। নারীরা সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র স্বরূপ পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। উদ্ভব ঘটলো ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক পরিবারের যা নারীর অধীনস্থতা সূচিত করেছে। এখানে উলেখ্য যে শিকার ও সংগ্রহের যুগেই সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন ইত্যাদি প্রকৃতি প্রদত্ত বৈশিষ্ট্য নারীর গতিশীলতাকে প্রভাবিত করেছে। প্রজনন ভূমিকা তাকে মাঝে মধ্যে শিকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া থেকে বিরত রেখেছে। এর ফলে হাতিয়ার থেকেছে পুরুষের দখলে। এই হাতিয়ার পুরুষকে এমন এক বৈষয়িক ক্ষমতার অধিকারী করেছে যার ফলে নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য কায়েম করা সহজতর হয়েছে। শিকারী পুরুষ তার হাতিয়ারের বলে সন্তান জন্মদাত্রী ও খাদ্য সংগ্রাহক নারীর ওপর আধিপত্য সহজে কায়েম করতে পেরেছে।

তাই একদিকে নর-নারীর শরীরের প্রাকৃতিক ভিন্নতার কারণে উদ্ভূত শ্রম বিভাগ ও পুরুষের হাতিয়ার মালিক বনে যাওয়া এবং অন্যদিকে পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ইতিহাসের প্রায় আদিকাল থেকে নারীকে পুরুষের অধীনস্থ করে রেখেছে। আর নারী পুরুষের এই হাজার বছরের অসমতাই প্রতিফলিত হয়েছে পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শে। পিতৃতন্ত্র তাই নারী ও পুরুষের এই হাজার বছরের অসমতাই প্রতিফলিত হয়েছে পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শে। পিতৃতন্ত্র তাই নারী ও পুরুষের মধ্যকার সামাজিক সম্পর্কের অভিব্যক্তি। সুদীর্ঘকাল যাবৎ এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও আদর্শ বিদ্যমান থাকায় তা একটা স্বাভাবিক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। একে মানব ইতিহাসের সহজাত বিষয়ে পরিণত করে মহিমান্বিত করা হয়েছে। তাই দেখা যায় পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শ নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়েছে। নারীরাও পুরুষতন্ত্রের ধারক বাহক হয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক কারণে পুরুষের চেয়ে নারীরা হীন, ক্ষমতাহীন, দুর্বল ইত্যাদি ধারণা কেবল পুরুষরাই নয়, নারীরাও নিজেদের সেভাবেই নিজেকে আবিস্কার করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। কেননা, ইতিহাসের আদিকাল থেকে নারীরা সেভাবেই নিজেকে জানতে শিখেছে।

এছাড়াও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সমাজতাত্ত্বিকরা পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মনস্তাত্ত্বিক কারণ রূপে গণ্য করেন। সেটি হলো পুরুষ কর্তৃক স্বীয় প্রজনন বা সন্তান উৎপাদন ক্ষমতার আবিস্কার এবং নারীর শরীরের প্রজননমূলক রূপান্তরের ক্ষেত্রে নারীর নিয়ন্ত্রণহীনতা। একদিকে পশুর প্রজন আচরণের দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পুরুষ সন্তান উৎপানের ক্ষেত্রে তার নির্ধারক ভূমিকাকে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করতে শুরু করে। অন্যদিকে স্বীয় প্রজনন ক্ষমতা বা প্রক্রিয়া সম্পর্কে নারীর অজ্ঞতা বা দুর্বোধ্যতা তাকে নিজ শরীরের কাছে অসহায় করে তোলে। নিজের শরীরকেই নারীর নিজের কাছে মনে হয় তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী কিংবা মনে হয় নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে নারীর নিজের শরীর এমন সব প্রাকৃতিক রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে চলেছে যার ওপর তার নিজের কোন হাত নেই। নারীর এই অসহায় বোধ এবং পুরুষের প্রজনন সক্ষমতার অহং নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য তথা পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবকরূপে কাজ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত পুরুষ প্রাধান্যের সামাজিক ব্যবস্থাই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য যেখানে নারীরা নিয়ন্ত্রিত এবং বৈষম্যের শিকার। পিতৃতন্ত্র তাই-

- পুরুষ প্রাধান্যশীল সমাজ;
- পুরুষরা অধিকতর অধিকার ভোগ করে;
- পুরুষদের প্রতি গুরুত্ব প্রদান;
- পুরুষের স্বাধীনতা বেশি;
- পুরুষের ক্ষমতা বেশী;
- পুরুষরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

যে সমাজ নারীদের চাইতে পুরুষরা বেশি স্বাধীনতা, ক্ষমতা, অধিকার ভোগ করে তাকেই আমরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ রূপে অভিহিত করি, যেখানে পুরুষরাই পারস্পরিক সম্পর্ক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে।

(২) ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সকল সমাজেই পুরুষদের প্রাধান্যই বেশি এবং নারীরা অধিকার বঞ্চিত। আরব সমাজে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হত এবং নারীর কোন মর্যাদাই ছিল না। পৃথিবীর অনেক দেশে নারীদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি তথা ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত করে রাখা হত। হিন্দু সমাজে স্বামীর চিতায় স্ত্রী পুড়ে মৃত্যু বরণ করতে হত। এজন্য জেন্ডার উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

নারীর অদৃশ্য অবদান

জাতীয় আয়, উৎপাদন, শ্রমশক্তি ইত্যাদি অর্থনৈতিক তত্ত্বে নারীর অবদান ও ভূমিকা সম্পর্কে প্রচলিত অর্থনীতি এতদিন ছিল আশ্চর্য জনকভাবে নিরব। অর্থনীতিতে নারীর অবদানের প্রকৃত মূল্যায়ন তাই আজো হয়নি। জেন্ডার বৈষম্যের পরিধি তাই অর্থনীতির ক্ষেত্র পর্যন্তও বিস্তৃত চলতি ধারণায় মূলত পুরুষ বিবেচত হয় শ্রমশক্তি রূপে, যে পরিবারের ভরণ, অত্যাবশ্যকীয় বাকি সব কাজ অর্থাৎ গৃহস্থালী বা সাংসারিক কর্মকান্ডের বোঝা বহন করে সমাজের অর্ধেক অংশ নারীরা, যার কোন অর্থনৈতিক মূল্য নেই বিধায় তা স্বীকৃতিহীন। ঘরের কাজ বা গৃহশ্রমকে তাই জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। উন্নত-অনুন্নত, ধনী-দরিদ্র সকল দেশেই এই চিত্র এখনো দৃশ্যমান।

ক্রমশ বিশ্ব জুড়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিশেষত অর্থনীতিতে নারীর ক্রমবর্ধমান অবদান ও ভূমিকা এই গার্হস্থ্য কর্মকান্ড বা গৃহশ্রমে লুক্কায়িত অর্থনীতি (hidden economy)-কে সামনে নিয়ে এসে দেখিয়েছে যে কি করে জনসংখ্যার বিরাট অংশ এই লুক্কায়িত অর্থনীতির ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। নারীর স্বীকৃতিহীন, মজুরীবিহীন সাংসারিক কাজ কর্ম তাই আজ অন্ধকার গৃহকোণ থেকে বিশ্ব অর্থনীতিতে ঠাঁই পাচ্ছে। ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের সংশোধিত জাতীয় আয়ের পরিমাপ (System of National Account-SNA) সমাজে নারীর অদৃশ্য অবদানের (invisible contribution) বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। এই হিসেব থেকে দেখা যে, পরিবারে তৈরী হয়ে পরিবারেই ভোগ হয় এরকম

Dhaka University Institutional Repository

জিনিসের বাজার দাম অনুযায়ী সারা দুনিয়ায় মোট ১৬ ট্রিলিয়ন (১৬ লক্ষ কোটি) ডলার নারীরা। অন্যভাবে বললে বিশ্বের মোট উৎপাদিত পণ্যের (GDP) ১০-৩৫ শতাংশ উৎপাদিত হয় মেয়েদের গৃহকর্ম থেকে (যার জন্য তারা আলাদা কোন দাম পায় না)। এই হিসেবে বিশ্ব অর্থনীতি থেকে প্রতি বছর ১৬ ট্রিলিয়ন ডলার হারিয়ে যাচ্ছে বা গণনা করা হচ্ছে না। এর মধ্যে রয়েছে নারী-পুরুষের বিনা মজুরীর বা পারিশ্রমিকহীন কাজের মূল্য এবং বিদ্যমান মূল্যে বাজারের নারীর স্বল্প মজুরীর কাজ। যেহেতু এই ১৬ ট্রিলিয়ন ডলারের মধ্যে নারীর অবদান ১১ ট্রিলিয়ন, তাই বিশ্ব অর্থনীতিতে নারীর অদৃশ্য অবদান হলো ১১ ট্রিলিয়ন ডলার। ১৯৯০ সালে জাতিসংঘের এক সমীক্ষায় আরো দেখা যায় যে মেয়েরা সংসারে যে কাজ করে, তার দাম দিতে হলে এবং তা সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করলে সমস্ত পৃথিবীর মোট উৎপাদনের পরিমাণ ২০ থেকে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

দেখা গেছে বিশ্বের প্রতিটি দেশের পুরুষের চাইতে নারীরা বেশি কাজ (মজুরী ও মজুরীহীন) করলেও অর্থনৈতিক প্রাপ্তি নারীর হিস্যা অনেক কম। জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান যথাযথভাবে প্রতিফলিত হলে পুরুষরাই মূলত আয় উপার্জন করে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হতো।

নারীর গৃহকর্মের অবমূল্যায়ন ও স্বীকৃতিহীনতাঃ

অতীতের সভ্যতার উষালগ্নে নারীর গৃহশ্রমকে সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি অবদান স্বরূপ স্বীকৃতি দেয়া হত। মাতৃপ্রধান (Matricarchal) সমাজে পারিবারিক এবং গৃহস্থালী কাজ ছিল নারীর নিয়ন্ত্রণাধীন, যাকে পুরুষের আহরণ ও শিকারের মত সামাজিক শ্রম হিসেবে স্বীকার করা হত। পরবর্তীতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের উদ্ভবের ফলে নারীর এই গৃহশ্রমের সামাজিক স্বীকৃতিটি প্রজনন বা পুনঃউৎপাদন মূলক (Reproductive) পরিমন্ডলে পরিবারের ব্যক্তিগত পরিসেবার মধ্যে বিলীন হয়োয়। ফলে পরিবারে পুরুষের প্রাধান্য সুদৃঢ় হয় এবং নারীর হয় অধ:স্তন অবস্থার শিকার।

নারীর মজুরীবিহীন গৃহশ্রমের দৃষ্টি গ্রাহ্যহীনতা, অবমূল্যায়ন ও স্বীকৃতিহীনতার কতগুলো সুনির্দিষ্ট কারণ আমরা দেখতে পাই। এদের মধ্যে উলেখযোগ্য হলোঃ

- শ্রমকে বিনিময় মূল্য বা অর্থনীতির নিরীখে বিচার করা। অর্থাৎ কাজের বিনিময়ে নগদ মজুরি বা অর্থ উপার্জন করা যায় এমন কর্মকান্ডকেই অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ বা শ্রম বলে অভিহিত করা। এর ফলে মজুরীভিত্তিক (হতে পারে নগদ অর্থ বা কোন দ্রব্যে) শ্রমকে গুণগতভাবে উন্নত এবং মজুরীহীন (unpaid) শ্রমকে নিকৃষ্ট রূপে বিবেচনা করা। আর যেহেতু নারীর গৃহশ্রম পারিশ্রমিকহীন এবং তা সরাসরি উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, তাই এই গৃহশ্রমকে 'শ্রম' হিসেবে আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে এখনো অর্থনীতিবিদরা দ্বিধান্বিত। সে জন্য বিশ্ব জুড়ে নারীর গৃহশ্রম এখনো অর্থনৈতিক ভাবে অবমূল্যায়নের শিকার।

- কাজের অবস্থিতি (Location) ও পরিবেশের দরুন তা অবমূল্যায়িত হয়। দেখা যায় মানুষের গার্হস্থ্য বা পারিবারিক জগৎতার ব্যক্তিগত জীবনের হওয়ায় তা গুরুত্বহীনতায় পর্যবেসিত হয়। তাই দেখা যায় একজন নারী যখনতার নিজ গৃহে তার নিজ সন্তানকে লেখাপড়া শেখান তা 'শ্রম' (Labour) হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকৃতি পাচ্ছে না কিন্তু ঐ কাজ (শিক্ষকতা) ঘরের বাইরে গিয়ে করলে তা জীবিকার উপা (means of livelihood) রূপে স্বীকৃতি লাভ করছে, যার বিনিময় বা আর্থিক মূল্য রয়েছে। সে জন্য কাজের অবস্থিতিশ্রমের 'অর্থনৈতিক' মূল্য নিরূপণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- গৃহশ্রমের সম্পূরক প্রকৃতিটি (supplementary nature) এর অর্থনৈতিক স্বীকৃতি প্রদানে নিরূৎসাহিত করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ একটি পরিবারে পুরুষরা খাদ্য শস্য উৎপাদনের পর তা প্রক্রিয়াজাতকরণের (processing) সম্পুর্ণ কাজটি করে সেই পরিবারের নারীরা। আর নারীর এই কাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জীবন ধারণের অত্যাবশকীয় হলেও তা জাতীয় জনগণনা (census) এবং জরিপের আওতার বাইরেই থেকে যায়।
- আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষিত নারীর গৃহশ্রমের স্বীকৃতিহীনতা ও অবমূল্যায়নের অন্যতম মূল কারণ। কেননা, বিশ্বের সর্বত্রই পুরুষের চাইতে নারীর হীন অবস্থান সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য শিক্ষা, দক্ষতা, সম্পদ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর সুযোগ লাভের অভাব শেষ পর্যণ্ত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্যের সৃষ্টি করে। সে জন্য নারীরা বাধ্যহয় গৃহশ্রমে নিয়োজিত থাকতে। অন্যদিকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ভাবাদর্শ এই গৃহশ্রমকে চিহ্নিত করে নারীর সন্তুষ্ট থাকা উচিত বলে মনে করে। ফলশ্রুতিতে গৃহশ্রম তাই 'মেয়েদের কাজ' বলে নীরব উপেক্ষার শিকার হয়।

গৃহস্থায়ী কর্মকান্ড বা গৃহশ্রমের হিসেবে-নিকেশ ঃ

পারিশ্রমিকবিহীন (unpadid) বা বাজার বহির্ভূত (Non Market) গৃহস্থায়ী কর্মকান্ড বা গৃহশ্রমের হিসেব পরিমাণ করা প্রচেষ্টা মূলত ১০২০-এর দশকে শুরু হয়। এ সময় কতিপয় মার্কিন অর্থনীতিবিদ দেখান যে, ১৯০৯ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয়ে গৃহস্থালী কাজ বা গৃহশ্রমের অংশ ছিল ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ। সেই সময় থেকেই এই মজুরীবিহীন গৃহশ্রম বা গৃহস্থায়ী কর্মকান্ড পরিমাপের বিষয়টি সামনে উঠে আসে। শিল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জাতীয় আয়ের এই পারিশ্রমিকহীন গৃহশ্রম বা বাজার বর্হিভূত অংশটি সম্পর্কে ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে নানান সমীক্ষামূলক উদ্যোগ্রহণ করা হয় ফলে অর্থনীতিতে কম বেশী মূল্যায়িত হতে শুরু করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্টে ১৯২১-৪৭ সালের মধ্যে মজুরীবিহীন গৃহশ্রমের ওপর পরিচালিত বিভিণ্ন সমীক্ষায় গৃহস্থালী কর্মকান্ড বা গৃহশ্রমকে মোট জাতীয় আয়ের ২০-৩০ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যায়ণ করা হয় এবং ১৯৬৬ সালের পরের সমীক্ষাগুলোতে মজুরীবিহীন গৃহশ্রমকে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP)-এর শতাংশ হিসেবে মূল্যায়ন করে তা এই জিএনপির ৩০-৩৮ শতাংশের সমান ধরা হয়। পবর্তীতে ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র ও স্কান্ডিনেভিয়া দেশগুলোতে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণায় নারীর তাদের গৃহশ্রমের মাধ্যমে মোট জাতীয় উৎপাদন বা জিএনপিতে (GNO) কত খানি অবদান রাখছে তা মূল্যায়ন করার চেষ্টা চালানো হয়। এসব ক্ষেত্রে মূলত ব্যবহৃত সময়ের (time use) মাধ্যমে নারীর পারিশ্রমিকহীন গৃহকর্মের পরিমাপ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সময়ের পরিমাপে মজুরীহীন গৃহশ্রম ঃ

দেশ	হিসাব (বার্ষিক)
যুক্তরাষ্ট্র	১,৩০,০০০ মিলিয়ন ঘন্টা
পশ্চিম জার্মানি	৩২,০০০ মিলিয়ন ঘন্টা
ফ্রান্স	৪৪,০০০ মিলিয়ন ঘন্টা
হাংগেরি	৪৯,০০০ মিলিয়ন ঘন্টা
মোট	৩,২৫,০০০ কর্ম দিবস

উন্নত পশ্চিম দেশের গৃহশ্রম নিয়ে বিভিন্ন সমীক্ষায় তাই দেখ গেছে যে, ঘরের কাজের ৮০ শতাংশই করে নারীরা। মজুরীবিহীন মোট গৃহশ্রমের মধ্যে জাপানে ৯০ ভাগ, বৃটেনে ৯ ভাগ, যুক্তরাষ্ট্রে ৬৮ ভাগ, নেদারল্যান্ডে ৭১ ভাগ এবং ডেনমার্কে ৬৬ ভাগই সম্পাদন করে নারীরা। ইতালিতে নারী-পুরুষের চাইতে ২৮%, অষ্ট্রিয়ায় ১২% এবং ফ্রান্সে ১১% বেশি গৃহ শ্রমে নিয়োজিত থাকে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নারীরা সপ্তাহে ৩১-৪২ ঘন্টা মজুরীহীন গৃহশ্রমে নিয়োজিত থাকতে বাধ্য হয়। সাব সাহারান আফ্রিকার নিজেদের ভোগের জন্য উৎপাদিত খাদ্যের ৮০ ভাগ এবং মোট কৃষি উৎপাদনের ৫০ ভাগই করে নারীরা। কেনিয়ার পুরুষের চাইতে নারীরা ১০ গুণ বেশি সময় ব্যয় করে গৃহশ্রমে।

জেন্ডার শ্রম বিভাজন ঃ আফ্রিকা

হালচাষ (নারী-৩০%)				
বীজ বপন/রোপন (নারী-৫০%)				
গবাদী পশু পালন (নারী-৫০%)				
ফসল কাটা (নারী-৬০%)				
আগাছা নিরানো (নারী- ৭০%)				
শস্য প্রক্রিয়াজতকরণ ও মজুত করা (নারী-৮৫%)				
গৃহস্থালী কাজকর্ম (নারী-৯৫%)				

Source: Un Economic Commission for Africa.

Dhaka University Institutional Repository

ভারতেও বালিকারা কমপক্ষে সপ্তাহে ২০ ঘন্টা বেশী কাজ করে থাকে পুরুষের চাইতে। টাইম অব ইন্ডিয়া-র তথ্য মতে একজন ভারতীয় নারী (গড়ে ৬০ বছর বয়েসী) গড়ে সারা জীবনে ৭৩০০০ ঘন্টা বা ৩০৪১ দিন বা ৮.৩৩ বছর রান্না ঘরে কাটায়। এই দেশে গৃহবধূদের গৃহশ্রমের মূল্য নিরুপিত হয়েছে মোট দেশজ উৎপন্ন বা জিডিপি-এর প্রায় ৪৯ শতাংশ। পাকিস্তানের শহুরে গৃহবধূদের গৃহে উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী সে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে ৩৫ শতাংশ যোগ করতে পারে। ফিলিপাইনে গৃহ উৎপাদনকে পারিবারিক আয়ে অন্তর্ভুক্ত করলে মায়েদের অবদান দাঁড়ায় ৪৫.২ শতাংশ। নেপালে পারিবারিক আয়ে নারীর অবদান ৫০ শতাংশ।

লাতিন আমেরিকার কিছু সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, শহুরে এলাকার গৃহকর্মের ব্যবহৃত শ্রমদিবস ৭ থেকে ১৬ ঘন্টা পর্যন্ত হয়ে থাকে। চিলিতে একটি হিসেব মতে গৃহ শ্রমের মূল্য মোট ভৌগলিক উৎপন্নের (Gross Geographical Product) ৩০শতাংশ হতে পারে। ভেনেজুয়েলায় গৃহবধূদের গৃহস্থালী উৎপাদন জাতীয় অর্থনীতিতে অন্তর্ভূক্ত হলে তা ২০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটাতে পারে।

দৈনিক উন্নয়নশীল বিশ্বের নারীরা গড়ে ৯.৭ ঘন্টা খাবার পানি এবং জ্বালানি সংগ্রহ করার জন্য ব্যয় করে। আফ্রিকার মোজাম্বিকে সপ্তাহে ১৫ ঘন্টা আর সেনেগালে ১৭.৫ ঘন্টা মেয়েদের পানীয় জলের সন্ধানে ঘুরতে হয়।

এছাড়াও জাতিসংঘের সমীক্ষায় দেখা গেছে, চাকুরিরত স্ত্রীরা শুধুমাত্র স্বামীর জন্য সপ্তাহে ৮ ঘন্টা বেশি কাজ করেন অথচ স্ত্রী চাকুরী করলে স্বামী সপ্তাহে আট ঘন্টার বেশি কাজ করেন না। ঘর সংসার সামলানোর জন্য চাকুরিরতা স্ত্রীকে সপ্তাহে ত্রিশ ঘন্টা এবং চাকরি না করলে সপ্তাহে চলিশ ঘন্টা সময় ব্যয় করতে হয়।

অনেকেই ভ্রান্ত ধারণার বশে মনে করেন যে বর্তমানে ঘরের কাজে নানা কর্মসহায়ক উপকরণ ও যন্ত্রপাতি (যেমন ওয়াসিং মেশিন, মাইক্রোওভেন, ডিস ক্লিনার ইত্যাদি) বুঝি গৃহশ্রমের পরিমাণ হ্রাস করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে সোভিয়েত ইউনিয়ন (ভূতপূর্ব) পর্যন্ত একাধিক সমীক্ষা দেখিয়েছে যে ১৯২০ সালের তুলনায় ১৯৬০ সালে নারীদের গৃহশ্রমের জন্য ব্যয়কৃত সময় তো কমেই নি বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন ঘরে বৈদ্যুতিক বা গ্যাসের চুলা, ওভেন এলে রান্নার সময় কম লাগলেও সংসারের সদস্যদের নতুন নতুন খাদ্যের বায়নার জন্য নারীদের আরো বেশি ঝক্কি ঝামেলা পোয়াতে হয়। তাই সমস্যা যখন প্রচলিত জেন্ডার শ্রম বিভাগের তখন প্রযুক্তি বা যন্ত্রপাতি তার কোন চূড়ান্ত সমাধান এনে দিতে পারে না।

উলেখ্য যে, ১৯৬৮ সালে জাতিসংঘ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি স্বরূপ জাতীয় হিসাব ব্যবস্থা প্রচলন করে। এই হিসেব ব্যবস্থায় পারিবারিক পরিমন্ডলে পরিচালিত উৎপাদনকে সনাতনী প্রথাভিত্তিক উৎপাদন রূপে গণ্য করে এবং এর অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেয়। জাতিসংঘের জাতীয় হিসাব ব্যবস্থা (SNA) আরো উলেখ করে যে সংসারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক দ্রব্যের উৎপাদনভিত্তিক 'আত্মপোষণশীল' (subsistence) খাত বা অর্থনীতি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে।

Dhaka University Institutional Repository

আত্মপোষণশীল বলতে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রির উৎপাদন ও পরিষেবা প্রদানের বিষয়টিকে বোঝান হয়। অধিকাংশ দেশের পুরুষরা প্রত্যক্ষ আয়-উপার্জমূলক কর্মকান্ডে নারীদের চাইতে অনেক বেশি সময় ব্যয় করে থাকে। কিন্তু আত্মপোষণশীল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং গৃহকর্মে পুরুষের চাইতে নারীরা অনেক বেশি ভূমিকা পালন করে। আত্মপোষণশীল খাতে ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ এবং গার্হস্থ খাতে ৮৪ থেকে ৯৫ শতাংশ অবদান হল নারীর। গড় হিসেবে তাই দেখা যায় যে নারীরা এক নাগাড়ে পুরুষের চাইতে দীর্ঘ সময় কাজ করে থাকেব এবং এ ক্ষেত্রে মোট শ্রমঘন্টার ৫৪ থেকে ৬০ শতাংশ আসে নারীদের সূত্রে।

গৃহশ্রম ঃ জাতীয় প্রেক্ষিত ঃ

বাংলাদেশে এখনো নারীর গ্রার্হস্থ্য কর্মকান্ড মূল্যায়িত হয়নি। নারীর গৃহশ্রম অদৃশ্য, স্বীকৃতিহীন ও পরিমাপবিহীন রয়ে গেছে। গৃহকর্মের এই স্বীকৃতিহীনতা জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ স্বরূপ নারীকে বেকার এবং নিক্রিয় রূপে চিত্রিত করছে। এ কারণে দেরে ১০ থেকে ৬৪ বছর বয়স্ক কর্মক্ষম নারী জনসংখ্যার ৯৫ শতাংশকে 'গৃহবধূ' বা 'ঘরণী' নামে আখ্যায়িত করে তাদের রাষ্ট্রের মোট শ্রমশক্তি থেকে বহিস্কৃত করা হয়েছে। এমনিক ১৯৮৯-৯৫ সময়কালে শ্রমশক্তি জরিপে ১০ বছরের উর্ধ্বে সকল নারীর ৭৭%-কে গৃহবধূ এবং অর্থনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যদিকে গৃহশ্রমের মূল্যায়নের মাধ্যমে জাতীয় আয়ের হিসেবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি দীর্ঘ দিন ধরে স্বীকৃতি লাভ করে জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) প্রভৃতি বৈশ্বিক সংস্থা কর্তৃক উৎসাহিত করা হলেও বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে এখনো পর্যন্ত এ ধরনের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি এখনো বাংলাদেশে জাতীয় আয় নিরূপণের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ প্রস্তাবিত সর্বশেষ সংশোধিত জাতীয় হিসেব পদ্ধতির (SNA '93) বদলে মান্ধাতা আমলের জেন্ডার অসচেতন (Gender blind) পদ্ধতিই অনুসরণ করা হচ্ছে।

১৯৮৩-৮৪ অর্থবছরে বিবিএস সূত্র মতে বাংলাদেশে হাঁস-মুরগী উৎপন্ন হয় ৭৯৩৬৮ হাজার; উৎপাদিত ডিমের সংখ্যা ৩৫৬১২০ হাজার, মোট ছাগল-ভেড়া ১২৬৮ হাজার। এই বিপুল হাঁসা-মুরগী, ছাগল-ভেড়া ইত্যাদি হিসেব সরকারী পরিসংখ্যান স্থান পেলেও এসবের উৎপাদনকারী হিসেবে নারীদের অবদান স্বীকৃত হয়নি।

অপর একটি গবেষণা জরিপে (বিআইডএস ১৯৮১) দেখা গেছে যে জরিপকৃত মোট ২১২৭৬ হাজার জনসংখ্যার মধ্যে ১০ বছর উর্ধ্বে বয়েসী ২১১৩ হাজার জন কুটিরশিল্পে নিয়োজিতের ৩৩%নারী। এছাড়াও এই সমীক্ষায় বিভিন্ন শিল্পে নারীদের অংশগ্রহণের চিত্র অনুযায়ী মোট শ্রমিকের মধ্যে ঘানি শিল্পে ৪২.৫%, ধান ভানা ৫৬%, মাদুর শিল্পে ৬২.৮%, বাঁশ ও বেত শিল্পে ৪৯.০% নারী নিয়োজিত। আবার বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার (বিসিক) এক জরিপে অতি প্রাচীনকাল থেকে ধান ভানার জন্য 'ঢেকি' ব্যাপকভাবে প্রচলিত হলেও তার উলেখ নেই। ফলে মিলে ধান ভানার মূল্য জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হলেও দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশ অর্থাৎ গ্রামীণ নারীরা ঢেঁকিতে ধান ভানার দ্বারা যে মূল্য সংযোজিত করে তা জাতীয় আয়ের বাইরেই থেকে যায়। এক্ষেত্রে নারীরা উৎপাদনশীল শ্রমশক্তিরূপে বিবেচিত হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ নারী শ্রমশক্তির ওপর প্রকাশিত সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে উলিখিত হয়েছে যে, পারিবারিক কাজে সাহায্যকারী হিসেবে নিয়োজিত শ্রমশক্তি হচ্ছে মোট শ্রমশক্তির ৪৫.৮%। এর মধ্যে পুরুষ হচ্ছে ১৯.৮% এবং নারী ৮২.৫%। বিআইডিএস-এর এক গবেষণায় ড. আতিয়ার রহমান দেখিয়েছেন যে, নারীরা সপ্তাহে পুরুষের তুলনায় ২১ ঘন্টায় বেশি সময় কাজ করে থাকে।

কৃষি ও অকৃষি কাজে সাপ্তাহিক ব্যয়িত শ্রমঘন্টা অনুসারে নারী-পুরুষের কাজের তুলনামূলক চিত্র

কর্মঘন্টা	কৃষি	কৃষিবহির্ভূত বা	অকৃষি
সাপ্তাহিক	পুরুষ	নারী	পুরুষ
২০ ঘন্টার নিচে	৪.৩	৭.৮	২.৬
২০-৩০ ঘন্টা	১৭.৪	৩৩.৯	১৮.৭
৪০-৪৯ ঘন্টা	৪২.৪	৩৬.৯	৫৮.৬
৬০ + ঘন্টা	৩৫.০০	২১.৭	১০.১২

এখানে কেবল কৃষি ও অকৃষি কাজে নারীদের ব্যবহৃত শ্রমঘন্টা দেখানো হয়েছে। তাদের গৃহস্থালী উৎপাদনমূলক কর্মকান্ড ও গৃহশ্রমে ব্যয়িত সময় অন্তর্ভুক্ত হলে নারীদের কর্ম সময়ের পরিধি আরো অনেক বিস্তৃত হবে।

৩। বাংলাদেশে জেন্ডার বৈষম্যের স্বরূপঃ

বাংলাদেশে জেন্ডার বৈষম্য বিরাজমান। অতীতে জেন্ডার বৈষম্য ছিল মাত্রাতিরিক্ত কিন্তু বর্তমানে তা ক্রমশ তা কমে আসছে। বাংলাদেশ জেন্ডার বৈষম্য কে কয়েকটি ভাগে ভাগে করে আলোচনা করা যায়। যেমন-

(১) শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য

(২) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

(৩) স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে বৈষম্য

(৪) রাজনৈতিক (ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ) ক্ষেত্রে বৈষম্য

(৫) চাকুরীর ক্ষেত্রে বৈষম্য

(৬) পরিবার ও সমাজের ক্ষেত্রে বৈষম্য।

নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

(১) শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য ঃ

বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য বিরাজমান। অতীতকালে চরম বৈষম্য ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে তা কমে আসতে শুরু করেছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলঃ

Dhaka University Institutional Repository

প্রাপ্ত বয়স্ক সাক্ষরতার হার (১৫ বছরের উর্দ্ধে জনসংখ্যা)

সারনী- ১

বছর	জাতীয়			গ্রাম			শহর		
	উভয়	পুরুষ	মহিলা	উভয়	পুরুষ	মহিলা	উভয়	পুরুষ	মহিলা
১৯৭৪	২৫.৮	৩৭.২	১৩.২-	-	-	-	-	-	-
১৯৮১	২৯.২	৩৯.৭	১৮.৮	২৫.৪	৩৫.৪	১৫.৩	৪৮.১	৫৮.০	৩৪.১
১৯৮৭	৩৩.৮	৪৪.০	২২.৯	২৯.৫	৩৯.৬	১৮.৭	৬১.৫	৭১.৬	৫০.৫
১৯৯০	৩৬.৯	৪৫.৫	২৪.২	৩০.৭	৩৯.৩	২০.৩	৬২.৫	৭০.০	৫০.০
১৯৯১	৩৫.৩	৪৪.৩	২৫.৮	৩০.১	৩৮.৭	২১.৫	৫৪.৪	৬২.৬	৪৪.০
১৯৯২	৩৯.৭	৪৬.৮	২৫.০	৩৩.৭	৪০.২	২৩.১	৬২.৬	৭০.০	৫১.৯
১৯৯৩	৩৯.৭	৪৮.১	৩৩.৯	৩৬.৫	৪১.৬	৩০.৬	৬২.৮	৭০.৮	৫২.১

উৎস ঃ রিপোর্ট অন স্যাম্পল ভাইটাল রেজিষ্ট্রেশন ইন বাংলাদেশ: ১৯৮১-১৯৯৩; বি বি এস।

লিঙ্গ ও স্থান ভিত্তিক তুলনামূলক সাক্ষরতার হার

সারনী- ২

নির্দেশক	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১		১৯৯২
সকল বয়সের ব্যক্তির সাক্ষরতা হার					
২৪.৬	উভয়	১৭.০	২০.২	১৯.৭	২৪.৬
	পুরুষ	২৬.০	২৭.৬	২৫.৮	৩০.২
	নারী	০৮.৬	১২.২	১৩.২	১৯.২
শহর	উভয়	৩৮.৭	৩৭.৭	৩৪.৮	৪৪.৯
	পুরুষ	৪৭.৭	৪৫.৩	৪২.৩	৫১.৩
	নারী	২৬.১	২৭.৯	২৫.৫	৩৮.১
গ্রাম	উভয়	১৬.৫	১৮.৫	১৭.০	২০.৪
	পুরুষ	২৪.৫	২৫.৭	২২.৬	২৬.২
	নারী	০৭.৮	১০.৮	২৫.৫	১৪.১
পাঁচ বছর এবং তার অধিক বয়সের ভ্যাক্তির সাক্ষরতার হার					
বাংলাদেশ	উভয়	২১.৫	২৪.৩	২৩.৮	২৭.৮
	পুরুষ	৩১.৪	৩২.৯	৩১.০	৩৪.৬
	নারী	১০.৭	১৪০.৮	১৬.০	২০.৩
শহর	উভয়	৪৫.৭	৪৪.০	৪০.৭	৫১.২
	পুরুষ	৬৪.৮	৫২.০	৪৮.৬	৫৮.২
	নারী	৩১.৯	৩৩.৩	৩০.৩	৪৩.৬
গ্রাম	উভয়	২০.২	২২.৩	২০.৬	২৪.১
	পুরুষ	২৯.৯	৩০.৮	২৭.৩	৩১.০
	নারী	১৪.৯	১৩.২	১৩.৭	১৬.৭
১৫ বছর এবং তার অধিক বয়সী ব্যাক্তির (প্রাপ্ত বয়স্ক) সাক্ষরতার হার					
ড্বাংলাদেশ	উভয়	-	২৫.৮	২৯.২	৩৩.৮
	পুরুষ	-	৩৭.২	৩৯.৭	৪৪.০
	নারী	-	১৩.২	১৮.০	২২.৯
শহর	উভয়	-	৪৮.১	৪৮.১	৬১.৫
	পুরুষ	-	৬২.৫	৫৮.০	৭১.৫
	নারী	-	৩৩.১	৩৪.১	৫০.৫
গ্রাম	উভয়	-	২৩.৪	২৫.৪	২৯.৫
	পুরুষ	-	৩৪.৬	৩৫.৪	৩৯.৬
	নারী	-	১২.১	১৫.৪	১৮.৭

উৎস ঃ বাংলাদেশ এডুকেশনাল স্ট্যাটিসইটক্স ১৯৯১, ব্যানবেইস।

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে নারী ও পুরুষের শতকরা হার

সারনী- ৩

শিক্ষার বিভিন্ন স্তর	১৯৮১		১৯৮৫		১৯৯১	
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
১ম-৫ম শ্রেণী	৫৮.৯	৭৫.০	৫৬.৭	৭১.৭	৫৩.০	৬৫.৮
৬ষ্ঠ-৯ম শ্রেণী	২৫.৮	১৯.৮	২৫.৪	২১.৪	২৬.৯	২৪.৬
এস.এস.সি এইচ.এস.সি	১২.৪	৪.৫	১৪.৯	৬.১	১৬.০	৮.২
ডিগ্রী এবং উর্ধ্বে	২.৯	০৭	৩.০	০৮	৪০১	১.২
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

উঃস ৎ বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক স্ট্যাটিসইটক্স, ১৯৯২, বি বি এস।

প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিক্ষক- এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (১৯৮১-১৯৯২)

সারনী- ৪

বছর	বিদ্যালয়ের সংখ্যা			শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা			ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (হাজার		
	ছেলে	মেয়ে	মোট	শিক্ষক	শিক্ষিকা	মোট	ছেলে	মেয়ে	মোট
১৯৮১	৪২০৩৪	৪১৩	৪২৪৪৭	১৫৫৮৮২১	১৫৬২৬	১৭৪৪৪৭	৫০৫৯	৩২০১	৮২০৬
১৯৮২	৪২২৭০	৪১৩	৪২৬৮৩	১৫৮৮৩০	১৭০৪১	১৭৫৮৭১	৫২৩৭	৩৪১৯	৮৬৫৬
১৯৮৩	৪২৬৪০	৫৭৯	৪৩২১৯	১৫৮০২৮	২০৫৬১	১৭৮৫৮৯	৫৩৫৮	৩৫৯৭	৮৯৫৫
১৯৮৪	২৪৯৬৬	৪৯৯	৪৩৪৬৫	১৫৯৩৭১	২৩৮০২	১৮৩১৭৩	৫৭২৫	৩৯১৮	৯৬৪৩
১৯৮৫	৪৩২৪৮	৩৪০	৪৩৫৮৮	১৫৯৮৫২	২৩৭৮৬	১৮৩৬৩৮	৬০০২	৪০৮০	১০০৮২
১৯৮৬	৪৩৪১৭	২৯৫	৪৩৭১২	১৫৯৩১৭	২৩৩৫১	১৮৪৬৬৮	৬২০১	৪৫৭৫	১০৭৭৬
১৯৮৭	৪৩৬৬৫	৩২৭	৪৩৯৯২	১৫৮১৮৬	৩০১৮৩	১৮৩৬৬৯	৬৩৭৮	৪৮৮৫	১১২৬৩
১৯৮৮	৪৩৮৩১	৩৭১	৪৪২০২	১৫৬৪৮৪	৩২৭০৭	১৮৯১৯১	৬৭২৯	৫০২৬	১১৭৫৫
১৯৮৯	৪৫০৪৯	২৯০	৪৫৩৩৯	১৫৭৫১৩	৩৫৩০৩	১৯২৮১৬	৬৫৯৭	৫১৭৭	১১৭৪৪
১৯৯০	৪৫৪৮০	৩০৩	৪৫৭৮৩	১৬০১৮৩	৩৯৮৭৩	২০০৫৬	৬৯১২	৫৪৩৩	১২৪৫
১৯৯১	৪৭৫৬১	৫৮৫	৪৮.১৪৬	১৬১৪২৯	৪১৪১৮	২০২৮৪৭	৭১১১	৫৯২৪	১৩০৩৫

উৎসঃ স্ট্যাটিক্যাল ইয়ার বুক ১৯৯২, বি বি এস।

প্রাথমিক বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা ও শতকরা হার (১৯৮৭-১৯৮৯)

সারনী- ৫

বছর	পরীক্ষায় অবর্তর্ণ ছাত্র-চাত্রীর সংখ্যা			বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা								
				চ্যালেন্ট পুল			জেনারেল পুল			সাপিমেন্টারি		
	মোট	ছেলে %	মেয়ে %	মোট	ছেলে %	মেয়ে %	মোট	ছেলে %	মেয়ে %	মোট	ছেলে %	মেয়ে %
১৯৮৭	১৬০২৮৩	৭৪.১৯	২৫.৮১	২৩১৮	৫১.২৫	৪৮.৮১	৯৫.১১	৫২.৫৩	৪৭.৪৭	৯৭	৪.১২	৯৫.৮৮
১৯৮৮	১৬১৪ ২৯	৭৩.২৩	২৬.৭৭	২৩১৮	৫১.৪২	৪৮.৫৮	৯৫৮৯	৫৬	৪৪	১১৫	৪.৭৩	৯৫.২৭
১৯৮৯	১৬৪১ ৪৫	৭৩.২৭	২৬.৭৩	২৩১৮	৫০.৮২	৪৯.১৮	৯৫৫৩	৫৬	৪৪	১৬৯	৪.৭৩	৯৫২৭

উৎসঃ বাংলাদেশ এডুকেশনাল ষ্ট্যাটিসটিকস্ ১৯৯১, ব্যানবেইস।

স্কুলে উপস্থিতির হার, ১৯৯১

সারনী- ৬

বয়স (বছর	শহর		গ্রাম	
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
০৫-০৯	৩৩.৪	২৯.৭	২৩.৪	১৮.৮
১০.১৪	৪৭.৭	৪১.৫	৩৬.১	২৫.৬
১৫-১৯	৩২.৪	২০.৮	২৩.৯	৬.০
২০-২৪	১৮.৩	৬.৫	১০.৪	১.৫

উৎস ৎ স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ারবুক, ১৯৯২, বি বি এস।

বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা

সারনী- ৭

বছর	মাধ্যমিক স্কুলে মেয়েদের ভর্তির শতকরা হার	মাধ্যমিক স্কুলে ছেলেদের ভর্তির শতকরা হার
১৯৮০	২৮.০	৭১.৭
১৯৮১	২৭.০	৭৩.০
১৯৮২	৩১.৮	৬৮.২
১৯৮৩	৩১.৩	৬৮.৭
১৯৮৪	৩১.৩	৬৮.৭
১৯৯০	৩৩.৯	৬৬.১
১৯৯১	৩৩.৯	৬৬.১

উৎস ঃ বাংলাদেশ এডুকেশনাল স্ট্যাস্টিকস্ ১৯৮৬,১৯৯১, ব্যানবেইস।

লিঙ্গ এবং শ্রেণী অনুযায়ী ঝরে পড়ার হার

সারনী- ৮

	মোট		ছেলে		মেয়ে	
	১৯৮৮	১৯৯০	১৯৮৮	১৯৯০	১৯৮৮	১৯৯০
প্রাথমিক পর্যায়						
১ম শ্রেণী	১৯.৩	২৩.৫৫	১৮.১	২৩.৫	২০.৭	২৩.৬
২য় শ্রেণী	১২.০	১৬.৪০	১১.৪	১৭.২	১২.৭	১৫.৬
৩য় শ্রেণী	১৫.৬	২০.২৫	১৫.৯	১৯.৮	১৫.২	২০.৭
৪র্থ শ্রেণী	১৫.৮	১৮.৫৫	১৭.৯	১৮.৩	১২.৩	১৮.৮
৫ম শ্রেণী	১১.০	৯.৭	১০.৮	৯.৩	১১.৩	১০.১
মাধ্যমিক পর্যায়						
৬ষ্ঠ-১০ম	-	৬০.৫		-	৫৭.৬ -	৬৫.৯

উৎস ঃ বাংলাদেশ এডুকেশনাল স্ট্যাটিসটিক্স ১৯৯১, ব্যানবেইস।

মহিলাদের জন্য বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিবরণ (১৯৯০)

সারনী- ৯

শিক্ষার স্তর	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং শতকরা হার					
	মোট		মহিলা		মহিলাদের জন্য প্রতিষ্ঠান (শতকরা হিসাব)	
সন	১৯৮৮	১৯৯০	১৯৮৮	১৯৯০	১৯৮৮	১৯৯০
প্রাথমিক	৪৫.৩৮৩	৪৫.৩১৭	২২৩	২৫৭	০.৪৯	০.৫৬
নিম্নমাধ্যমিক	২২৬৭	২২৬৭	৪১৯	৪১৯	১৮.৪৮	১৮.৪৮
মাধ্যমিক	৭৮৯০	৭৮৯০	৯৮২	৯৮২	১২.৪৫	১২.৪৫
উচ্চ মাধ্যমিক	৩৯০	৩৯০	৩৬	৩৬	১০.০০	১০.০০
ডিগ্রী কলেজ	৪৫৮	৪৫৮	৫২	৫২	১১.৩৫	১১.৩৫
মোট	৫৬.৩৮৮	৫৬.৯২২	১৭১২	১৬৯২	৩.০৪	৩.০৭

উৎসঃ বাংলাদেশ এডুকেশনাল স্ট্রাটিকস্ ১৯৯১, ব্যানবেইস।

Dhaka University Institutional Repository

সন অনুযায়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিক্ষক, শিক্ষিকা ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা এবং শতকরা হার (১৯৭০-১৯৯১)

সারনী- ১০

বছর	মোট বিদ্যালয় সংখ্যা	বালিকা বিদ্যালয় সংখ্যা	বালিকা বিদ্যালয়ের শতকরা হার	মোট শিক্ষিকার সংখ্যা	মোট শিক্ষিকার সংখ্যা	শিক্ষিকার শতকরা হার	মোট ছাত্র ছাত্রীর (হাজারে)	(মোট ছাত্রীর সংখ্যা (হাজারে)	ছাত্রীর শতকরা হার
১৯৭০	৫৩৯২	৬০৫	১১.৭৮	৫১৩৭৩	৫২৫১	১০.২ ২	১৪৬০	২৫৫	১৭.৪৭
১৯৭১	৬১৬২	৬৮৫	১১.১২	৭১৩৩০	৩৬৪৫	৭.১০	১২৬১	২৫৪	২০.১৪
১৯৭২	৬৯৭৬	৮১০	১১.৬১	৬৩৩৩৬	৫৮৪৯	৯.২০	১৫৫১	৩৭৬	২৪.২৫
১৯৭৩	৭৭৯১	৯৩৬	১২.০১	৭৫৩৪	২৮০৫ ৩	১০.৬ ৭	১৮৪১	৪১৮	২৭.০৫
১৯৭৪	৮১৯০	১০৫৩	১২.৮৫	৭৪৯২৪	৫৩৭৬	৭.১৮	১৮২৩	৩১০	২১.৩৯
১৯৭৫	৮৩২৭	১১১০	১৩.৩৩	৭৯৩৪২	৬৮৩২	৮.৬১	১৯৬৪	৪৯২	২৫.০৫
১৯৭৬	৮৭৯৪	১১৩৯	১২.১৫	৮৫৯৫৫	৬৫২৯	৭.৬০	১৯৫৯	৪৫৫	২৩.২৩
১৯৭৭	৮১৪৫	১১৫৯	১২.৯৬	৮৬৫৬৩	৬৪১৪	৭.৪১	১৮৩৩	৪৫০	২৪.৫৫
১৯৭৮	৭৯৪৬	১১০১	১৩.৮৬	৮৭৪০৪	৮৫১১	৯.৭৪	২৩৩৯	৫৯৭	২৫.৫২
১৯৭৯	১৯৮১	১১৫	১৩.৯৭	৮৮৩৫১	৮৭১১	৯.৮৬	২৩৬৯	৬১০	২৫.৭৫
১৯৮০	৮০২০	১১৩০	১৪.০৯	৮৮৮৩৫	৮৯৩৫	১০.০৫	২৪০৫	৬২৭	২৬.০৭
১৯৮১	১ঃ৩০৮	১ঃ৭৭	১ঃ৬১৯	১ঃ২৭	১ঃ৭	১ঃ৬৯	১ঃ১১	১ঃ৭	
১৯৮২	১ঃ৩১৮	১ঃ৭৯	১ঃ৬২৯	১ঃ২৮	১ঃ৭	১ঃ৭০	১ঃ১১	১ঃ৭	
১৯৮৩	১ঃ২৮৬	১ঃ৭৫	১ঃ৭৫৫	১ঃ২৮	১ঃ৭	১ঃ৬৮	১ঃ১০	১ঃ৮	
১৯৮৪	১ঃ২৯০	১ঃ৮৪	-	১ঃ২৭	১ঃ৭	১ঃ৭৫	১ঃ১২	১ঃ৮	
১৯৮৫	১ঃ২৮৭	১ঃ৯৩	-	১ঃ২৮	১ঃ৮	১ঃ৯৩	১ঃ১০	-	
১৯৮৬	১ঃ২৬৬	১ঃ৮৭	-	১ঃ২৬	১ঃ৯	১ঃ৮৭	১ঃ১০	-	
১৯৮৭	১ঃ২৭৪	১ঃ৮৯	-	১ঃ২৪	১ঃ৮	১ঃ৮১	১ঃ১১	-	
১৯৮৮	১ঃ২৮১	১ঃ৯২	-	১ঃ২৪	১ঃ৮	১ঃ৮৪	১ঃ১২	-	
১৯৮৯	১ঃ২৯০	১ঃ৯৭	-	১ঃ২৪	১ঃ৮	১ঃ৮১	১ঃ১২	-	
১৯৯০	১ঃ২৯৯	১ঃ১০২	-	১ঃ২৪	১ঃ৮	১ঃ৮৫	১ঃ১২	-	
১৯৯১	১ঃ২৮৭	১ঃ৯৭	১ঃ১০৭০	১ঃ২৪	১ঃ৮	১ঃ৮২	১ঃ১২	১ঃ১০	

উৎস ৎ এডুকেশন স্ট্যাটিসটিকস অব বাংলাদেশ, ব্যানবেইস।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে সাধারণ কলেজের সংখ্যা ও ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা হার

সারনী- ১১

বছর	সরকারী কলেজের সংখ্যা	কলেজের মোট সংখ্যা ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা হার			
১৯৮১-৮২	-	৫৯৫	১৮.২১	৮১.৭৯	১০০
১৯৮২-৮৩	-	৫৯৫	১৮.৪১	৮১.৫৮	১০০
১৯৮৩-৮৪	-	৬৫৭	১৭.৮৪	৮২.১৬	১০০
১৯৮৪-৮৫	১৪২	৬৮৭	১৮.০০	৮২.০০	১০০
১৯৮৫-৮৬	১৫৪	৭৫৮	১৯.০৪	৮০.৯৫	১০০
১৯৮৬-৮৭	১৮২	৮৩৩	২২.৫৯	৭৭.৪০	১০০
১৯৮৭-৮৮	২০৭	৮৮৬	২৩.৪৯	৭৬.৫০	১০০
১৯৮৮-৮৯	২০৮	৮৮৬	২৪.৯৫	৭৫.০৪	১০০
১৯৯০-৯০	২১০	৮৯৩	২৫.২৫	৭৪.৭৪	১০০
১৯৯০-৯১	২৪৭	৯৯৭	২৭.৮৬	৭২.১৩	১০০

উৎস ঃ স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ারবুক, বাংলাদেশ, ১৯৯২, বি বি এস।

মেডিক্যাল কলেজ ও অন্যান্য মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা

সারনী- ১২

প্রতিষ্ঠানের ধরন ও সংখ্যা	শিক্ষক			ছাত্র		
	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা
সরকারী মেডিক্যাল কলেজ (১০)	৭২৮	৫৭২	১৫৮	৭৯৮৩	৫৬৪২	২৩৪১
বেসরকারী মেজিক্যাল কলেজ (২)	৫৭	৫৭	-	৩৮০	১০১	১৭৯
ডেন্টাল কলেজ (১)	৪১	৩০	১১	৩৩৮	২১২	১২৬
নার্সি কলেজ (১)	১২	১১	১	২৪৬	৫	২৪১
হোমিও প্যাথিক কলেজ (৩৭)	৫৪৫	৫১২	৩৩	১২১০০	১০৫৪০	১৫৬০
আয়ুর্বেদিক কলেজ(৫)	২৯	২৭	২	২৪৯	২৪৯	-
ইউনানী কলেজ (৯)	৫০	৪৮	২	৭১	৭১	-

উৎস ঃ ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ার বুক অব বাংলাদেশ, ১৯৯২, বি বি এস।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষি ও অন্যান্য পেশাভিত্তিক কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-চাত্রী সংখ্যা

সারনী- ১৩

প্রতিষ্ঠানের ধরন ও সংখ্যা	শিক্ষক/শিক্ষিকা			ছাত্র/ছাত্রী		
	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিল
কৃষি কলেজ (৩)	১৩০	১২০	১০	৯৮৫	৯০৭	৭৮
আইন কলেজ (৩২)	২৯৯	২৯৫	৪	১৫৬১৯	১৩৪১২	২২০৭
সঙ্গীত কলেজ (১)	২১	৬	১৫	১৬৭	৭৩	৯৪

উৎস ঃ বাংলাদেশ এডুকেশনাল স্ট্যাটিসটিকস, ১৯৯১. ব্যানবেইস।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে তালিকা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা

সারনী- ১৪

প্রতিষ্ঠানের ধরনস ও সংখ্যা	শিক্ষক/শিক্ষিকা			ছাত্র/ছাত্রী		
	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (১)	৩৫৭	৩৪১	১৬	৪২১০	৩৮২০	৩৯০
বাংলাদেশ কারিগরি প্রতিষ্ঠান (৪)	২২৩	২১৭	৬	২৯৮৬	২৯৯৫	৭১
সরকারী পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠান (১৮)	৭৯৮	৭৭০	২৮	১১৮৪৭	১১২৩০	৬১৭
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (৫১)	৪৬৪	৪৬২	২	৩৪৫৮	৩৩৮৯	৬৯
বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান (৫১)	১১২	১০৮	৪	৩২৩৯	২৭৭৬	৪৬৩
গাস ও সিরামিক প্রতষ্ঠান (১)	৯	৯	-	৮৮	৮৫	৩
লেদার টেকনোলজি কলেজ (১)	২০	২০	-	১৬০	১৫৩	৭
টেক্সটাইল টেকনোলজি কলেক (১)	২৫	২৪	১	২৬৩	২৫১	১২
কারিগরি প্রশিক্ষণ	৩৯৫	৩৮৮	৭	৩৭১০	-	-
গ্রাফিক্স আর্টস প্রতিষ্ঠান (১)	১২	১২	-	৪০	৪০	-

উৎস ঃ বাংলাদেশ এডুকেশনাল স্ট্যাটিসটিকস ১৯৯১, ব্যানবেইস।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং লিঙ্গ ভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষার্থীর শতকরা হার

সারনী- ১৫

বছর	শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা			বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর শতকরা হার		
	পুরুষ	মহিলা	মোট		পুরুষ	মহিলা	মোট
১৯৮১-৮২	-	-	২৪০০	৬	৮১.৪৯	১৮.৫০	১০০
১৯৮২-৮৩	-	-	২৪৮৩	৬	৮২.৪২	১৭.৫৭	১০০
১৯৮৩-৮৪	-	-	২৬২৬	৬	৮১.৩৮	১৮.৬২	১০০
১৯৮৪-৮৫	-	-	২৭০৬	৬	৭৯.৯৫	২০.০৪	১০০
১৯৮৫-৮৬	-	-	২৭৪১	৬	৭৯.৬৩	২০.৩৬	১০০
১৯৮৬-৮৭	-	-	২৭৭৬	৭	৭৯-৭৩	২০.২৬	১০০
১৯৮৭-৮৮	-	-	২৮১৮	৭	৭৮.৪১	২১.৫৮	১০০
১৯৮৮-৮৯	২৫৭২	৩৭৪	২৯৪৬	৭	৭৮.৮৬	২১.১৪	১০০
১৯৮৯-৯০	২৬৯৮	৩৯০	৩০৮৮	৭	৭৭.১৯	২২.৮০	১০০
১৯৯০-৯১	২৭৩৭	৪২১	২১৫৮	৯	৭৭.৩৪	২২.৬৫	১০০

উৎস ঃ ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ারবুক অব বাংলাদেশ ১৯৯২, বি বি এস। এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ ১৯৮০-৮৫। পরিকল্পনা কোষ, শিক্ষামন্ত্রালয়, ১৯৮৬।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (১৯৯০)

সারনী- ১৬

সংখ্যা এবং ইনষ্টিটিউটের ধরন	শিক্ষক/শিক্ষিকা			ছাত্র/ছাত্রী		
	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী
প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (৫৪)	৫০২	৪১১	৯১	৫০১০	২৬৬২	২৩৪৮
শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ (১০)	১৬০	১০৬	৫৪	৩৭৮৬	২৪৪৪	১৩৪২
কারিগরি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (১)	২৫	২৫	-	৯০	৮৪	৬
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইনিষ্টিটিউট (১)	৩২	৩১	১	৪৯	৪৯	-
শারীরিক প্রশিক্ষণ কলেজ (১)	২৯	২৭	২	৪৫৮	৩৬১	৯৭

উৎস ঃ বাংলাদেশ এডুকেশন ষ্ট্যাটিসটিকস ১৯৯১, ব্যানবেইস।

Dhaka University Institutional Repository

মানব উন্নয়নে লিঙ্গ ভিত্তিক অসামঞ্জস্যতা

সারনী- ১৭

	পুরুষ	মহিলা
শিক্ষিতের হার (১৫ বছর)	৪৫.৫	২৪.২
বিদ্যালয়ে ভর্তির হার প্রাথমিক মাধ্যমিক উত্তর	৭৭.৭ ৩২.০ ১২.২	৬১ ১৫.০ ২.৩
ঝরে পড়ার হার প্রাথমিক মাধ্যমিক	৫৮.৩ ৫৭.৬	৫৪.৩ ৬৫.৮
শিক্ষরে হার প্রাথমিক মাধ্যমিক উত্তর	৮০.০ ৮৮.৭ ৮৭.৪	২০.০ ১১.৩ ১২.৬
শিক্ষাখাতে মাসিক ব্যায় মোট পরিমাণ (টাকা) শতকরা হার	২৫.৩ ৬৯.০	১১.৪ ৩১.০

উৎস ঃ বি বি এস। উইমেন এন্ড মেন ইন বাংলাদেশ, ফ্যাক্টস এন্ড ফিগারস, এ্যান্ড ইউনিসেফ (১৯৯২)।
সিচুয়েশন অ্যানলিসিনস অব চিলড্রেন আন্ড উইমেন ইন বাংলাদেশ, ১৯৯২।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল, ১৯৯৩

সারনী- ১৮

বোর্ড		ঢাকা	রাজশাহী	কুমিল্লা	যশোর
মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারী	ছেলে	১৩৫২০৫	৯৭৩৬৮	১০৪৫৯৪	৮৭৬৯৮
	মেয়ে	৮৪২৯৬	৪৭৮৬১	৫৮২৮৩	৪৬৬০৩
	মোট	২১৯৫০১	১৪৫২২৯	১৬২৮৭৭	১৩৪৩০১
	মেয়ে%	৩৮.৪০	৩২.৯৬	৩৫.৭৮	৩৪.৭০
মাধ্যমিক পরীক্ষার পাশ	ছেলে	৮৩৫২২	৬০০৩১	৬৫৩১৮	৫৬৫৮৩
	মেয়ে	৪৬২২২৭	২৮২৫০	৩৫৪৩৭	২৯০৩৪
	মোট	১২৯৭৪৯	৮৮২৮১	১০০৭৫৫	৮৫৬১৭
	মেয়ে%	৩৫.৬৩	৩২.০১	৩৫.১৭	৩৩.৯১
উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারী	ছেলে	৭৪৫৫৯	৪৬০১৮	৫৩৯৬৯	৪২৬৪৩
	মেয়ে	৩৭৮৩৩	১৯৮৭২	২৪২৮৭	১৯০৫০
	মোট	১১২৩৯২	৬৫৮৯০	৭৮২৫৬	৬১৬৯৩
	মেয়ে%	৩৩.৩৬	৩০.১৬	৩১.০৩	৩০.৮৮
উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ	ছেলে	৩৬৮৪৬	২০৬৫৩	২৫১০২	১৭২৭৩
	মেয়ে	২১২১২	৭৮৮৮	১০৮৭২	৭৫৮৩
	মোট	৫৮০৫৮	২৮৫৪১	৩৫৯৭৪	২৪৮৫৬
	মেয়ে%	৩৬.৫৪	২৭.৬৪	৩০.২২	৩০.৫১

উৎস ঃ ব্যানবেইস।

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নশীল বিশ্বের ১০টি অধিক জন অধ্যুষিত দেশের নারী সাক্ষরতার হার

সারনী- ১৯

দশ	১৯৯০ সনে নারী সাক্ষরতার হার
ফিলিপাইন	৯৩
মেক্সিকো	৮৫
ভিয়েতনাম	৮৪
ব্রাজিল	৮১
ইন্দোনেশিয়া	৭৫
চীন	৬৮
নাইজেরিয়া	৪০
ভারত	৩৪
বাংলাদেশ	২২
পাকিস্তান	২১

উৎস ঃ ইউনেস্কো ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ার বুক, ১৯৯৩ পপুলেশন; ইউনাইটেড ন্যাশন অব পপুলেশন ডিভিশন; ওয়ার্ল্ড পপুলেশন প্রস্পেক্টাস, ১৯৯২ রিভিশন, ১৯৯৩।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত ভর্তিও হার (NER) ১৯৯৭-২০০৫

সারনী- ২০

বৎসর	৬-১০ বছরের শিশুদের সংখ্যা			১ম-৫ম শ্রেণীতে প্রকৃত ভর্তি ও ভর্তি হার		
	ছেলে ও মেয়ে উভয়	ছেলে	মেয়ে	ছেলে ও মেয়ে উভয়	ছেলে	মেয়ে
১৯৯৭	১৮,৮৬১,৫৮৩	৯,৬৭৫,৯৯২	৯,১৮৫,৫৯১	১৫,৪৮৬,৩৬০ (৮২.১)	৮,০৩৫,৪১০ (৮৩.০)	৭,৫৬৭,৯০৫ (৮২.৪)
১৯৯৮	১৯,০৭৯,৮৮৮	৯,৭৬০,৫৫০	৯,৩১৯,৩৩৮	১৫,৮৩৬,৩০৭ (৮৩.০)	৮,১৯৬,৪০৮ (৮৩.৯)	৭,৬৭৮,০৯৮ (৮২.৪)
১৯৯৯	১৮,৩০৭,২৬৫	৯,২৯৪,৮২৬	৯,০১২,৪৩৯	১৫,২১৩,৩৩৭ (৮৩.১)	৭,৮০৫,৩১৭ (৮৩.৯)	৭,৫৩০,১১৬ (৮৩.৫)
২০০০	১৮,২৯৬,৩১২	৯,৩৫১,০৬২	৮,৯৪৫,২৫০	১৫,৩৬৮,৯০২ (৮৪.০)	৭,৭৬৫,৫৭২ (৮৩.০)	৭,৬৮২,১৫২ (৮৫.৯)
২০০১	১৮,১১৪,২০১	৯,২৩৬,৪৩২	৮,৮৭৭,৭৬৯	১৫,৩৯৭,০৭১ (৮৫.০)	৭,৬৭০,৩৭৮ (৮৩.০)	৭,৭২৭,৫০২ (৮৭.০)
২০০২	১৮,০৪০,০২৩	৯,১৫৪,৮৪৬	৮,৮৮৫,১৭৭	১৫,৩৩৪,০২০ (৮৫.০)	৭,৬০২,৬২৫ (৮৩.০)	৭,৭৩৩,৯৫০ (৮৭.০)
২০০৩	১৭,৫৯২,২৯২	৯,২২২,০৩০	৮,৩৭০,২৬২	১৬,২৫৫,২৭৮ (৯২.৪)	৮,০০১,৪৯৬ (৮৬.৭)	৮,২৫৯,৭১৭ (৯৮.৭)
২০০৪	১৭,৬৭১,০৮৭	৯,২৩২,৭৪০	৮,৪৩৮,৩৪৭	১৬,২৫৭,৪০০ (৯২.০)	৮,০৯৬,৬৫৫ (৮৭.৭)	৮,১৩০,৫২৫ (৯৬.৩)
২০০৫	১৭,৩১৫,২৯৬	৮,৮৬৮,৮১০	৮,৪৪৬,৪৮৬	১৫.০৯৮.৯৩৮ (৮২.২)	৭,৫০৫,৬৭৪ (৮৪.৬)	৭,৬১০,২৮৪ (৯০.১)

উৎস: DPE,MIS ব্যক্তিগত অনুরোধে প্রাপ্ত. আগষ্ট ০৫,২০০৬।

টীকা : বন্ধনীতে প্রকৃত ভর্তি হার (NERs) উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় মূলধারার বিদ্যালয়সমূহের ফলাফল

সারনী- ২১

বৎসর	অংশগ্রহনকারী		পাশের হার (শতকরা)	
	সংখ্যা	৫ম শ্রেণীর ভর্তিকৃত (শতকরা হিসেবে)	উভয় (ছেলে ও মেয়ে)	মেয়ে
২০০২	৪৫১,০৩৩	২১.৬	৪৪.২	৪১.২
২০০৩	৪৫২,৪১৫	২১.৯	৫১.৯	৪৮.৮
২০০৪	৪৮৭,৪০০	২৩.৫	৫৪.২	৫১.০
২০০৫	৬০৪,৩৫৯	৩১.৬	৬৭.২	৬৫.১

সূত্র : ডিপিই, ঢাকা, ব্যক্তিগত অনুরোধে প্রাপ্ত, আগষ্ট ১৯, ২০০৬।

(২) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য ঃ

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে চরম বৈষম্য বিরাজমান। নারী অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল বলেই বিভিন্ন রকম সামাজিক বৈষম্যের শিকার হচেছ। নারীর গৃহশ্রমকে মূল্যায়ন করা হয় না। অতীতে শিল্পে কোন নারী শ্রমিক ছিল না এবং নারী শ্রমিকদের মজুরী খুবই কম ছিল। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় নারী শ্রমিকরা চাকুরী করে যাচ্ছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলঃ-

(১) শিল্পের শ্রমিক হিসাবে নারীঃ

বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির ১৮% কাজ করে সরকারী ও বেসরকারী শিল্পখাতে (গভঃ ১৯৯৫) নারীদের একটি বড় অংশ পরিবার ভিত্তিক কুটির শিল্পে অবৈতনিক শ্রমিক হিসাবে কাজ করে থাকে । এ ধরণের অবৈতনিক নারী শ্রমিকের হার ৩৪% ও পুরুষ শ্রমিকের হার ১৬%। কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিকায়ন ও নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তনের ফলে নারীর এ ক্ষেত্র থেকে অপসারিত হয় এবং শিল্প ক্ষেত্রে যোগদান করে।

শিল্প খাত নারীদের আয় বৃদ্ধির ও কর্মসংস্থানের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ খাতে ১.৪ মিলিয়ন নারী নিযুক্ত যা মোট শিল্প শ্রমিকের ৩৫% । শহরাঞ্চলে নারীদেরকে নিম্ন আয়ের শিল্প খাত ও শ্রমঘন রপ্তানী শিল্পে অধিক হারে নিযুক্ত হতে দেখা যায়। পোষাক শিল্প ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প অধিক সংখ্যক মহিলা নিয়োগ করে থাকে।

এ ছাড়া নারীর ইলেকট্রনিক্স, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ; পানীয়, এপারেল, হস্তশিল্প ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত আছে। এ ব্যাপারে ধারণা করা হয়ে থাকে যে, এ সমস্ত শিল্প কাজে অংশগ্রহণের জন্য নারীদের সহজাত দক্ষতা রয়েছে। এছাড়াও এ সমস্ত শিল্প খাত সাধারণত অদক্ষ ও স্বল্প মজুরীতে শ্রমিক নিয়োগ করে থাকে। এ সমস্ত শিল্প খাতে নারীদের অংশগ্রহণ অধিক হবার এগুলোই অন্যতম কারণ। সারণী ৩ থেকে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে নারীদের অংশগ্রহণ কৃষি ও সংশিষ্ট প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে অধিক।

যদিও শিল্পখাত এত অধিক সংখ্যক নারীদের নিয়ে নিয়োগ করে থাকে তথাপি তাদেরকে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নূন্যতম মজুরী প্রদান করে না এবং শ্রমনীতি অনুযায়ী কর্ম পরিবেশের সুযোগ সুবিধা প্রদান করে না। অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানে মজুরীর হার অনির্ধারিত। নির্মাণ, পোষাক শিল্প ও অন্যান্য শিল্প খাতে মজুরীর ক্ষেত্রে মহিলারা বৈষম্যের শিকার। লেবার ফোর্স সার্ভে ১৯৯৫ এ দেখা যায় যে, মোট

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমশক্তির ২১.৪% সপ্তাহে ২৫০ টাকার নিম্নে আয় করে এবং ৪৩.৯% শহরভিত্তিক ও ৬১.৬% গ্রামভিত্তিক নারী শ্রমিক সপ্তাহে ২৫০ টাকার নিম্নে আয় করে।

সিচুয়েশন এ্যানালাইসিস অব চিল্ড্রেন এন্ড উইমেন ইন বাংলাদেশ ১৯৯২-এ দেখা যায় নারী-পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই পড়ার বছরও পারিশ্রমিক সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষার বছর বাড়লে নারর পারিশ্রমিক বাড়ে। নারী শিক্ষিত হলে পোষাক শিল্পের তার কদর বেড়ে যায়। উচ্চ মধ্যমিক শিক্ষা অতিক্রমকারী নারীগণ পুরুষের তুলনায় অধিক পারিশ্রমিক পান। উক্ত সমীক্ষায় দেখা যায় যে নারী কর্মে অধিক মনোযোগী বিধায় পোষাক শিল্পের তুলনায় অধিক পারিশ্রমিক পান। উক্ত সমীক্ষায় দেখা যায় যে নারী কর্মে অধিক মনোযোগী বিধায় পোষাক উপরের স্তরে তাদের পারিশ্রমিকের হার পুরুষের তুলনায় অধিক। যার দরুন, তারা সুপারভাইজার পদে অধিক অর্থ উপার্জন করে। এই শিল্পে তাদের প্রাধান্যের অধিক্যহেতু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে তাদের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। অবশ্য প্রশিক্ষণবিহীন অবস্থায় যে সমস্ত নারীর পোষাক শিল্পে যোগদান করে তাদেরকে পুরুষের চেয়ে কম পারিশ্রমিক সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

(২) শিল্প উদ্যোক্তা হিসাবে নারী

তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ বাংলাদেশ বেকারের সংখ্যা অনেক। পুরুষের চেয়ে নারী বেকারের সংখ্যা প্রায় বিশ লাখ বেশী, যদিও বেকারত্বের হার উভয় ক্ষেত্রে সমান (নারী ও উন্নয়ন, ১৯৯৫)। ফলে পুরুষ বা নারী যে কারোর জন্যই কর্মসংস্থান একটি দুরূহ ব্যাপার। তাই দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে আত্মকর্মসংস্থানের সংস্থান বা উদ্যোগী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কর্মসংস্থান বা উদ্যোগ নারীদের অর্থনৈতিক দিন দিয়ে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে, সামাজিক স্বীকৃতি ও পারিবারিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। এপরিস্থিতি ও উপলব্ধি থেকে গ্রাম ও শহরাঞ্চলের অনেক নারী উদ্যোগী হচ্ছেন এবং ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রে তাদের সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছেন। (নিলুফার করিম, ১৯৯৪)

১৯৯৫-৯৫-এর লেবার ফোর্স সার্ভে (বি.বি.এস. ১৯৯৬) অনুযায়ী বাংলাদেশে কর্মসংস্থানে নিয়োজিত নারীর সংখ্যা ২০.৮৩৩ মিলিয়ন। এদের মধ্যে ১.৯৫৩ মিলিয়ন হচ্ছেন আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত, ৩০,০০০ জন মালিক এবং ১৬.১১০ মিলিয়ন অবৈতনিক পারিবারিক সাহায্যকারী। বাকিরা শ্রমিক এবং দিন মজুর। মোট শ্রমশক্তিতে নিয়োজিত নারীদের ৭.৬% হচ্ছেন আত্ম কর্মসংস্থানে নিয়োজিত এবং মালিক ০.১%।

বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী উদ্যোক্তা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রথাগত (ট্রাডিশনাল) শিল্প বা ব্যবসায় এগিয়ে এসেছেন বা আসছেন। যে মাধ্যমটিকে তারা সবচেয়ে বেশী বেছে নিয়েছেন তা হচ্ছে হস্তশিল্প। অপ্রথাগত শিল্প বা ব্যবসায়ে কিছু সংখ্যক নারী অংশগ্রহণ নারী অংশগ্রহণ করলেও তা তেমন উলেখযোগ্য নয়, তবুও আশারদিক হচ্ছে ঢাকা শহরে অপ্রথাগত শিল্প বা ব্যবসায়ে কিছু সংখ্যাক নারী অংশগ্রহণ করলেও তা তেমন উলেখযোগ্য নয়, তবুও আশারদিক হচ্ছে ঢাকা শহরে অপ্রথাগত শিল্প বা ব্যবসায়ে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা বাড়ছে। অপ্রথাগত শিল্পে নারীদের অংশগ্রহণের স্বল্পতার কারণ মূলত কাঁচামাল সংগ্রহ ও পণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যা। (নিলুফার, ১৯৯৫)।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রম ও জনশক্তির সূচক সমূহ

সারনী- ১

বৈশিষ্ট্য	এল.এফ.এস১৯৮৫-৮৬	এল.এফ.এস ১৯৮৯	এল.এফ.এস ১৯৯০
১। মোট অসামরিক শ্রমশক্তি (মিলিয়ন)			
পুরুষ	২৭.৭	২৯.৭	৩১.১
মহিলা	৩.২	২১.০	২০.০
মোট	৩০.৯	৫০.৭	৫১.২
২। সক্রিয় অসামরিক শ্রমশক্তি (মিলিয়ন)			
পুরুষ	২৭.৪	২৯.৪	৩০.৫
মহিলা	৩.১	২০.৭	১৯.৭
মোট	৩০.৫	৫০.১	৫০.২
৩। বেকার জনসংখ্যা (মিলিয়ন)			
পুরুষ	০.৩	০.৪	০.৬
মহিলা	০.১	০.২	০.৪
মোট	০.৪	০.৬	১.০
৪। অন্যান্য শ্রমশক্তি			
গ্রহকর্ম	২৫.০	২০.১	২১.২
অন্যান্য (সক্রিয় না)	১৩.৪	-	-
শিশু (০-৯ বছর)	৩১.৪	৩৭.৩	৩৬.০
৫। অপরিশোধিত কর্ম হার (শতকরা হার)			
পুরুষ	৫৩.৬	৫৩.১	৫৫.৮
মহিলা	৯.৯	৬১.৬	৫৭.৮
মোট	৪৫.৬	৭১.৬	৭০.৭
৭। বেকারত্বের হার (ছদ্ম বেকারত্ব বাদে)			
পুরুষ	০.৮	১.৩	১.৯
মহিলা	৩.২	১.১	১.৯
মোট	১.১	১.২	১.৯
৮। নারী শ্রমশক্তি (মিলিয়ন)	৩.২	২১.০	২০.১
অসামরিক শ্রমশক্তির শতকরা হার	১০.৪	৪১.৪	৩৯.২

উৎস ঃ ষ্ট্যাটিসটিক্যাল পকেট বুক অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩. বি বি এস।

শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার (বয়স, লিঙ্গ ও আবাস অনুসারে)

সারনী- ২

আবাসভূমি	এল.এফ.এস ১৯৮৫-৮৬		এল.এফ.এস ১৯৮৯	
বাংলাদেশ	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১০-১৪ বছর	৩০.৪	৮.৩	৪০.৩	৩০.৯
১৫-৬৪	৮৯.৯	৯.৬	৯০.৯	৬৮.৮
৬৫+	৭০.৪	১০.৯	৬০.০	৩৩.৩
সকল বয়সের /শহর	৭৬.৯	৯.৪	৮০.৯	৬১.৬
১০-১৪ বছর	২০.৫	১৫.০	২২.২	১১.১
১৫-৬৪ বছর	৮৬.২	১৫.৫	৮৪.৮	৩৩.৩
৬৫+	৫২.৯	৪.১	৫০.০	৩৩.৩
সকল বয়সের/গ্রাম	৭৫.১	১৪.৯	৭৩.৭	২৮.৮
১০-১৪ বছর	৩১.৬	৭.৫	৪৪.২	৩৪.৮
১৫-৬৪ বছর	৯০.৬	৮.৮	৯২.১	৭৫.২
৬৫+	৭২.৫	১১.৬	৬৪.৭	৩৩.৩
সকল বয়সের	৭৭.২	৪৮.৭	৮২.৭	৬৭.৫

উৎস ঃ লেবার ফোর্স সার্ভে ১৯৮৯, বি বি এস।

প্রধান অর্থনৈতিক সেক্টরে কর্মনিযুক্তি (হাজারে)

সারনী- ৩

বছর	লিঙ্গ	মোট	কৃষি	অকৃষি
১৯৮১ (আদমশুমারী)	পুরুষ	২২৪৩০	১৪১৩৯	৮২৯১
	মহিলা	১১৮৮	৩৩৩	৮৫৫
	উভয়	২৩৬১৮	১৪৪৭২	১৯৪৬
১৯৮৯ (এল.এফ.এস)	পুরুষ	২৯৩৮৪	১৮২৫১	১১১৩৫
	মহিলা	২০৭৬১	১৮৭৫৫	২০০৬
	উভয়	২০৭৬১	১৮৭৫৫	১৩১৪১
১৯৯০ (এল.এফ.এস)	পুরুষ	৩০৪৭৫	১৬৮৫৫	১৩৬২০
	মহিলা	১৯৬৮৪	১৭২৯২	২৩৯২
	উভয়	৫০১৫৯	৩৪১৪৭	১৬০১২
১৯৮১ (আদমশুমারি) শতকরা	পুরুষ	১০০.০	৬৩.০	৩৭.০
	মহিলা	১০০.০	২৮.০	৭২.০
	উভয়	১০০.০	৬১.৩	৩৮.৭
১৯৮৯ (এল.এফ.এস)	পুরুষ	১০০.০	৬২.১	৩৭.৯
	মহিলা	১০০.০	৯০.৩	৯.৭
	উভয়	১০০.০	৭৩.৮	
১৯৯০ (এল.এফ.এস) শতকরা	পুরুষ	১০০.০	৫৫.৩	৪৪.৭
	মহিলা	১০০.০	৮৭.৮	১২.২
	উভয়	১০০.০	৬৮.১	৩১.৯

উৎস ঃ ক) আদমশুমারি ১৯৮১, বি বি এস।

•লোবার ফোর্স সার্ভে ১৯৮৯ ও ১৯৯০, বি বি এস।

Dhaka University Institutional Repository

লিঙ্গভিত্তিক শ্রম শক্তির প্রবৃদ্ধির হার (১৯৬১-৮৯)

সারনী- ৪

সারনী	১০	সারনী	১০	সারনী
শ্রমশক্তি (মিলিয়ন)				
১৯৬১	১৬.০	০.৯	২১.৯	৪.১
১৯৭৪	২১.০	০.৯	২১.৯	৪.১
১৯৮১	২৪.৪	১.৫	২৫.৯	৫.৮
১৯৮৩/৮৪ এল.এফ.এস	২৬.০	২.৫	২৮.৫	৮.৮
১৯৮৪/৮৫ এল.এফ.এস	২৬.৮	২.৭	২৯.৫	৯.২
১৯৮৫/৮৬ এল.এফ.এস	২৯.৮	২০.৯	৫০.৭	৪১.২
প্রতিবছর প্রবৃদ্ধির হার (শতকরা)				
১৯৬১-৮১	২.১	২.৬	২.২	-
১৯৮১-৮৬	২.৭	১৭.০	৩.৭	-
১৯৮৬-৮৯	২.৫	১৮৪.০	২১.৪	-

উৎস ঃ বি বি এস, লেবার ফোর্স সার্ভে রিপোর্ট, ১৯৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে শ্রম শক্তির বৈশিষ্ট্য (১৯৬৯-১৯৮৯)

সারনী- ৫

বৈশিষ্ট্য	আদম শুমারি ১৯৬১ মিলিয়ন	আদম শুমারি ১৯৭৪ মিলিয়ন	আদম শুমারি ১৯৮১ মিলিয়ন	এল.এফ. এস ১৯৮৩-৮৪	এল.এফ.এস ১৯৮৪-৮৫	এল.এফ.এস ১৯৮৫-৮৬	এল.এফ.এস ১৯৮৯
জনসংখ্যা	৫০.৮	৭১.৫	৮৭.১	৯৫.২	৯৭.৭	১০১.১	১০৮.১
পুরুষ	২৬.৩	৩৭.১	৪৪.৯	৪৮.৬	৪৯.৮	৫১.৭	৫৫.৯
মহিলা	২৪.৫	৩৪.৪	৪২.২	৪৬.৬	৪৭.৯	৫০.০	৫২.২
বেসামরিক শ্রমশক্তি	১৭.৪	২০.৫	২৫.৯	২৮.৫	২৯.৫	৩০.৯	৫০.৭
পুরুষ	১৪.৮	১৯.৭	২৪.৪	২৬.০	২৬.৮	২৭.৭	২৯.৯
মহিলা	২.৬	০.৯	১.৫	২.৫	২.৭	৩.২	২০.৯
বেকার জনসংখ্যা	০.১	০.৫	০.৬	০.৫	০.৫	০.৪	০.৬
পুরুষ	০.১	০.৫	০.৫	০.৪	০.৪	০.৩	০.৪
মহিলা	০.০	০.০	০.১	০.১	০.১	০.১	০.২
অপরিশোধিত সক্রিয়তার হার	৩৪.৩	২৮.৭	২৮.৮	২৯.৯	৩০.২	৩০.৩	৪৬.৯
পুরুষ	৫৬.৩	৫৩.১	৫২.৭	৫৩.৫	৫৩.৮	৫৩.৬	৫৩.৩
মহিলা	১০.৬	২.৬	৩.৪	৫.৪	৫.৬	৬.৪	৪০.০
পরিশীলিত সক্রিয়তার হার	৫৪.৪	৪৪.৩	৪৩.১	৪৩.৯	৪৩.৯	৪৫.৬	৭৪.৫
পুরুষ	৭৫.৪	৮০.৪	৭৮.২	৭৮.৫	৭৮.২	৮১.৪	৮৫.৩
মহিলা	১৭.২	৪.১	৫.১	৮.০	৪৫.২	৯.৯	৬২.৫
মহিলা শ্রমশক্তি	-	-	১.৫	২.৫	২.৭	৩.২	২০.৯
মোট শ্রমশক্তির শতকরা হার	-	-	৫.৭	৮.৯	৯.০	১০.৪	৪০.০

উৎস ঃ বি বি এস ও এল এফ এস, ১৯৮৩-৮৪, ১৯৮৪-৮৫, ১৯৮৫-৮৬ এবং ১৯৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমশক্তি জরিপে মুখ্যা তথ্য (১৯৮৪-৮৫, ১৯৮৫-৮৬ ও ১৯৮৯)

সারনী- ৬

অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যা (বেসামরিক শ্রমশক্তিক)		লিঙ্গভিত্তিক জনসংখ্যা (মিলিয়ন)			মোট জনসংখ্যার শতকরা হার			জনসংখ্যার শতকরা হার (১০ বছর্বাধক		
		১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৯	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৯	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৯
বাংলাদেশ	মোট	২৯.৫	৩০.৯	৫০.৭	৩০.২	৩০.৪	৪৬.৯	৪৩.৯	৪৪.৪	৭১.৬
	পুরুষ	২৬.৮	২৭.৭	২৯.৭	৫৩.৮	৫৩.৭	৫৩.১	৭৮.১	৭৬.৯	৮০.৯
	মহিলা	২.৭	৩.২	২১.০	৫.৬	৬.৪	৪০.২	৮.২	৯.৪	৬১.৬
শহর	মোট	৪.১	৪.৭	৫.৭	৩২.৮	৩৪.১	৩৬.১	৪৬.৬	৪৯.০	৫২.৩
	পুরুষ	৩.৭	৪.০	৪.২	৫৪.৪	৫৪.১	৫০.৬	৭৬.৫	৭৪.১	৭৩.৩
	মহিলা	০.৪	০.৬	১.৫	৭.০	৯.৪	২০.০	১০.৩	১৪.৩	২৮.৮
গ্রাম	মোট	২৫.৪	২৬.৩	৪৫.১	২৯.৮	৩০.০	৪৮.৯	৪৩.৫	৪৩.৩	৭৫.৩
	পুরুষ	২৩.২	২৩.৭	২৫.৬	৫৪.৬	৫৩.৬	৫৩.৬	৭৯.৫	৭৭.৫	৮২.৬
	মহিলা	২.২	২.৬	১৯.৫	৫.২	৬.০	৫৩.৬	৭.৬	৮.৬	৬৭.৫

উৎস ঃ বি বি এস ও লেবার ফোর্স সার্ভে-১৯৮৯।

বাসস্থান ভেদে পরিশীলিত কর্মহার

সারনী- ৭

	বাংলাদেশ			শহর			গ্রাম		
বছর	মোট	পুরুষ	মহলিা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা
১৯৮৯	৭৪.৭	৮৫.৩	৬৩.৪	৫৩.৮	৭৬.৪	২৯.৪	৭৮.৭	৮৭.৮	৬৯.৬
১৯৮৫-৮৬	৪৬.৫	৮১.৪	৯.৯	৫০.৭	৭৮.১	১৫.৬	৪৫.৮	৮২.০	৯.১
১৯৮৪-৮৫	৪৩.৯	৭৮.২	৮.২	৪৬.৯	৭৪.৩	১২.১	৪৩.৪	৭৮.৮	৭.৭
১৯৮৩-৮৪	৪৩.৯	৭৮.২	৮.০	৪৭.১	৭৪.৩	১২.৩	৪৩.৩	৭৮.৯	৭.৪

উৎস ঃ বি বি এস এবং লেবার ফোর্স সার্ভে, ১৯৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষি শ্রমশক্তিতে নারীর সম্পৃক্ততা (১৯৮৯)

সারনী- ৮

কৃষি সম্পর্কিত কর্মতৎপরতা	প্রাথমিক পেশা	অতিরিক্ত পেশা
কৃষিজ উৎপাদন (প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ত)		
নিজস্ব খামারে কর্মরত	১৭.৮	৪.৮
গৃহের কৃষিকর্মে	৪.৭	৩.১
গরুছাগল পালন	৪.২	১.১
মজুরি ভিত্তিক কৃষিকাজ	১২.৩	৩.১
মৎস্য চাষ	০.৭	-
মোট	৩৯.৬	১২.১
প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পৃক্ততা		
ধান ভানা	৩.০	৩.৩
খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ	০.১	-
মোট	৩.১	৩.৩
মোট সম্পৃক্ততা	৪২.৬	১৫.৪
খামার বহির্ভূত কর্মসংস্থান	১১.৮	৫.৬
মোট শ্রমশক্তির সম্পৃক্ততার হার	৫৪.৪	২১.০

উৎস ঃ বাংলাদেশ ষ্ট্র্যাটেজিস ফর এনহ্যান্সিং দ্যা রোল অব উইমেন ইন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, ওয়াশিংটন ডি.সি, জুলাই, ১৯৯০।

সার্কভূক্ত দেশসমূহে লিঙ্গভিত্তিক অপরিশোধিত সক্রিয়তার হার

সারনী- ৯

দেশ	বছর	মোট	পুরুষ	মহিলা
বাংলাদেশ	১৯৮৯ (১৯৮৫-৮৬)	৪৬.৯ (৩০.৪)	৫৩.১ (৫৩.৬)	৪০.২ (৬.৫)
পাকিস্তান	১৯৯০-৯১	২৮.৮	৪৯.৪	৬.৮
ভারত	১৯৮১	৩৬.৮	৫২.৭	১৯.৮
শ্রীলঙ্কা	১৯৯০	৪৩.২	৫৪.২	৩২.১
মালদ্বীপ	১৯৯০	২৬.৫	৪১.৩	১০.৮

উৎস ঃ বি বি এস, লেবার ফোর্স সার্ভে রিপোর্ট, ১৯৯২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠান ও কর্মে নিযুক্ত ব্যাক্তির সংখ্যাসহ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও কর্মসংস্থানের শ্রেণীবিন্যাস

সারনী- ১০

প্রধান কর্মকান্ড ও প্রতিষ্ঠান	অফিসের সংখ্যা	কর্মে নিযুক্ত ব্যাকিতর সংখ্যা		
		মোট	পুরুষ	মহিলা
(ক) মো	২,১৬৮,৭৭৮	৭,২০৭,৪৩৭	৬,৩৫৩,১৩৪	৮৫৪,৩০৩
স্থায়ী ঠিকানা	১,৫৬১৯৩০	৫,৩৬১,১৮২	৪,৯৬৮,৩৫৩	৩৯২,৮২৯
অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান	৬৪২,২৪৯	৮২,৯৩০	৮১,৮০৬	১,১২৪
গৃহস্থলি ভিত্তিক	৫৪২,৫৯৯	১,৭৬৩.৩২৫	১,৩০২.৯৭৫	৪৬০,৩৫০
(খ) উৎপাদন	৫৩১,৪২১	৩,০৯৩,৭৩৬	২,৪৪৯,৫৫৩	৬৪৪,১৮৩
স্থায়ী প্রতিষ্ঠান	১৬৫,৬১৩	১,৭৩২,১৬৪	১,৪৯৬,৩১৮	২৩৫,৮৪৬
অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান	৪৬৬	১,১১৯	১,১০৪	১৫
গৃহস্থলি ভিত্তিক	৩৬৫,৩৪২	১,৩৩৬,৪৫৩	৯৫২,১৩১	৪০৮,৩২২
(গ) পাইকারী ও খুচরা ক্রয়/বিক্রয় ব্যবসাঃ রেস্তরা ও হোটেল	১,০৫১,৯৫৪	২,৩৭৭,৫৪২	২,২৯১,০৭৯	৪৫,২৭৯
স্থায়ী প্রতিষ্ঠান	৮৫৮,২৬৫	১,৯৮৯,৩৫৮	১,৯৪৪,০৭৯	৪৫,২৭৯
অস্থায়ী ঠিকানা	৫৯,০৫৩	৭৫,৯৪৫	৭৪,৯২৮	১,০৯৭
গৃহস্থালি ভিত্তিক	১৩৪,৬৩৬	৩১২,২৩৯	২৭২,৯২৩	৩৯,৩১৬
(ঘ) ফিন্যান্স, ইন্স্যুরেন্স, রিয়াল এষ্টেট ও বিজনেস সার্ভিসেস	৫৯,০১১	২৮৯,৫১১	২৭৫,৭৪২	১৩,৭৬৯
স্থায়ী প্রতিষ্ঠান	৫৬.৬৬০	২৮৪.৮৭৮	২৭১৩০৫	১৩.৫৭৩
অস্থায়ী ঠিকানা	৪২০	৪৮২	৪৭৮	৪
গৃহস্থালি ভিত্তিক	১.৯৩১	৪.১৫১	৩.৯৫৯	১৯২
(ঙ) কমিউনিটি সোশ্যাল ও পারসোনাল সার্ভিসেস	৫২৬.৩৯২	১.৪৪৬.৬৪৮	১.৩৩৫.৯৩৯	১১০.৭৩৯
স্থায়ী প্রতিষ্ঠান	৪৮১.৩৯২	১.৩৫৪.৭৮২	১.২৫৬.৬৫১	৯৮.১৩১
অস্থায়ী ঠিকানা	৪.৩১০	৫.৩৮৪	৫.২৯৬	৮৮
গৃহস্থালি ভিত্তিক	৪০.৬৯০	৮৬.৪৮২	৭৩.৯৬২	১২.৫২০

উৎস ঃ ন্যাশনাল রিপোর্ট অন সেনসাস অব ননফার্ম ইকোনমিক অ্যাকটিভিটিজ অ্যান্ড ডিসএবলড পারসনস ১৮৬, বি বি এস।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত ব্যক্তির পদমর্যাদা ও কর্মকান্ডে শ্রেণী বিন্যাস

সারনী- ১১

প্রধান কর্মকান্ড	মোট নিয়োজিত সংখ্যা	মালিক অংশীদার	বিনা পারিশ্রমিকে পারিবারিক শ্রমিক	সার্বক্ষনিক শ্রমিক	
(ক)	৭২০.৪৩৭	১.৮৯৬.০৩৪	৮৫৬.১৬৯	৩.৭৭০.৫৯৮	৬৮৪.৬৩৬
পুরুষ	৬.৩৫৩.১৩৪	১.৭৯৭.৫৩০	৬০৯.৩১৭	৩৩৮.০.০৮০	৫৬৬.২০৭
মহিলা	৮৫৪.৩০৩	৯৮.৫০৪	২৪৬.৮৫২	৩৯০.৫১৮	১১৮.৪২৯
(খ) উৎপাদন	৩.০৯৩.৭৩৬	৫৭৮.৭২২	৪৫১.৪১৯	১.৭৩৩.০০৫	৩৩০.৫৯০
পুরুষ	২.৪৪৯.৫৫৩	৫০৬.১৯৪	২৪৭.৭৪৩	১.৪৫৪.২১৩	২৪১.৪০৩
মহিলা	৮৫.৬১২	১৮.১৮২	৩৩.৬১৯	২১.৭৫৭	১২.০৫৪
(ঘ) বিফন্যাঙ্গ, ইস্যুরেন্স, রিয়্যাল এস্টট এবং বিজনেস সার্ভিসেস	২৮৯.৫১১	৪৪.১৯৬	৮৫.২৫৬	২১৩.৬৬৩	২৬.২৯৬
পুরুষ	২৭৫.৭৪২	৪৩.৪৭০	৪.৭৬৫	২০৩.৩৬১	২৪.১৪৬
মহিলা	১৩.৭৬৯	৮২৬	৪৯১	১০.৩০২	২.১৫০
(ঙ) কমিউনিটি, সোশ্যাল অ্যান্ড পারসোনাল সার্ভিসেস	১.৪৪৬.৬৪৮	২২৬.৪৭২	৬৩.৬৪৭	৯৮০.১৬৮	১৭৬.৩৬১
পুরুষ	১৩৩৫.৯০৯	২১৯.৫০৪	৫৪.৫৮১	৯০০.৫০১	১৬১.৩২৩
মহিলা	১১০.৭৩৯	৯০.৬৬	৭৯৬৬৭	১৫.০৩৮	

উৎস ঃ ন্যাশনাল রিপোর্ট অন সেন্সাস অব ননফার্ম অ্যাকটিভিটিজ এ্যান্ড ডিএসএবলড পারসনস ১৯৮৬, বি বি এস।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে মহিলা কর্মচারীর সংখ্যা ও শ্রেণীবিন্যাস (১লা জানুয়ারি ১৯৯২)

সারনী- ১২

শ্রেণী বিন্যাস	মন্ত্রণালয়/ডিভিশন	বিভাগ/পরিদপ্তর	স্বায়ত্বশাসিত	মোট
প্রথম শ্রেণী	১৬৪	২৯২৫	১৯৭৭	৫০ ৬৬ (৬.৪৯)
দ্বিতীয় শ্রেণী	৬	১০৭২	১৪০৮	২৪৮৬ (৩.১৯)
তৃতীয় শ্রেণী	৩৪৫	৫০.৬০৫	৭১১০	৫৮.০৬০ (৭৪.৪০)
চতুর্থ শ্রেণী	১৯৯	৮৭৪৬+	৩৪৮০	১২৪ ২৫ (১৫.৯২)
সর্বমোট	৭১৪ (০.০৯১)	৬৩.৩৪৮ (৮১.১৮)	১৩.৯৭৫ (১৭.৯১)	৭৮.০৩৭ (১০০.০০)

(বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা শতকরা হার প্রকাশ করে)

উৎস ঃ সংস্থাপন বিভাগ, ষ্ট্যাটিসটিকস এ্যান্ড রিসার্চ সেল।

চাকরি পরিবর্তনে মজুরি হারের পরিবর্তন

সারনী- ১৩

পরিবর্তন	পুরুষ		মহিলা	
	মজুরি (টাকা)	মজুরিতে লাভের হার	জুরি (টাকা)	মজুরিতে লাভের হার
০ করেনি	১৯২৪		১২০৬	
১ বার	২৪১৩		১২০৬	
২বার	২৯৮১	২৩.৫	১২৯৮	২১.৫
৩ বার	৪৩০৬	৪৮.৫	১৬৪২	২.৮

উৎস ঃ প্রতিমা পাল মজুমদার ও সালমা চৌধুরী জহির, এমপয়মেন্ট এ্যান্ড অকুপেশনাল মবিলিটি এমাঙ্গ উইমেন ইন ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ড্রাস্ট্রিজ ইন ঢাকা সিটি, ১৯৯৩।

বাসা প্রতি উপার্জনশীল ব্যাক্তি ১৯৮৮-৮৯

সারনী- ১৪

	বাংলাদেশ	গ্রাম	শহর
উভয়	১.৫৬	১.৫৬	১.৫৫
মহিলা	০.১৪	০.১৩	০.১৯
পুরুষ	১.৪২	১.৪২	১.৩৬

উৎস ঃ মোঃ শাহাদাত হোসেন, উইমেন এ্যান্ড মেন ইন বাংলাদেশ, ফ্যাক্টস এন্ড ফিগারস-১৯৯২, বি বি এস।

Dhaka University Institutional Repository

বাসাপ্রতি গড় মাসিক আয় (টাকা) (১৯৮৮-৮৯)

সারনী- ১৫

বাসা	বাংলাদেশ	গ্রাম	শহর
পুরুষ প্রধান	২৯০৯	২৭১১	৪২৮১
মহিলা প্রধান	১৮৯২	১৭৬০	২৮৭৬
উভয় (মোট)	২৮৬৫	২৬৭০	৪২২৩
মহিলার অংশ (%)	৯.৫	৮.৭	১৩.৬
পুরুষের অংশ(%)	৯০.৫	৯১.৩	৮৬.৪
বাসা প্রতি পোষাকের জন্য মাসিক খরচ			
উভয়ের জন্য	১৪১.৯	১৩৩.৪	২০২.২
মহিলার জন্য	৭৫.৮	৭০.৬	১১১.৫
পুরুষের জন্য	৬৬.১	৬২.৭	৯০.৬

উৎস ঃ মোঃ শাহাদাত হোসেন, উইমেন এ্যান্ড মেন ইন বাংলদেশ, ফ্যাক্টস্ এন্ড ফিগারসব-১৯৯২। বি বি এস।

বাংলাদেশ পোশাক শিল্পে পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকের পারিশ্রমিকের পার্থক্য (শিক্ষাবছর অনুসারে)

সারনী- ১৬

বিদ্যালয়ে পড়ার বছর	পুরুষ		মহিলা		পুরুষের তুলনায় মহিলা পারিশ্রমিকের শতকরা হার
	শতকরা হার	পারিশ্রমিক (টাকা)	শতকরা হার	পারিশ্রমিক	
পড়ে নাই	৯.৮	৮১১	২৯.৩	৬২০	৭৬.৪
১-৫ (প্রাথমিক)	১৪.৩	৮৬৩	৩৪.৬	৭৪৭	৮৬.৪
৬-১০ (মাধ্যমিক)	৩৯.৬	১১৩৫	২৭.৫	১০৪৭	৭৪.৪
১০ বছরের উর্ধ্বে)	৩৬.৩	১৬৮৮	৮.৬	১৮৮৮	১১১.৬

উৎস ঃ সিচুয়েশন এ্যানালিসিস অব চিল্ড্রেন এ্যান্ড উইমেন ইন বাংলাদেশ, ১৯৯২; ইফনিসেফ।

পোশাক শিল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে পুরুষ এবং মহিলা কর্মীদের পারিশ্রমিক (১৯৯০)

সারনী- ১৭

পদমর্যাদা	মাসিক পারিশ্রমিক		পুরুষের তুলনায় মহিলা পারিশ্রমিকের শতকা হার
	পুরুষ (টাক)	মহিলা (টাকা)	
সুপারভাইজার	২৩১৭	২৪২৬	১০৪.৭
অপারেটর	১২৩৪	১০৬৯	৮৬.৩
আইরনার (ইস্ত্রি কর্মে)	৫৯৮	৪৩৯	৭৩.৪
কাটা ও অন্যকাজে"	৮৪৬	৬০৩	৭১.৩

উৎস ঃ সিচুয়েশন এ্যানালিসিস অব চিল্ড্রেন এ্যান্ড উইমেন ইন বাংলাদেশ, ১৯৯২; ইফনিসেফ।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসায় মেয়েদের অংশগ্রহণের হার

সারনী- ১৮

কর্ম	শতকরা
পাট হস্তশিল্পে	৬৮
চুন তৈরীতে	৬৮
ঠোংগা বা ছোট কাগজের বাক্স	৬৭
নারকেরল ছোবড়ার দড়ি ম্যাট	৬৪
মাছ ধরার জাল	৬৩
পাটি বোনা	৬৩
ঢেকির কাজ	৫৬
ছোবরার ম্যাট	৫৫
মুড়ি তৈরী	৪৯
তাঁতের সুতা কাট	৪৮
মৃৎশিল্প	৪৭
তৈল স্কিশন (তৈরী)	৪৩
রেশন বোনা/পালন	৩৯

উৎস ঃ বি, আই, ডি. এস এর স্টাডি (হোসনে, ১৯৮৪)

২০০০-০১ এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছওে উন্নয়ন বরাদ্দে নারীর অংশে তুলনা মূলক চিত্র

সারনী- ১৯

অর্থবছর	জেন্ডার সংবেদনশীলতার বিচারের উন্নয়ন বরাদ্দের প্রকৃতি			
	মোট	জেন্ডার অন্ধ উন্নয়ন বরাদ্দ (শতাংশ)	জেন্ডার সংবেদনশীলত উন্নয়ন বরাদ্দ (শতাংশ)	কেবল নারীলক্ষভূত উন্নয়ন বরাদ্দ (শতাংশ)
২০০০-০১	১০০.০০	৬১.৪৮	৩৬.০৭	২.৪৫
২০১৩-১৪	১০০.০০	৫০.৮	৪৭.৬	১.৭

উৎস: Annual Development program 2001/02-2003/14, Planning Commission, GOB।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে বৈষম্য ঃ

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতার শিকার এবং তুলনামূলকভাবে নারীদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা বিভিন্ন কারণে আরও শোচনীয়। লিঙ্গ বৈষম্য ও ক্ষেত্রে সমভাবে বিদ্যমান। নারীরা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও পুরুষের তুলনায় সুযোগ-সুবিধা অনেক কম পাচ্ছেন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এবং পুরুষ প্রায়শ: সংসারে উপার্জনের একমাত্র, অথবা প্রধান অবলম্বন হওয়াতে রোগের চিকিৎসারয় তারাই প্রাধান্য পেয়ে থাকেন। রাষ্ট্র কর্তৃক চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে সামান্য সুযোগ নাগরিকগণ পেয়ে থাকেন। এ ছাড়া গ্রামে প্রধানত: পুরুষ অর্থাৎ পুরুষেরা অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন। এ ছাড়া গ্রামে প্রধানতঃ সনাতন পরিবার প্রথা প্রচলিত থাকাতে নারীরা চিকিৎসার সুযোগও পান অনেক কম। ধর্মীয় ও সামাজিক প্রচলিত থাকাতে নারীরা চিকিৎসার সুযোগও পান অনেক কম। ধর্মীয় ও সামাজিক প্রচলিত অনেক কুসংস্কারজনিত গোঁড়ামির জন্য এবং অর্থবিবেচনায় নারীর অসুস্থতা অগ্রাধিকার পায় না। তারা ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও তেমন যাতায়াত করতে সক্ষম হন না। গ্রামের নারীরা প্রধানত: হোমিওপ্যাথ, কবিরাজী এবং পানি পাড়, ঝাঁড়ফুঁক, দোয়া, তাবিজ নির্ভর- অর্থাৎ স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসার নামে যা চলে তাই পান। নারীরা তুলনামূলকভাবে কম শিক্ষিত হবার ফলে নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে কম সচেতন থাকেন। পুরুষ প্রধান এবং গরীব দেশ হওয়াতে অধিকাংশ পরিবারই মেয়ে সন্তানের চেয়ে ছেলে সন্তান আকাঙ্খা করে থাকেন। গরীব পরিবারগুলোতে মেয়ে সন্তান জন্মের পর থেকেই, তার প্রতি অন্যান্য অনেক বৈষম্যের মত, খাবারের ক্ষেত্রেও বৈষম্য করা হয়ে থাকে। ফলে পুরুষের তুলনায় নারীর শারীরিক বৃদ্ধি এদেশে কম। দরিদ্র এবং অস্বচ্ছল পরিবারের গর্ভবতী নারীরা অপুষ্টি এবং রক্তহীনতায় ভোগেন, ফলে পরিণামে তাঁরা রুগ্ন সন্তান জন্ম দেন। প্রসবকালীন জটিলতায় প্রসূতির মৃত্যু সংখ্যাও এদেশে অত্যন্ত বেশি। প্রসূতি মৃত্যুর আরো একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে অশিক্ষিত ধাত্রী বা দাই। শিশু মৃত্যুর হারও বাংলাদেশে বিশ্বের সর্বোচ্চ।

সম্প্রসারিত টীকাদান কর্মসূচীর (ইপিআই) আওতায় শিশুমৃত্যুর হার এবং গর্ভবর্তী মাতৃ-মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯৩-৯৪ সালে প্রায় ৬২ লক্ষ শিশু ও মাকে ই পি আই কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে। ই পি আই কর্মসূচী সফল করতে সারাদেশে ২৬৬১টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে প্রতি ৪ জনে ১ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা আছেন। তাদের প্রধান কাজ হলো প্রতিটি পরিবারে যেয়ে গর্ভবতী মা ও শিশুদের খোঁজখবর করা এবং টীকাদানে উদ্বুদ্ধ করা।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী- ১

রোগ	মোট অসুস্থ জনসংখ্যা	পুরুষ	নারী
জ্বর	৪০.৫	৩৯.৯	৪১.২
আমাশয়	১৯.৭	২১.৮	১৭.২
পেট খারাপ	১০.৬	৯.৯	১১.৫
বদ হজম	৬.১	৭.০	৫.১
হাম	৪.০	৩.৪	৩.৬
তলপেটের ব্যথা	২.৫	২.৩	২.৮
পেপটিক আলসার	১.৬	১.৭	১.৪
চোখের অসুখ	১.৩	১.৪	১.৩
বাত/গিড়া অসুখ	১.২	১.০	১.৪
খোস/পাঁচড়া	১.১	১.০	১.২

বাংলাদেশের প্রধান দশটি রোগে নারী ও পুরুষের অসুস্থতরা হার

সারনী- ২

রোগ	মোট অসুস্থ জনসংখ্যা	পুরুষ	নারী
জ্বর	৪.৫	৩৯.৯	৪১.২
আমাশয়	১৯.৭	২১.৮	১৭.২
পেট খারাপ	১০.৬	৯.৯	১১.৫
বদ হজম	৬.১	৭.০	৫.১
হাম	৪.০	৩.৪	৩.৬
তলপেটের ব্যথা	২.৫	২.৩	২.৮
৮পেপটিক আলসার	১.৬	১.৭	১.৪
চোখের অসুখ	১.৩	১.৪	১.৩
বাত/গিড়া ব্যথা	১.২	১.০	১.৪
খোস/পাচড়া	১.১	১.০	১.২

উৎস ঃ প্রফেসর সাদেকা তাহেরা খানম। অ্যাভেইলেবেল হেলথ কেয়ার ফর উইমেন ইন পাবলিক সেক্ট। (৬১৪৮২ জন গ্রামীণ নারী ও পুরুষ নেয়া হয়েছিল), ১৯৯২।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের আটটি থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বাহিরাগত এবং কেন্দ্রে অবস্থানরত রোগীরা শতকরা হার

সারনী- ৩

বহিরাগত রোগী	পুরুষ	৩৭%
	নারী	৩১%
	শিশু	৩২%
অবস্থানরত রোগী	পুরুষ	৫৪%
	নারী	২৩%
	শিশু	২৩%

উৎস ঃ প্রফেসর সাদিকা তাহেরা খনাম। এ্যাভেইলেবল হেলথ কেয়ার ফর উইমেন ইন পাবলিক সেক্টরম ১৯৯২।

প্রতি পরিবারে নারী পুরুষের মাসিক চিকিৎসা খরচ

সারনী- ৪

খরচের বিবরণ	বাংলাদেশ			গ্রাম			শহর		
	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী
মোট	৪৪.৮	২৪.৯	১৯.৯	৪২.৮	২৪.০	১৮.৮	৫৮.৮	৩১.৩	২৭.৫
এ্যালোপ্যাথি	৪২.২	২৩.৮	১৮.৪	৪০.৩	২২.৯	১৭.৪	৫৫.৪	২৯.৯	২৫.৫
হোমিওপ্যাথি	১.৫	০.৭	০.৮	১.৪	০.৬	০.৮	২.৩	১.২	১.১
ইউনানী	০.৮	০.৪	০.৪	০.৯	০.৪	০.৫	০.৫৮	০.২	০.৩
অন্যান্য	০.৩	০.১	০.২	০.৩	০.১	০.২	০.৬	০.১	০.৫
শতকরা হার									
মোট	১০০.০	৫৫.৫	৪৪.৫	১০০.০	৫৬.০	৪৪.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
এ্যালোপ্যাথি	৯৪.১	৯৫.৭	৯২.১	৯৪.১	৯৫.৭	৯২.০	৯৪.২	৯৫.৪	৯২.৯
হোমিওপ্যাথি	৩.৪	২.৭	৪.৩	৩.৩	২.৬	৪.৩	৩.৯	৩.৭	৪.১
ইউনানী	১.৬	১.৫	২.৩	২.০	১.৬	২.৫	০.৯	০.৬	১.২
অন্যান্য	০.৭	০.১	১.৩	০.৬	০.১	১.২	১.০	০.৩	১.৮

উৎসঃ মোঃ শাহাদাত হোসেন, উইমেন এ্যান্ড মেন ইন বাংলাদেশ ঃ ফ্যাক্টস এ্যান্ড ফিগারস ১৯৯২, বি বি এস।

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মান সাপেক্ষে বাংলাদেশের মেয়ে শিশু ও ছেলে শিশুর বাধাপ্রাপ্ত প্রবৃদ্ধির (প্রিব্যালেন্স অব স্টানটিং) হার (৬ মাস থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত)

সারনী- ৫

শিশু	বাংলাদেশ		শহর		গ্রাম	
	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৯-৯০	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৯-৯০	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৯-৯০
উভয়	৫৬.১	৫১.১	৪৪.২	৪২.৩	৫৭.৬	৫২.২
ছেলে	৫৪.৮	৫০.৮	৪২.৪	৪২.৫	৫৬.৩	৫২.০
মেয়ে	৫৭.৬	৫১.৩	৪৬.১	৪২.০	৫৯.১	৫২.৫

উৎস ঃ প্রসিডিংস অফ দি ওয়ার্কসপ অফ ডিসেমিনেশন অফ কারেন্ট স্ট্যাটিসটিকস,ঢাকা, নভেম্বর ৩-৪ ১৯৯১ বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিসটিকস।

ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর বাহুর পরিমাপ (প্রিভ্যলেন্স অব আর্ম সারকামফারেন্স)

সারনী- ৬

বছর	বাংলাদেশ			গ্রাম			শহর		
	উভয়	ছেলে	মেয়ে	উভয়	ছেলে	মেয়ে	উভয়	ছেলে	মেয়ে
১৯৮৫-৮৬	১৪.৪	১১.৫	১৭.৬	১৪.৯	১১.৯	১৮.৪	৯.৯	৮.১	১১.৮
১৯৮৯-৯০	১০.৭	৭.৭	১৪.০	১১.০	৭.৭	১৪.৫	৮.৫	৭.৩	৯.৮

উৎস প্রসিডিং অফ দি ওয়ার্কসপ অফ ডিসেমিনেশন অফ কারেন্ট ষ্ট্যাটিসইটক্স, ঢাকা, নভেম্বর, ৩-৪, ১৯৯১, বাংলাদেশ ব্যুরো অফ ষ্ট্যাটিস্টিক্স্॥

পুরুষ ও নারীর মধ্যে পুষ্টি গ্রহণের তারতম্য

সারনী- ৭

বিষয়	পুরুষ	নারী
দৈনিক ক্যালরি গ্রহণ (১৯৮১)	১৯২৭	১৫৯৯
দৈনিক প্রোটিন গ্রহণ (১৯৮১)	৪১.৪ (গ্রাম)	৩২.৭ (গ্রাম)
শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি (১৯৮৫)	৫.০%	১৪.০%

উৎসঃ হউ এন ডি পি ১৯৯৪, রিপোর্ট অন হিউমেন ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ এমপাওয়ারমেন্ট অফ উইমেন; ঢাকা, বাংলাদেশ, মার্চ ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারে নারী ও পুরুষের খাদ্য গ্রহণে ব্যবধান

সারনী- ৮

পরিবারে খাদ্য সংস্থান	পুরুষ (শতকরা)	নারী (শতকরা)	মোট (শতকরা)
খাদ্য ঘাটতি	১৯.৬	২২.০	২১.০
মাঝে মাঝে খাদ্য ঘাটতি	৪৯.৭	৪৯.৩	৪৯.৫
খাদ্য আছে	২০.১	১৮.৯	১৯.৫
খাদ্য উদ্বৃত্ত	১০.৬	৯.৮	১০.২

উৎসঃ ডঃ মিজানুর রহমান শেলী ও অন্যান্য "সোসাইটাল পারসপেকটিভস্ অব ডিসক্রিমিনেশন এগেনষ্ট ইউমেন' অপ্রকাশিত প্রবন্ধ, ১৯৯৪।

বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে শিশু-মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে) ১৯৭৯-৯০

সারনী- ৯

দেশ	বছর	উভয়	ছেলে	মেয়ে
বাংলাদেশ	১৯৯০	৯৪	৯৮	৯১
ভারত	১৯৮৫	৯৭	-	-
জাপান	১৯৮৬	৫.২	৫.৬	৪.৮
মালয়েশিয়	১৯৮৪	১৭.৫	১৯.৫	১৫.৪
পাকিস্তান	১৯৭৯	৯৫	২০১	৮৮
ফিলিপাইন	১৯৮৫	৩৮	৪২	৩৩
শ্রীলঙ্কা	১৯৮৩	২৮	৩০	২৬

উৎসঃ ডেমোগ্রাফিক ইয়ার বুক, ইউ এন, ১৯৮৭।

বাংলাদেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে নারী পুরুষের বৈষম্য

সারনী- ১০

বিষয়	পুরুষ	মহিলা
মাসিক খরচ (পরিবার প্রতি) শতকরা	৫৫.৫	৪৪.৫
গড় আয়ু (বছর), ১৯৯১	৫৬.৪	৫৫.৪
১-১২ মাস বয়সের শিশু মৃত্যু (প্রতি হাজারে) ১৯৯১	৯৪	৮৭
১-৪ বছর বয়সের শিশু মৃত্যু (প্রতি হাজারে) ১৯৯১	১৩.০	১৪.৮

উৎস : ইউ এন ডি পি ১৯৯৪, রিপোর্ট অন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ এমপাওয়ার মেন্ট অফ উইমেন। ঢাকা, বাংলাদেশ, মার্চ, ১৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

(৪) রাজনৈতিক (ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ) ক্ষেত্রে বৈষম্য ঃ

নারীর আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর একটি বিশেষ লক্ষ্য। সহশ্রব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (MDG) দলিলেরও অন্যতম লক্ষ্য নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। দেশের নারীগোষ্ঠীর ক্ষমাতায়নের একটি অতি জরুরি উৎপাদক নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। কেননা রাজনৈতিক ক্শমতায়ন হলেই কেবল একজন নারী দেশের নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এরূপ অংশগ্রহণের মাধ্যমে একজন নারী কার্যকরভাবে তুলে ধরতে পারবেন নারীগোষ্ঠীর সুবিধা, অসুবিধা, নারীর প্রয়োজন, দাবী, নারীর মধ্যে লুক্কায়িত সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়গুলো যা প্রতিফলিত হবে জাতীয় বাজেটে এবং ফলশ্রুতিতে দেশের জাতীয় বাজেট হবে জেন্ডার সংবেদনশীল যা নারীর আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য সবচাইতে শক্তিশালী হাতিয়ার।

মহিলা সাংসদের (সংরক্ষিত আসন) শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ

(১৯৭৩-১৯৯১)

সারণী- ১

বছর	সদস্য সংখ্যা	পি.এইচ.ডি %	ডাক্তার %	এম.এ	বি.এ %	আই.এ %	ম্যাট্রিক %	ম্যাট্রিকের নিচে%
১৯৭৩	১৫	৬.৬	-	৪৬.৬	৩৩.৩	৬.৬	৬.৬	-
১৯৭৯	৩০	৩.৩	-	৩৬.৬	২৩	২০	১৩	৩.৩
১৯৮৬	৩০	-	৩.৩	২৬.৬	৪৩	১০	৪.৬	-
১৯৯১	৩০	-	-	২৬.৬	৩৩	২০	১০	৩.৩

উৎস ঃ ডঃ দিলারা চৌধুরী এবং প্রফেসর আল মাসুদ হাসানুজ্জামান, ১৯৯৩।

ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান হিসাবে মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণ

সারণী- ২

নির্বাচনের বছর	ইউনিয়নের সংখ্যা	মহিলা প্রার্থি	নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যান
১৯৭৩	৪৩৫২	-	১
১৯৭৭	৪৩৫২	-	৪
১৯৮৪	৪৪০	-	৪
১৯৮৮	৪৪০১	৭৯	১ (১%প্রায়)
১৯৯২	৪৪৫০	১১৬	১৯ (২% প্রায়)

উৎস ঃ নিবৃাচন কমিশন অফিস এবং ইউ এন ডিপি রিপোর্ট অন হিউমেন ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ, এমপাওয়ারমেন্ট অব ইউমেন ঢাকা, বাংলাদেশ, মার্চ ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মহিলা সদস্য মনোনয়ন ও বিজয়ী মহিলা সদস্যের সংখ্যা

(১৯৭৯-১৯৯১)

সারনী- ৩

নির্বাচনের বছর	নির্বাচনে প্রার্থী সংখ্যা			নির্বাচনে অংশগ্রহণ কারী দলের সংখ্যা	যে সকল দল নির্বাচনে মহিলা প্রার্থী দিয়েছেন তাদের সংখ্যা	মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা	স্বতন্ত্র প্রার্থী	
১৯৭৯	সর্বমোট	পুরুষ	মহিলা				পুরুষ	মহিলা
১৯৮৬	২১২৫	২১০৮	১৭	২৯	৯	১৩	৪১৮	৪
১৯৮৮	৯৭৮	৯৭১	৭	১০	৩	৭	-	০
১৯৯১	২৭৭৪	২৭২৭	৪৭	৭৫	১৬	৪০	৪১৭	৭

উৎসঃ নির্বাচন কমিশন অফিস এবং ডঃ দিলারা চৌধুরী এবং আল-মাসুদ হাসানুজ্জামান, ১৯৯৩।

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর স্থায়ী ও নির্বাহী কমিটিতে মহিলা সদস্যের সংখ্যা

সারণী- ৪

রাজনৈতিক দল	রাজনৈতিক দলের কমিটি সমূহ	মোট সদস্য	মহিলা সদস্য
বি.এন.পি	জাতীয় স্থায়ী কমিটি		
	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	৭৫	১১
আওয়ামীলীগ	প্রেসিডিয়াম এবং সেক্রেটারিয়েট	১৩	৩
	কার্য নির্বাহী কমিটি	৬৫	৬
জাতীয় পার্টি	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	৩০	৪
	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	১৫১	৪
জামায়াতে ইসলাম	মজলিস-ই শূরা	১৪১	-
	কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, মজলিস-ই-আমেলা	২৪	-

উৎসঃ রাজনৈতিক দলের অফিস সমূহ থেকে সংগ্রহ এবং ডঃ দিলারা চৌধুরী এবং প্রফেসর আল মাসুদ হাসানুজ্জামান, ১৯৯৩।

বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ে মহিলা মন্ত্রীর সংখ্যা ও শতকরা হার

Dhaka University Institutional Repository

সারণী- ৫

প্রশাসন	মোট মন্ত্রীর সংখ্যা	মোট মহিলা মন্ত্রীর সংখ্যা	শতকরা হার
শেখ মুজিবর রহমনা ১৯৭২-১৯৭৫	৫০	২	৪
জিয়াউর রহমান ১৯৭৯-১৯৮২	১০১	৬	৬
হুসাইন মোঃ এরশাদ ১৯৮২-১৯৯০	১৩৩	৪	৩
খালেদা জিয়া ১৯৯১-১৯৯৬	৩৯	৩	৫

উৎস ঃ ডঃ নাজমা চৌধুরী, ইউমেন ইন ডেভেলপমেন্ট এ গাইড বুক ফর পানারস, (খসড়া রিপোর্ট), ১৯৯৪।

২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে বিভিন্ন দল কর্তৃক মনোনীত নারী প্রার্থীর সংখ্যা

সারনী- ৬

রাজনৈতিক দলের নাম	মনোনীত প্রার্থী মোট সংখ্যা	মনোনীত নারী প্রার্থীর সংখ্যা	মোট মনোনীত প্রার্থীর মধ্যে নারীর অংশ
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৫৯	১৭	৭.৩৪
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	২৫৬	১৩	৫.৮৬
জাতীয় পার্টি	৪৬	৩	৬.৫৩
জাতীয় আওয়ামী পার্টি	৫	১	২০.০
বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টি	৩৭	২	৫.৪১
অন্যান্য রাজনৈতিক দল	২৮৯	১৪	৪.৮৪
স্বতন্ত্র	১৪১	৭	৪.৯৬
মোট সংখ্যা	৯৯৬	৫৭	৫.৭২

উৎস: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সেক্রেটারিয়েট।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন সময়কালে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী সদস্যের সংখ্যা

সারণী- ৭

সংসদ এবং সংসদের সময়াল	সংরক্ষিত আসনের মনোনীত সংসদ সংসদ সদস্য	সরাসরি ভোটে নির্বাচিত নারী সংসদ -সদস্য	মোট নারী সংসদ-সদস্য	মোট নারী সংসদ-সদস্যদেও মধ্যে নির্বাচিত নারী সংসদ-সদস্যদেও অংশ	মোট সংসদ সদস্যদেও মধ্যে নারী সংসদ-সদস্যদের অংশ
প্রথম সংসদ (১৯৭৩-৭৫)	১৫	-	১৫	০.০	৪.৮
দ্বিতীয় সংসদ (১৯৭৯-৮২)	৩০	২	৩২	৬.৩	৯.৭
তৃতীয় সংসদ (১৯৮৬-৮৭)	৩০	৫	৩৫	১০.৬	
চর্তুথ সংসদ (১৯৮৮-৯০)	-	৪	৪	১০০.০	১.৩
পঞ্চম সংসদ (১৯৯১-৯৫)	৩০	৪	৩৪	১১.৮	১০.৩
ষষ্ঠ সংসদ (১৯৯৬-৯৬)	৩০	৩	৩৩	৯.১	১০.০
সপ্তম সংসদ (১৯৯৬-০১)	৩০	৮	৩৮	২১.১	১১.৫
অষ্টম সংসদ (২০০১-০৬)	৪৫	৭	৫২	১৩.৫	১৫.১
নবম সংসদ (২০০৯-)	৫০	১৯	৬৯	২৭.৫	১৮.৬

উৎস:বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সেক্রেটারিয়েট।

৫) চাকুরীর ক্ষেত্রে বৈষম্য

বাংলাদেশের সরকারী প্রশাসনে উচ্চপর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও শতকরা হার

সারনী- ১

পদবী	পুরুষ	মহিলা	সর্বমোট	মহিলা শতকরা হার
সচিব	৫১	০	৫১	০
অতিরিক্ত সচিব	৭৯	০	৮০	১.২৫
যুগ্ম সচিব	২৪৭	৪	২৫১	১.৫৯
উপ-সচিব	৪৭৪	৪	৪৭৮	০.৮৪
সর্বমোট	৪৫১	৯	৮৬০	০.৯৪

উৎস ডঃ দিলারা চৌধুরী এবং আল মাসুদ হাসানুজ্জামান, ১৯৯৩।

বাংলাদেশের সরকারী এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত মহিলাদের সংখ্যা

সারনী- ২

কর্মের শ্রেণী বিভাগ	সচিবালয়		সরকারী বিভিন্ন বিভাগ		স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান		মোট		শতকরা
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	
প্রথম শ্রেণী	১৭১১	১৬৪	২৯,৯৯৭	২,৯২৫	৪১,৯১১	১,৯৭৭	৭৩,৬১৯	৫,০৬৬	৬.৪৩
দ্বিতীয় শ্রেণী	৪২	৬	৯,৬৬৯	১,০৭২	২৪,৬৫৮	১,৪০৮	৩৪,৩৭২	২,৪৮৬	৬.৭৪
তৃতীয় শ্রেণী	৩৭৮৭	৩৪৫	৩৯২,২৫৪	৫০,৬০৫	১২,৫৭৪১	৭,১১০	৫২১,৭৮২	৫৮,০৬০,	১০.০১
চতুর্থ শ্রেণী	২১৪৪	১৯৯	১৫৪,০৭৩	৮৭,৪৬	৮২,৭২২	৩,৪৮০	২৩৮,৯৩৯	১২,৪২৫	৪.৯৪
মোট	৭৬৮৪	৭১৪	৫৮৫,৯৯৩	৬৩,৩৪৮	২৭৫,০৩২	১৩,৯৭৫	৮৬৮,৭১২	৭৮,০৩৭	৮.২৪

উৎসঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়; সিভিল অফিসার ও ষ্টাফদের পরিসংখ্যান, ১৯৯২।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সিভিল পরীক্ষায় শতকরা হারসহ নারীর অংশগ্রহণ ও কৃতকার্যতার সংখ্যা (১৯৮৬-১৯৯১)

সারনী- ৩

	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা					যোগ্যতা অর্জনকারীর সংখ্যা				
পরীক্ষার বছর	মোট পরীক্ষার্থী	পুরুষ	মহিলা	শতকরা হার		মোট উত্তীর্ণ	পুরুষ	মহিলা	শতকরা হার	
				পুরুষ	মহিলা				পুরুষ	মহিলা
১৯৮৬	৩৩.৫০৪	২৯.৭৯৫	৩,৭০৯	৮৮.৯৩	১১.০৭	২১১৭	১৮০৯	৩০৮	৮৫.৪৫	১৪.৫৫
১৯৮৮	৩৭,৩৪৮	৩১,৭৯৯	৫,৫৪৯	৮৫.১৪	১৪.৮৬	১১৬৬	৯৭৬	১৯০	৮৩.৭০	১৬.৩০
১৯৮৯	২৮,৪১৯	২৩,৮৪৪	৪,৫৯৫	৮৩.৯০	১৬.১০	১০২২	৯০৬	১১৬	৮৮.৬৫	১১.৩৫
১৯৯০	৩০,৬৭৭	২৫৪,৬৫২	৫,২১৫	৮৩.০০	১৭.০০	৯৫৫	৬০২	৯৩	৮৬.৬২	১৩.৩৮
১৯৯১	৩৭,৫৯৩	৩১,১৭০	৬,৪২৩	৮২.৯১	১৭.০৯	-	-	-	-	-
মোট	১৬৭,৫৪১	১৪২,০৭০	২৫,৪৭১	৮৪.৮০	১৫.২০	৫০০০	৪২৯৩	৭০৯	৮৮.৮৬	১৪.১৪

উৎসঃ ডঃ নাজমা চৌধুরী, এডিবি রিপোর্ট অন এডুকেশন, ১৯৯৩।

গুরুত্বপূর্ণ সরকারী প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা

সারনী- ৪

পদ	পুরুষ	মহিলা
চেয়ারম্যা	১	-
সদস্য	২	-
পরিচালক	৩	-
সচিব	১	-
উপ-সচিব	২	-
উপ-পরিচালক	৫	-
সহকারী পরিচালক	৪	-
চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত সচিব	-	১
১মোট	১৮	১

উৎসঃ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অফিস থেকে প্রাপ্ত। ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টারে (বি পি এ টি সি) শ্রেণী অনুযায়ী পুরুষ ও মহিলা নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা

সারণী- ৫

পদ	মোট	পুরুষ	নারী
প্রথম শ্রেণী	৮০	৬৯	১১
দ্বিতীয় শ্রেণী	১৩	১২	১
তৃতীয় শ্রেণী	১৮৭	১৭০	১৭
চতুর্থ শ্রেণী	২৩২	২১৩	১৯
সর্বমোট	৫১২	৪৬৪	৪৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টার থেকে প্রাপ্ত। ১৯৯৪।

কয়েকটি নির্বাচিত মন্ত্রণালয়ের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে নারীর শতকরা অংশ, অর্থবছর ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩

সারণি ৬

মন্ত্রণালয় / বিভাগ	মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে নারীর অংশ(%)			
	অর্থবছর ২০১১-১২		অর্থবছর ২০১২-১৩	
	কর্মচারী	কর্মকর্তা	কর্মচারী	কর্মকর্তা
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয়	৩৫.৭	২৪.২	৩৭.৮	২৬.৪
শিক্ষা মন্ত্রনালয়	২৫.৭	২৫.৩	২৬.০	২৬.৬
স্বাস্য মন্ত্রনালয়	৪০.৭	২২.৫	৪১.০	২৫.৯
কৃষি মন্ত্রনালয়	১০.৮	৫.৭	১২.৪	৬.০
আইন ও বিচার বিভাগ	১০.০		১২.২	
পল্লী উন্নয় ও সমবায় বিভাগ	২২.৭	১৫.৯	২০.০	১৬.৫

উৎস: জেণ্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ সরকার।

Dhaka University Institutional Repository

৬) পরিবার, সমাজ ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য।

নারীরা পরিবার, সমাজ এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রে চরমভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। বিশেষ করে সামাজিক এবং পারিপার্শিক অবস্থার কারণে নারীদের হেয় প্রতিপন্ন হতে হয় এবং নারীদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়। নিম্নে তা আলোচনা করা হলঃ–

বয়স এবং লিঙ্গভেদে আদমশুমারি জনসংখ্যার শতকরা হার

১৯৬১-১৯৭৪

সারণী- ১

বয়স	১৯৬১		১৯৭৪	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
৪মোট	১০০,০০	১০০,০০	১০০,০০	১০০,০০
০-৪	১৭.৪	১৯.১	১৬.২	১৭.৬
৫-৯	১৮.৫	১৯.০	১৭.৮	১৮.৯
১০-১৪	৯.৯	৮.৩	১৩.৫	১২.২
১৫-১৯	৭.৩	৮.১	৮.৫	৮.০
২০-২৪	৬.৯	৮.১	৬.৫	৭.৩
২৫-২৯	৭.৬	৮.২	৬.৩	৭.৩
৩০-৩৪	৬.৪	৬.৩	৫.৫	৫.২
৩৫-৩৯	৫.৭	৫.১	৫.৫	৫.২
৪০-৪৪	৪.৮	৪.৫	৪.৭	৪.৪
৪৫-৪৯	৩.৯	৩.৩	৩.৭	৩.২
৫০-৫৪	৩.৬	৩.৩	৩.৫	৩.২
৫৫-৫৯	২.৩	১.৮	২.১	১.৭
৬০-৬৪	-	-	২.৫	২.২
৬৫-৬৯	৫.৫	৪.৯	৩.৭	৩.০
মোট জন সংখ্যা	(২৮.৪)	(২৬.০৮)	(৩৯.৬)	(৩৬.৮)

বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা মিলিয়নে মোট সংখ্যা বুঝায়।

উৎস ঃ বাংলাদেশের আদমশুমারি রিপোর্ট-১৯৬১,১৯৭৪,১৯৮১,১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

বয়স এবং লিঙ্গভেদে আদমশুমারী জনসংখ্যার শতকরা হার

১৯৮১-১৯৯১

সারণী- ২

বয়স	১৯৮১		১৯৯১	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
মোট	১০০,০০	১০০,০০	১০০,০০	১০০,০০
০-৪	১৬.৫	১৭.৪	১৬.১৫	১৬.৭৮
৫-৯	১৬.০	১৬.৫	১৬.৫৬	১৬.৫৩
১০-১৪	১৩.৯	১২.৯	১২.৬১	১১.৬৫
১৫-১৯	৯.২	৯.৫	৮.৩১	৮.৫০
২০-২৪	৭.২	৮.৪	৭.৪৮	৯.১৬
২৫-২৯	৭.২	৭.৫	৭.৯০	৯.১৭
৩০-৩৪	৫.৫	৫.৯	৬.১৫	৬.২৫
৩৫-৩৯	৫.২	৪.৯	৫.১৭	৫.২৭
৪০-৪৪	৪.৩	৪.২	৪.৪৯	৪.১৯
৪৫-৪৯	৩.৫	৩.০	৩.৫৪	৩.১৫
৫০-৫৪	৩.২	৩.০	২.৯৯	২.৮৫
৫৫-৫৯	২.১	১.৭	১.৯৯	১.৬৭
৬০-৬৪	২.৩	২.১	২.২৪	২.০২
৬৫.৬৯	৩.৮	৩.০	৩.৬২	২.৮১
মোট জনসংখ্যা	(৪৬.৩)	(৪৩.৬)	(৫৬.২)	(৫৩.১)

বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা মিলিয়নে মোট সংখ্যা বুঝায়।

উৎসঃ বাংলাদেশের আদমশুমারী রিপোর্ট-১৯৬১,১৯৭৪,১৯৮১,১৯৯১।

বাংলাদেশ বালক-বালিকার সংখ্যা (মিলিয়ন)

সারণী- ৩

বয়স	১৯৯১			১৯৯৩		
	মোট	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা
৪-৫	৬-৯	৩-৫	৩.৪	৬.৯	৩.৫	৩.৪
৬-১০	১৬.৮	৮.৬	৮.২	১৭.৬	৯.০	৮.৬
১১-১৪	১২.১	৬.২	৫.৯	১২.৭	৬.৫	৬.২

উৎস ঃ বার্থ এ্যান্ড ডেথ রেজিস্ট্রেশন সিষ্টেমঃ বি ডি এর আর এসঃ বি বি এস।

বয়স ভেদে জনসংখ্যার শতকরা হার এবং নির্ভরতার অনুপাত ১৯৯১

সারণী- ৪

বয়সের শ্রেণী বিন্যাস	মোট	পুরুষ	মহিলা
০-১৪	৪৩.৭	৪৩.২	৪৪.৩
১৫-৬৪	৫২.৬	৫২.৭	৫২.৫
৬৫+	৩.৭	৪.১	৩.২
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০
নির্ভরতার অনুপাত	৯০.১১	৮৯.৭৫	৯০.৪৮

উৎস মোঃ শাহাদাত হোসেন; উইমেন এ্যান্ড মেন ইন বাংলাদেশঃ

ফ্যাক্টস এ্যান্ড ফিগারস-১৯৯২; বি বি এস।

জন্মকালীন প্রত্যাশিত গড় আয়ু

সারণী- ৫

জন্মের সময় প্রত্যাশিত গড় আয়ু									
বছর	বাংলাদেশ	গ্রাম			শহর				
	উভয় লিঙ্গ	পুরুষ	মহিলা	উভয় লিঙ্গ	পুরুষ	মহিলা	উভয়লিঙ্গ	পুরুষ	মহিলা
১৯৭৪	৫০.৫	৫১.৬	৪৯.৭	-	-	-	-	-	-
১৯৮১	৫৪.৮	৫৫.৩	৫৪.৫	৫৪.৩	৫৪.৯	৫৩.৮	৬০.৩	৫৯.৮	৬০.৫
১৯৮২	৫৪.৫	৫৪.৫	৫৪.৮	৫৩.৯	৫৪.০	৫৩.৯	৬০.৬	৫৮.৮	৬২.৯
১৯৮৩	৫৪.৯	৫৪.২	৫৩.৬	৫৩.১	৫৩.৪	৫২.৪	৬০.৩	৫৯.৭	৬০.৯
১৯৮৪	৫৪.৮	৫৪.৯	৫৪.৭	৫৪.৪	৫৪.৫	৫৪.৩	৫৮.৭	৫৮.৮	৫৮.৬
১৯৮৫	৫৫.১	৫৫.৭	৫৪.৬	৫৪.৭	৫৫.৩	৫৪.১	৬০.১	৫৯.৯	৬০.৫
১৯৮৬	৫৫.২	৫৫.২	৫৫.৩	৫৪.৮	৫৪.৮	৫৪.৯	৫৮.৮	৫৯.০	৫৮.৮
১৯৮৭	৫৬.৪	৫৬.৯	৫৬.০	৫৬.১	৫৬.৫	৫৫.৬	৬০.০	৬০.৫	৫৯.৫
১৯৮৮	৫৬.০	৫৬.৫	৫৫.৬	৫৫.৪	৫৫.৯	৫৪.৮	৬০.৯	৬১.২	৬০.৩
১৯৮৯	৫৬.০	৫৬.০	৫৫.৬	৫৫.১	৫৫.১	৫৫.০	৬১.০	৬১.৫	৬০.৩
১৯৯০	৫৬.০	৫৬.৪	৫৫.৪	৫৫.৫	৫৬.০	৫৫.৬	৫৯.৫	৬০.০	৫৯.০
১৯৯১	৫৬.১	৫৬.৪	৫৫.৪	৫৫.৮	৫৬.০		৬০.২	৬০.০	

(-) পাওয়া যায়নি।

উৎস ঃ আদমশুমারী রিপোর্ট ১৯৭৪,১৯৮১,১৯৯১। ১৯৮২-১৯৯১; জরিপ নিবন্ধকরণ পদ্ধতি; বি বি এস

Dhaka University Institutional Repository

লিঙ্গ এবং বাসস্থানভেদে বাংলাদেশের নারী-পুরুষের বিবাহের গড় বয়স

সারণী- ৬

বছর	বাংলাদেশ	শহর			গ্রাম	
	পুরুষ	মহিলা	পুরষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১৯৫১ আদমশুমারির	২২.৪	১৪.৪	-	-	-	-
১৯৬১ আদমশুমারির	২২.৯	১৩.৯	২২.৭	১৩.৮	২৫.২	১৫.৯
১৯৭৪ আদমশুমারির	২৪.৯	১৬.৫	২৪.৩	১৬.৫	২৬.১	১৮.১
১৯৭৫ আদমশুরারি	২৪.০	১৬.৬	-	-	-	-
১৯৮১ বি.এফ.এস	২৫.৬	১৭.৮	২৫.৪	১৭.৬	২৭.৮	১৯.১
১৯৮৫ এস,আর,এস	২৫.৩	১৮.০	২৫.২	১৭.৮	২৬.৭	১৯.৮
১৯৯০ এস.আর.এস	২৫.১	১৮.২	২৪.৭	১৭.৮	২৬.৩	১৯.০

)-) পাওয়া যায়নি।

উৎস ঃ ১৯৫১, ১৯৬১ আদমশুরারি রিপোর্ট। ১৯৭৫ বাংলদেশ পার্টিলিটি সার্ভে।

১৯৮৫-১৯৯০ স্রাম্পল রেজিষ্ট্রেশন সিষ্টেম, বি বি এস।

প্রতি হাজার জনসংখ্যায় বয়সভেদে বিবাহের হার ১৯৯০

সারণী- ৭

বছর	বাংলাদেশ		গ্রাম		শহর	
	পুরুষ	মহিলা	পুরষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
মোট	৩২.৬০	৩৫.৩২	৩৪.৮৩	৩৭.৬৯	১৮.৫৬	২০.৩৫
১০-১৪	০.০৬	১১.৪৭	০.০৬	১৩.১৬	-	২.০২
১৫-১৯	৮.৪৩	১৯২.৯১	৯.৪৭	২১৩.৪২	২.৫২	৮৬.২৩
২০-২৪	১১৬-৬৫	৪৫.১৬	১২৭.৯৯	৪৫.৯৫	৪৬.১৬	৪০.২৫
২৫-২৯	১৩৪.৭৯	৭.৮৯	১৪১.৪৬	৮.৫১	৯১.৪৬	৪.১৭
৩০-৩৪	২৮.৫৪	২.৫০	২৮.১১	২.৯০	৩০.৯৯	-
৩৫+	৪.৭৪	০.৭৩	৫.২৩	০.৭৪	১.৫৩	০.৫৯

উৎস মোঃ শাহদাত হোসেন; উইমেন অ্যান্ড মেন ইন বাংলাদেশ ঃ
ফ্যাক্টস এ্যান্ড ফিগারস ১৯৯২, বি বি এস।

বাংলদেশের জনগোষ্ঠীর বৈবাহিক অবস্থা (১০ বছরের উর্ধ্বে)

সারণী- ৮

বছর	অবিবাহিত		বিবাহিত	বিপত্নীক/বিধবা		বিচ্ছিন্ন		
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
	‘০০০’	‘০০০’	‘০০০’	‘০০০’	‘০০০’	‘০০০’	‘০০০’	‘০০০’
১৯৬১	১৫১০৭	১১০২৬	১০৬৪৮	১০৬৯৭	৫৪১	২৭৩৬	৬৫	১২৩
১৯৭৪	২২৬৯৮	১৪১৯৫	১৩৯২৯	১৪০৬৭	৪১৫	২৯১৩	২৯	২৩৩
১৯৮১	২৭৭৫৬	২০৯২৩	১৬৮৬৪	১৭২৬৮	৩৭১	৩৩০৪	১৮	৩০৪
১৯৯১	১৫৫১২	৮৬৬৩	২১০৬৯	২২২৯১	২২৫	৩২৩৭	২০	২১৩
গ্রাম	১১৭১৬	৬৫৯৫	১৬৫৬৬	১৮১৭৮	১৮৯	২৭২৩	১৬	১৬১
শহর	৩৭৯৬	২০৬৭	৪৫০৩	৪১১৩	৩৬	৫১৪	০৪	৫২

উৎস ঃ স্ট্যাটিসইটক্রাল ইয়ারকবুক, ১৯৯৩; বি বি এস।

বাংলাদেশ পপুলেশন সেনসাস ১৯৯১, ভল্যাম-১ এ্যানালিটিক্রাল রিপোর্ট; বি বি এস।

Dhaka University Institutional Repository

মোট জনসংখ্যার পুরুষ এবং মহিলা বাসস্থান ও বছর অনুযায়ী লিঙ্গের অনুপাত (পুম)X১০০

সারণী- ৯

বছর	পুরুষ (মিলিয়ন)	মহিলা	(মিলিয়ন) লিঙ্গের অনুপাত		
			বাংলাদেশ	গ্রাম	শহর
১৯৪১	২১.৮	২০.২	১০৭.৫	১০৬.৩	১৫০.১
১৯৫১	২৩.১	২১.১	১০৯.৭	১০৮.৫	১৫০.৭
১৯৬১	২৮.৪	২৬.৮	১০৭.৬	১০৬.০	১৪২.৩
১৯৭৪	৩৯.৬	৩৬.৮	১০৭.৭	১০৬.০	১২৯.০
১৯৮১	৪৬.৩	৪৩.৬	১০৬.৪	১০৩.৩	১২৫.৩
১৯৯১	৫৬.২	৫৩.৪	১০৫.৮	১০৩.১	১২৪.৪

উৎস ঃ মোঃ শাহাদাত হোসেন ; উইমেন এ্যান্ট মেন ইন বাংলাদেশ ঃ

ফ্যাক্টস এ্যান্ড ফিগারস-১৯৯২; বি বি এস।

লিঙ্গ ও দিকভেদে প্রতি হাজার জনসংখ্যায় স্থানান্তরের হার

সারণী- ১০

স্থানান্তরের দিক	প্রতি হাজারে স্থানান্তর			অর্থনৈতিক কারণে স্থানান্তর			মহিলা অংশীদারদের শতকরা হার
	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	
গ্রাম থেকে গ্রমা	৮.৫	৩.৫৩	১৭.৩৫	৫৪.৯৬৫	৩৬৫৫৯	২১.৪০৬	৩৬.৯
গ্রাম থেকে শহর	৪.৪৬	৪.১৫	৫.৫৬	৭৪.৯৬৫	৩৬.৫৫৯	২১.৪০৬	৩৬.৯
শহর থেকে গ্রামে	১.৩৬	১.০৭	১.৬৭	৪.৯৪৯	৩.৩৯৩	১.৫৬৬	৩১.৬
শহর থেকে শহর	২৯.৮৩	৩০.৩২	২৬.৪৪৪	৭৮.৯৯৯	৫৭.০৮৫	২১.৯১৪	২৭.৮

উৎস মোঃ শাহাদাত হোসেন, উইমেন অ্যান্ড মেন ইন বাংলাদেশ ঃ ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগারস্ ১৯৯২, বি বি এস।

Dhaka University Institutional Repository

বছর এবং লিঙ্গ অনুসারে প্রতি হাজারে অভিবাসন এবং বহির্বাসনের হার

সারণী- ১১

বছর	অভিবাসন (in-migration)						বহির্বাসন (out- migration)					
	বাংলাদেশ		গ্রাম		শহর		বাংলাদেশ		গ্রাম		শহর	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১৯৮৪	৩.৫	১০.৪	২.০	৯.৮	১৪.২	১৪.৭	৪.৮	১১.৪	৩.৬	১১.২	১৪.০	১২.৫
১৯৮৫	৬.৪	১৪.৪	২.৩	১৩.৩	১৮.২	১৬.৮	৪.২	১২.৫	২.৮	১৩.২	১৩.৫	১২.২
১৯৮৬	১০.৫	১৮.৯	৪.০	১৫.৬	৩৩.২	২৭.৭	১০.৪	১৪.০	৪.৩	১৪.১	২৫.৫	১৩.৮
১৯৮৭	১০.২	১৯.১	৩.৮	১৪.০	৩১.৯	২৯.০	৯.৫	১৪.৮	৩.৫	১২.৮	২২.৭	১৬.৩
১৯৯০	১১.৯	২০.৯	৪.৬	১৬.২	৩৪.৫	৩০.১	১০৩.৬	১৫.০	৪.৪	১৩.১	২৬.৪	১৬.৫

উৎস ঃ মোঃ শাহাদাত হোসেন, উইমেন অ্যান্ড মেন ইন বাংলাদেশ ঃ ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগারস্ ১৯৯২, বি বি এস।

বাংলাদেশে মানব উন্নয়নে নারী-পুরুষ বৈষম্য

সারণী- ১২

বিষয়	নারী	পুরুষ
জন্মকালে প্রত্যাশিত আয়ু (বছর, ১৯৯২)	৫৫.৯	৫৬.৮
প্রতি হাজারে শিশুমৃত্যুর হার (১৯৯২)	৮৬.০	৯০.০
বয়স্ক সাক্ষরতার হার (% ১৯৯১)	১৮.৬	৪৪.৩
ভর্তির হার (% ১৯৯১)		
প্রাইমারী	৬১.৪	৭৭.৭
মাধ্যমিক	১৫.০	৩২.০
মাধ্যমিকোত্তর	১২.২	২.৩

উৎস ঃ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ১৯৯৪। ইউ এন ডি পি।

Dhaka University Institutional Repository

নারী বিরোধী অপরাধের বিবরণ

(১৯৮৬-১৯৮৮)

সারণী- ১৩

অপরাধের ধরন	বছর		
	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮
ধর্ষণ	৪৩৩	৩৮০	৩৪৪
এসিড দ্বগ্ধ	২২	১৩	১৬
মানহানিকর	৯৭	৫২	৪৪
নারী পাচার	১০	১৬	৮৫
যৌতুক অপরাধ	১৬	২৪	৪৬

উৎসঃ অফিসিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স, পুলিশ হেড কোয়াটার প্রতিবেদন। রাবেয়া ভূইয়া, আসপেক্টস অফ ভায়োলেন্স এগনষ্ট ইউমেন, ১৯৯১।

নারী ও শিশু পাচার অপরাধের তদন্ত এবং বিচারের বিবরণ

(১৯৮৫-১৯৮৮)

সারণী- ১৪

বছর	কোসের সংখ্যা	চার্জ সীট	বিচার প্রতিবেদন	তদন্তাধীন	শাস্তি	খালাস	অন্যভাব নিস্পত্তি	বিচার
১৯৮৫	৩	৩	০	০	০	০	০	৩
১৯৮৬	১০	৯	০	১	০	১	০	৮
১৯৮৭	১৬	৯	১	৬	০	০	০	৯
১৯৮৮	৮৫	৯	১	৭৫	০	০	০	৯
মোট	১১৪	৩০	২	-	০	১	০	২৯

উৎস ঃ প্রতিবেদন, পুলিশ হেডকোয়ার্টার, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

নারী-বিরোধী অপরাধমূলক মামলার বিবরণ

সারণী-১৫

অপরাধ/বছর	১৯৮২	১৯৮৩	১৯৮৪	১৯৮৫	১৯৮৬	১৯৮৭	১৯৮৮	১৯৮৯
ধর্ষণ	১২৮	১৪৫	১৮৮	১৪৮	৪৩৩	৩৮০	৩৪৪	৩৫১
শ-ীলতাহানি	১১৩	১২৯	১৩৩	৮৬	-	-	-	-
অপহরণ	২৭৪	২৬১	২৯৪	২৪৩	-	-	-	-
এসিডদগ্ধ	৬	৪	২০	১২	২২	১৩	১৬	৩৯
নিষ্ঠুরতার অন্যান্য অপরাধ	১১৭	৯৮	১৩৫	১৩০	-	-	-	-
মানহানিকর	৪	৮	৮	৯	৯৭	৫২	৪৪	৫১
হত্যা	৬৯	৬০	৭১	৬৬	-	-	-	-
মোট	৭১১	৭০৫	৮৪৯	৭০০	৫৫২	৪৪৫	৪০৪	৪৪১

উৎসঃ প্রতিবেদন, পুলিশ হেডকোয়ার্টার, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

নির্যাতনে নারী-পুরুষ বৈষম্য

সারণী- ১৬

মাস	আত্মহত্যা		যৌতুক		ধর্ষণ		অপহৃত		এসিড আক্রান্ত		কাজের মেয়ে		প্রতারিত (নির্যাতন সম্পৃক্ত মৃত্যু)		নির্যাতন সম্পৃক্ত অন্যান্য অস্বাভাবিক মৃত্যু	
১৯৯৩	ছেলে	মেয়ে	হত্যা	নির্যাতিত মেয়ে	ধর্ষিতা	ধর্ষণকারী ছেলে	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	হত্যা	নির্যাতন	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
জুলাই	২৮	২৯	১৫	১	১১	৪০+	১	১৯	০	৫	১	০	০	৩	০	২১
আগষ্ট	১৭	৩৫	৫	১	১০	২৯	৩	৫	১	৩	১	১	০	৭	০	২৩
সেপ্টেম্বর	১৭	৩৪	২	৩	৮	২২+	১২	৪	০	৩	০	১	০	০	০	৩২
মোট	৬২	৯৮	২২	৫	২৯	৯১+	১৬	২৮	১	১১	২	২	০	১০	০	৭৬

উৎস ঃ দৈনিক সংবাদ- এর সৌজন্যে; (১৩ আগষ্ট, ১৯৯৪)।

498834

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়ন ইস্যু হিসেবে জেন্ডার ঃ

মানব জীবন সৃষ্টি, তদারকী এবং সমৃদ্ধ করার যে প্রক্রিয়া তাতে নারীরা সকল যৌক্তিক মানদন্ডে পুরুষের মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজে কেন নারীরা একজন পুরুষের মত ভূমিকা পালন করতে পারে না, সেই প্রশ্নের জবাব দেবার সময় এসেছে। সকল সমাজেই নারীরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জন্মদান ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে লালন-পালন করে, বৃদ্ধ ও দুর্বলদের দেখাশোনা করে। মানব জাতির উদ্ভবের কাল থেকেই নারীরা সংস্কৃতি, সামাজিক মূল্যবোধ ও কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন ও পরিসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা অপরিহার্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও সব সমাজেই আমরা জানি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে নারীর ভূমিকা খুবই গৌণ এমনকি তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রেও এটাই সত্যি।

নারীর পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেক, মোট শ্রমশক্তির ৪৮% এবং জাতীয় আয়ে নারীর অবদান ও ৩০ ভাগ। নারীরা পৃথিবীর মোট কাজের দুই-তৃতীয়াংশ সম্পাদন করে এবং পুরুষের চাইতে প্রায় ১৫গুণ সাংসারিক কাজের বোঝা বহন করে। কিন্তু মোট সম্পদের একশ ভাগের মাত্র এক ভাগের মালিক হলো নারীরা এবং মোট আয়ের দশ ভাগের মাত্র এক ভাগ লাব করে নারীরা। যেহেতু নারীর সাংসারিক কাজকে উৎপাদনমূলক বা অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে গণ্য করা হয় না- তাই প্রতি বছর বিশ্ব অর্থনীতি থেকে নারীর এই অদৃশ্য অবদান (invisible contribution) স্বরূপ ১১ ট্রিলিয়ন ডলার হারিয়ে যায়, অর্থাৎ তা পরিমাপ করা হয় না। (জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন '৯৫-৯৬')।

বিশ্বজুড়ে নারীর প্রতি বৈষম্য দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত প্রসারিত। খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, বিনোদন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে পুরুষরা ভোগ করে প্রচলিত অগ্রাধিকার। আর অন্যদিকে মেয়েদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে কন্যা ভ্রূণ হত্যা থেকে যৌতুকের জন্য গলায় দড়ি। বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতে প্রতি বছর জেন্ডার বৈষম্যের দরুন দঃ এশিয়ার ৭৪ মিলিয়ন নারী হারিয়ে যায়, যারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবহেলার দূর্ভাজনক শিকার-যারা আজো বেঁচে থাকতে পারতো। (অমত্য সেন- জীবন যাত্রা ও অর্থনীতি, আনন্দ প্রকাশনা, কলকাতা।

জেন্ডার প্রথমবারের মতো উন্নয়নের মূলধারায় সরাসরি নারীকে সংযুক্ত করে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে টেকসই দারিদ্র দূরীকরণের কথা বলে; অতীতের উন্নয়ন দর্শনের মত নারীদের অদৃশ্য বা পরোক্ষ উপকারভোগী রূপে নয় বরং উন্নয়নের দৃশ্যমান সক্রিয় চালক রূপে বিবেচনা করে। জেন্ডার নীতিমালা দারিদ্রকে মেরামত করা, গুটিকতক দরিদ্রের সমস্যার সমাধান করার বদলে প্রচলিত সমাজ কাঠামো ও পিতৃতন্ত্র যা দারিদ্রতা ও নারীর হীন মর্যাদার মূল কারণ তাকেই চ্যালেঞ্জ করে। যদি আমরা একটি অধিকতর ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে চাই তাহলে প্রচলিত ধ্যান ধারণা মনোভাব ও কর্মকান্ড পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীদের সমভাবে জড়িত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়াটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ; আর এটাই জেন্ডার নীতির মূল কথা। এই নীতির লক্ষ্য হলো নারীকে তার ক্ষমতার এমন স্তরে উন্নীত করা যাতে তারা নিজেদের অধিকার, অগ্রাধিকার ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে পারে এবং তাদের অধঃস্তনতার মূল ভিত্তি স্বরূপ প্রচলিত অসম সমাজ সম্পর্ক কাঠামোকে অপসারিত করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

সে জন্য সমগ্র মানব জাতির স্বার্থে সমতার ভিত্তিতে উন্নয়নের মূলধারায়, সমঅংশদারিত্বের শর্তে নারীদের সম্পৃক্ত করাটা জরুরী কর্তব্য। আর এর অর্থই জেন্ডার সচেতন হয়ে ওঠা অর্থাৎ জেন্ডার সচেতন হয়ে ওঠা অর্থাৎ জেন্ডার ইস্যু চিহ্নিত করা, উপলব্ধি করা এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে তা সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর সে জন্যই জেন্ডার আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ইস্যু।

জেন্ডার নীতিমালা উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর পশ্চাদপদতার দুটি মুল কারণকে অর্থাৎ জেন্ডার ভিত্তিক শ্রম বিভাজন ও নারী অধঃস্তন অবস্থানকে চিহ্নিত করে এভং তার নির্মূলের লাগাতার প্রচেষ্টা চালাবার দিক নির্দেশনা দেয়।

নারী শ্রমিক ও আন্তর্জাতিক আন্দোলন ঃ

নারী শ্রমিকদের সাম্যের আন্দোলন শুরু হয় ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ। আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের একটি বস্ত্র কারখানার নারী শ্রমিকরা কারখানার মানবেতর পরিবেশ, অসম মজুরী, ১২ ঘন্টা শ্রমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে শান্তিপূর্ণ মিছিল করেও পুলিশের জুলুমের শিকার হয়ে ১৮৬০ সালের ৮ই মার্চ মহিলা শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করে। মহিলা শ্রমিকদের এই আন্দোলনের ঢেউ ইউরোপ ছাড়িয়ে রাশিয়ায়ও ছড়িয়ে পড়ে। ১৯০৮ সালে বস্ত্র শিল্পের নারী শ্রমিকরা কাজের সময় ১৬ ঘন্টা থেকে কমানোর জন্য, কারখানার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের বিরুদ্ধে এবং ভোটাধিকারের দাবীতে লোয়ারইস্ট সাইড এলাকায় বিশাল মিছিল করে এবং আবারও পুলিশ ও মালিক বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়। ১৯১০ সালের ৮ই মার্চ স্টুটগার্ডে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী সমাবেশে প্রস্তাব করে হয় যে, বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে ৮ই মার্চ চিহ্নিত হোক আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে। প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয় ১৯১১ সালে। এরপর থেকে নারী শ্রমিকরা সোৎসাহে এই দিনটি পালন করতে আরম্ভ করে। জাতিসংঘ নারী দিবসকে স্বীকৃতি দেয় আশির দশকে।

নারী শ্রমিকদের এই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে বিশ্ব জুড়ে নারী শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুগে যুগে আইন প্রতিষ্ঠিত ও সংশোধিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের মধ্যে অধিকারের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ILO এই বিষয়ের উপর প্রচুর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে ও প্রকাশনা করছে। নারী শ্রমিকদের জন্য ILO যে সমস্ত বিধিমালা বলবৎ করেছে সেগুলো হচ্ছে।

- সম-মজুরী : কনভেশন ১০০ (১৯৫১)
- বৈষম্য (নিয়োগ ও পেশা) : কনভেশন ১১১ (১৯৫৮)
- পারিবারিক দায়-দায়িত্বসহ শ্রমিক : কনভেনশন ১৫৬ (১৯৮১)
- নারী শ্রমিকদের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা ও ব্যবহার : ডিক্লারেশন (১৯৭৫)
- নারী ও পুরুষের নিয়োগের ব্যাপারে সমান সুযোগ ও সমান ব্যবহার : রেজুলেশন (১৯৮৫)
- নারী শ্রমিকদের প্রতি আই এল ও ট্রিটমেন্ট : (১৯৯১)

এছাড়া ১৯৪৮ সালে ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ৩০টি ধারা সংবলিত

Dhaka University Institutional Repository

মানবাধিকারের সার্বজনীন দলিলটি পাস হয়। সিডও দলিলটির ধারা ১১ এ নারী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে অধিকারের বিষয়টি সম্পর্কে বলা হয়েছে।

নারী ও পুরুষের মাঝে বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সর্বসম্মতিক্রমে 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ টি গৃহীত হয়। ইংরেজীতে একে বলা হয় Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women যা সংক্ষেপে CEDAW (সিডো) নামে পরিচিত।

১৯৮০ সালের ১লা মার্চ থেকে এই সনদে স্বাক্ষর শুরু হয় এবং ১৯৮১ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে সনদটি কার্যকর হয়। ১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১৬৫টি রাষ্ট্র এই সনদ অনুমোদন করে স্বাক্ষর করেছে।

বাংলাদেশ এই দলিল অনুমোদন করে স্বাক্ষর করেছে ১৯৮৪ সালের ৬ই নভেম্বর। অনুমোদনকালে যদিও বাংলাদেশ সরকার ২, ১৩ (ক) এবং ১৬.১ (গ) ও (চ) ধারাগুলো আপত্তিসহ স্বাক্ষর করেছে। পরবর্তীতে আপত্তিগুলো প্রত্যাহার করার ব্যাপারে জাতীয় পর্যায়ে গঠিত রিভিউ কমিটির সুপারিশক্রমে ১৯৯৭ সালের ২৪শে জুলাই ১৩ (ক) ও ১৬.১ (চ) ধারাগুলো থেকে বাংলাদেশ তার আপত্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছে। তবে ধারা ২ এবং ১৬.১ (গ) থেকে আপত্তি প্রত্যাহার করে নেওয়ার বিষয়টি এখনও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সিডো দলিলের মূল মর্মবাণী হল, সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশে যুগ যুগ ধরে নারী যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে, সেই ভূমিকার যথাযথ স্বীকৃতিদান, সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে সমতা স্থাপন নিশ্চিত করণ এবং মানুষ হিসাবে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি।

এই সনদে মোট ৩০টি ধারা রয়েছে। ধারা ১ থেকে ১৬ নারী-পুরুষের সমতা সংক্রান্ত, ধারা ১৭ থেকে ২২ সিডো এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত এবং ধারা ২৩ থেকে ৩০ সিডো এর প্রশ াসন সংক্রান্ত।

মূল সনদটি আইনের ভাষায় রচিত বলে এর আক্ষরিক অনুবাদ বেশ জটিল। সেই জটিলতা নিরসনের চেষ্টা করা হয়েছে এই বইটিতে। এখানে সনদের ধারাগুলো সহজ ভাষায় প্রকাশ করা হল, যাতে সাধারণ মানুষ এই ধারাগুলো সহজে বুঝতে পারে। সনদটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তেলা ও এর অধিকতর বাস্তবায়নই এই প্রকাশনার মূল লক্ষ্য।

ধারা-১ ঃ নারীর প্রতি বৈষম্য বলতে কি বোঝায়-

এই সনদে 'নারীর প্রতি বৈষম্য' বলতে বোঝায় নারী পুরুষ ভেদে কোন প্রকার বিভেদ সৃষ্টি করা। এর ফলশ্রুতিতে নারীকে পুরুষের তুলনায় অধঃস্থন বা ছোট করে দেখা হয় এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার মানবাধিকার লংঘন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা- ২ ঃ রাষ্ট্রসমূহের সংবিধান ও আইনসমূহে নারী-পুরুষের সমতার নীতি অনুসরণ-

এই সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূর করতে এবং নারী পুরুষের সমতার নীতি অনুসরণে অংগীকারাবদ্ধ। এই লক্ষ্যে রাষ্ট্রসমূহ নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবে-

ক. রাষ্ট্রসমূহ সংবিধান ও সংশিষ্ট আইনসমূহে নারী পুরুষের সমতার নীতি অন্তর্ভূক্তি ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রচলিত আইনসমূহে অনেক বৈষম্য রয়েছে। যেমন- বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার, অভিভাবকত্ব আইন ইত্যাদি। বাংলাদেশের প্রচলিত মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে শুধুমাত্র বাবা সন্তানের আইনগত ও স্বাভাবিক অভিভাবক। বাবার অবর্তমানে দাদা বা চাচা অভিভাবক হন। এই ধারা অনুযায়ী এ ধরনের বৈষম্যমূলক ও মানবাধিকার বিরোধী আইনসমূহ পরিবর্তন করতে হবে। আবার অনেক ক্ষেত্রে আইনের সঠিক বাস্তবায়ন না হওয়ায় নারী এর সুবিধা ভোগ করতে পারছে না। যেমন- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, যৌতুক আইন ইত্যাদি। আইনের সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

খ. নারীর প্রতি বেষম্য দূর করার লক্ষ্যে আইনগত ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

গ. জাতীয় আদালত এবং অন্যান্য আইন, বিচার বিভাগীয় ও সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা ও তা সুরক্ষার ব্যবস্থা করবে।

ঘ. সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যেন নারীর প্রতি সমতার নীতি অনুযায়ী কাজ করে তা নিশ্চিত করবে।

ঙ. ব্যক্তি এবং বেসরকারী সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানসমূহ যেন নারীর প্রতি সমতার নীতি অনুযাযী কাজ করে তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

চ. যে সকল আইন, বিধি, প্রথা ও অভ্যাস নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে সেগুলো বাতিল করবে।

ধারা-৩ ঃ নারী মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ-

নারী-পুরুষের সমতার ভিত্তিতে নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাস্কৃতিকসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ আইন প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-৫ ঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথার ইতিবাচক পরিবর্তন-

ক. যে সকল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে, সেগুলো দূর করার লক্ষ্যে নারী পুরুষের ভূমিকা ও আচরণে পরিবর্তন আনতে হবে।

খ. নারীর মাতৃত্ব একটি সামাজিক কাজ এবং সন্তান প্রতিপালনে মা-বাবা হিসাবে নারী-পুরুষের সমান

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্ব ও ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশে সন্তান প্রতিপালনে নারীকেই মূখ্য ভূমিকা পালন করতে হয়। সনদ অনুযায়ী এই ধরনের লিংগভিত্তিক শ্রমবিভাজন দূর করতে হবে এবং পরিবার ও সন্তান প্রতিপালনে মা- বাবা উভয়ের ভূমিকা ও দায়িত্বের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

ধারা-৬ ঃ নারী পাচার রোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ-

নারীদের নিয়ে পতিতাবৃত্তি, পাচার, ক্রয়-বিক্রয় বা অন্য যে কোন অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্রসমূহ আইন প্রণয়নসহ সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ এই ধরনের ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গরে জন্য কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাংলাদেশ নারী ও শিশু পাচার বন্ধ করার লক্ষ্যে আইন থাকলেও এর সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না। ১৯৯৭ সালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত তৃতীয় ও চতুর্থ পিরিওডিক রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে গত দশ বৎসরে দুই লক্ষ নারী পাকিস্তানে পাচার হয়েছে।

ধারা-৭ ঃ রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নারীর সমান অংশগ্রহণের ব্যবস্থা-

রাষ্ট্রসমূহ দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসমূহ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিতকরণে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে-

ক. সকল নির্বাচন গণভোটে ভোটাধিকার এবং নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নারীর অংশগ্রহণের অধিকার। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের প্রচলিত সামাজিক প্রেক্ষপটে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী কাকে ভোট দিবে তা অনেক সময় স্বামী, বাবা বা ছেলে ঠিক করে দেয়। কিন্তু নারীকে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। এছাড়াও জনপ্রতিনিধি, যেমন সংসদ নির্বাচন বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। এর যথাযথ ও ফলপ্রসূ প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

খ. সরকারের বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ এবং সকল পর্যায়ে সরকারী চাকরী পাওয়ার অধিকার। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পদে নারীর সংখ্যা অনেক কম। এ ধরনের বৈষম্যমূলব ব্যবস্থা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

গ. সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত বেসরকারী সংস্থা ও সমিতিতে নারীর অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিতকরণ।

ধারা-৮ ঃ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীর সমান অংশগ্রহণের ব্যবস্থা-

রাষ্ট্রসমূহ সমতার ভিত্তিতে নারীদেরকেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার সুযোগ দিবে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় যাতে নারীরা অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা-৯ ঃ নারী এবং তার সন্তানের জাতীয়তা-

১. জাতীয়তা অর্জন, পরিবর্তন অথবা বজায় রাখার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অধিকার সমান। রাষ্ট্রসমূহ নিশ্চিত করবে যে, কোন নারীর স্বামীর ভিন্ন জাতীয়তা হওয়ার কারণে বা কোন বিদেশীর সাথে তার বিবাহ হলে, সেই কারণে তার জাতীয়তা সহজাতভাবে এ এমনিতেই পরিবর্তিত হবে না। রাষ্ট্র নারীকে তার জন্মসূহে অথবা স্বেচ্ছায় গৃহীত বা অর্জিত জাতীয়তা সংরক্ষণে নিশ্চয়তা প্রদান করবে। উদারহণস্বরূপ, বাংলাদেশে বিবাহসূত্রে জাতীয়তা অর্জনের বৈষম্য রয়েছে। এখানে স্বামীর নাগরিকত্ব অনুযায়ী বিদেশী স্ত্রীর নাগরিকত্ব নির্ধারিত হয়। বাংলাদেশী পুরুষ কোন বিদেশী নারীকে বিবাহ করলে উক্ত নারী বিবাহসূত্রে বাংলাদেশী হতে পারে। কিন্তু কেন বাংলাদেশী নারী বিদেশী পুরুষকে বিবাহ করলে তার স্বামী বিবাহসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পায় না। এই নিয়ম এই সনদের পরিপন্থি।

২. সন্তানের জাতীয়তার ক্ষেত্রেও মা-বাবা হিসেবে নারী-পুরুষের অধিকার সমান। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী আমাদের দেশে সন্তানের নাগরিকত্ব নির্ধারিত হয় বাবার নাগরিকত্ব অনুযায়ী। সুতরাং বাংলাদেশের নারী বিদেশীকে বিবাহ করলে তার সন্তান স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পায় না। সনদ অনুযায়ী সন্তানের জাতীয়তা মায়ের জাতীয়তা অনুযায়ীও হতে পারে।

ধারা-১০ ঃ শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার-

শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সব ধরনের শিক্ষায় নারী-পুরুষের সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এই অধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রসমূহ নিম্নিলিখিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করবে -

ক. গ্রাম ও শহরে সর্বত্র- পেশাগত, কারিগরী ও উচ্চতর শিক্ষাসহ সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষকে সমান সুযোগ প্রদান করবে।

খ. নারী-পুরুষকে একই পাঠ্যসূচী, একই যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক, একই মানের পরীক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভের সুযোগ প্রদান করবে।

গ. পাঠ্যপুস্তক ও বিদ্যালয় কর্মসূচী সংশোধনসহ উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের ভূমিকা সম্পর্কে প্রচলিত ধারনা দূর করবে।

ঘ. নারী-পুরুষকে বৃত্তি বা যে কোন শিক্ষা মঞ্জুলীর ক্ষেত্রে সমান সুযোগ প্রদান করবে।

ঙ. বয়স্ক ও কর্মমূখী শিক্ষা কর্মসূচিতে নারী-পুরুষের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করবে।

চ. বিদ্যালয় থেকে ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার কমানোর উদ্যোগে গ্রহণ ও প্রয়োজনে ঝড়ে পড়া নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যেমন, মেয়েদের জন্য পৃথম শৌচাগারের

ব্যবস্থা না থাকায় অনেক মেয়েই বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। সুতরাং বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য পৃথক শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য।

ছ. খেলাধুলা, শরীর চর্চা ও শারীরিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের সমান সুযোগ প্রদান করবে।

জ. পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষায় নারী-পুরুষকে সমান সুযোগ প্রদান করবে।

ধারা-১১ ঃ কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার-

১. কর্মক্ষেত্রে সকল প্রকার নিয়োগ প্রদানের সময় সমতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রসমূহ নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করবে।

ক. কর্মসংস্থান সকল মানুষের মৌলিক অধিকার।

খ. কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অধিকার সমান। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের প্রচলিত ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে নারীকে নিয়োগ করা হয় না বললেই চলে। কিন্তু উর্ধতন পদে যোগ্য নারীকে সুযোগ করে দিতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় যে নারীপ্রার্থী গর্ভবতী হলে বা তার ছোট সন্তান থাকলে নিয়োগকর্তা তাকে চাকরীতে নিতে আগ্রহী হন না। কোন কোন ক্ষেত্রে নারী গর্ভবতী হলে তাকে বরখাস্তও করা হয়। এ ধরনের বৈষম্য দূর করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

গ. নারীর স্বাধীনভাবে পেশা বেছে নেওয়া এবং পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, বেতনসহ ছুটি ও চাকরীর নিরাপত্তাসহ চাকরীর সকল সুবিধা ভোগ করার অধিকার। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের দেশে সাধারণত কতগুলো গতানুগতিক চাকরীতে নারীকে উৎসাহিত করা হয়। যেমন- নার্স, শিক্ষক, ব্যক্তিগত সহকারী ইত্যাদি। এর পাশাপাশি চ্যালেঞ্জিং কাজেও নারীর জন্য অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও পূনঃপ্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

ঘ. নারীর কাজের মান মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে সমান আচরণ, সমান পারিশ্রমিক ও সমানভাবে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার।

ঙ. বেকারত্ব, বার্ধক্য, অসুস্থতা বা অন্য যে কোন ধরনের অক্ষমতার ক্ষেত্রে নারীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা এবং বেতনসহ ছুটি ভোগের অধিকার।

চ. কর্মস্থলে নারীর নিরাপত্তার অধিকার।

২. বিবাহ অথবা মাতৃত্বের জন্য নারীর প্রতি বৈষম্য করা যাবে না। এই অধিকার নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রসমূহ নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করবে-

Dhaka University Institutional Repository

ক. গর্ভধারণ অথবা মাতৃত্বজনিত ছুটি এবং বৈবাহিক কারণে নারীকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করার ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ করা।

খ. সন্তান জন্মদানের সময়ে সামাজিক সুবিধাদি নিশ্চিত করা এবং বেতনসহ মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রবর্তন করা।

গ. চাকরীজীবি পিতা-মাতাদের শিশুর পরিচর্যার জন্য প্রয়োজনীয় ও উপযোগী ব্যবস্থা গড়ে তোলা। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে কিছু কিছু বেসরকারী সংস্থা পিতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা প্রবর্তন করছে।

ঘ. গর্ভাবস্থায় যে সকল কাজ মা ও শিশুর জন্য ক্ষতিকর, গর্ভকালে নারীকে সে ধরনের কাজ থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করা।

৩. এই ধারায় বর্ণিত বিষয় সম্পর্কিত আইনসমূহ সময় সময় পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন, বাতিল বা সম্প্রসারণ করা হবে।

ধারা-১২ঃ নারীর স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টির অধিকার-

১. সমতার ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত সেবা নিশ্চিত করা।

২. প্রয়োজনে গর্ভাবস্থায় ও সন্তান জন্মদান পরবর্তীকালীন সময়ে নারীর জন্য বিনামূল্যে পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহ ও উপুক্ত সেবা নিশ্চিত করা।

ধারা-১৩ ঃ নারীর জন্য সমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা-

ক. পারিবারিক কল্যাণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

খ. ব্যাংক ঋণ ও অন্যান্য আর্থিক সুযোগ সুবিধা অর্জনে নারীকে সমান সুযোগ প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশ নারীদের জন্য ঋণ সুবিধা খুবই সীমিত। এ ক্ষেত্রে নারীর জন্য অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

গ. বিনোদনমূলক কর্মকান্ডে, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

ধারা-১৪ ঃ গ্রামীণ নারী, পল্লী উন্নয়ন কাজে নারীর অংশগ্রহণ ও অংশীদারীত্ব নিশ্চিত করণ-

১. এই ধারায় পলী এলাকার নারীরা সাধারণত যে সকল কাজ করে থাকে, সেক সকল কাজের গুরুত্ব ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ণ করার ব্যাপারে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ অংঙ্গীকার করেছে। ধারা অনুযায়ী পল্লী এলাকার নারীদের অধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্রসমূহ সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গ্রামের নারীরা সাংসারিক কাজের সাথে সাথে সজি বাগান, মাছ চাষ

Dhaka University Institutional Repository

এবং বিভিন্ন প্রকার কৃষিকাজের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকে। পূর্বে এসকল কাজের সাধারণত কোন অর্থনৈতিক মূল্যায়ণ হতো না। তবে বর্তমানে বাংলাদেশের লেবার ফোর্স সার্ভে কর্তৃক ব্যবহৃত 'কাজ' এর বর্ধিত সংজ্ঞায় গ্রামীণ নারীদের এই সকল কাজকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তবে এই সংজ্ঞাটিকে আরো সমৃদ্ধ করা যেতে পারে। যেমন, শস্য প্রক্রিয়াজাকরণের জন্য নারীরা বাড়ীতে বসে যে কাজ করে তারও আর্থিক মূল্যায়ণ হওয়া উচিত এবং নারীকে এর সুবিধা ভোগ করার সুযোগ দেওয়া উচিত।

২. স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও অংশীদারীত্ব নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবে-

ক. সকল পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী ও তার বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ।

খ. নারীর জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবাসহ পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে তথ্য, পরামর্শ ও সেবা লাভে সুযোগ সৃষ্টি।

গ. নারীর জন্য সকল প্রকার সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচী থেকে সরাসরি সুবিধা লাভের সুযোগ সৃষ্টি।

ঘ. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সব ধরনের শিক্ষা লাভের সুযোগ ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি।

ঙ. আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে উপার্জন সুবিধা লাভের জন্য নারীকে সংগঠন বা সমিতি করার সুযোগ প্রদান।

চ. সকল প্রকার সামাজিক কাজে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান। যেমন, বিচার-সলিশ বা সভা- সমিতিতে নারীর অংশগ্রহণ।

ছ. সকল প্রকার ঋণ, কৃষিকর্ম, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ ও উপযুক্ত প্রযুক্তি সুবিধা এবং ভূমি ও কৃষি সংস্কার ও পূনর্বন্টনে নারীর সমান অধিকার লাভ।

জ. গৃহায়ণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, বিদ্যুৎ ও পানির ব্যবস্থা এবং পরিবহণ ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে নারীর জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা সৃষ্টি।

ধারা- ১৫ ঃ নারীর আইনগত ও নাগরিক অধিকার-

১. রাষ্ট্রসমূহ আইনের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করবে।

২. সকল প্রকার নাগরিক বিষয়ে নারী ও পুরুষের আইনগত ক্ষমতা সমান। রাষ্ট্রসমূহ বিশেষভাবে নারীকে চুক্তি সম্পাদনে ও সম্পত্তি দেখাশোনার ব্যাপারে সমান অধিকার দিবে এবং আদালত ও ট্রাইব্যুনালের কাজের সকল স্তরে ও প্রক্রিয়ায় নারীর প্রতি সমান আচরণ করবে। যেমন- ঋণ, জমি-জমা হস্তান্তর ও বাণিজ্যিক লেনদেন ইত্যাদিতে নারী স্বাধীনভাবে চুক্তি সম্পাদন করতে পারে। এছাড়াও আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা বিচার ব্যবস্থার প্রতিটি পর্যায়ে এবং সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের অধিকার সমান।

Dhaka University Institutional Repository

৩. স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ নারীর আইনগত অধিকার সীমিত করে এমন ধরনের সকল চুক্তি বা ব্যক্তিগত দলিল বাতিল করবে।

৪. রাষ্ট্রসমূহ স্বাধীনভাবে চলাচল ও বসতি স্থাপনের স্থান বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষকে সমান অধিকার দিবে।

ধারা-১৬ ঃ বিবাহ ও সকল পারিবারিক বিষয়ে নারী-পুরুষের সমান অধিকার-

১. এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহ নারী-পুরুষের সমতার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করবে-

ক. বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার একই অধিকার।

খ. স্বাধীনভাবে স্বামী বা স্ত্রী বেছে নেওয়ার এবং উভয়ের পূর্ণ সম্মতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার।

গ. বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীর সমান অধিকার ও দায়িত্ব।

ঘ. সন্তানের ব্যাপারে (বিবাহিত ও বিবাহ বিচ্ছেদ অবস্থায়) পিতা-মাতার সমান অধিকার ও দায়িত্ব। সন্তানের ব্যাপারে যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে শিশুর মঙ্গল ও কল্যাণই প্রধান বিষয় বলে বিবেচিত হবে।

ঙ. সন্তান গর্ভধারণে ও জন্মদানে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার এবং নারীর জন্য এ সংক্রান্ত তথ্য ও শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি।

চ. অভিভাবকত্ব, দত্তক গ্রহণ, ট্রাস্টশীপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অধিকার ও দায়িত্ব সমান। তবে এসব ব্যাপারে শিশুর স্বার্থই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ছ. পারিবারিক নাম ও পেশা পছন্দ করার ক্ষেত্রে উভয়ের অধিকার সমান।

জ. সম্পত্তির মালিকানা অর্জন, ব্যবস্থাপনা, ভোগ ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর সমান অধিকার।

২. বাল্যকালে বাগদান বা বাল্য বিবাহের কোন আইনগত কার্যকারীতা নেই। রাষ্ট্রসমূহ বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স ঠিক করবে এবং সরকারী রেজিষ্টার বইতে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করবে।

ধারা-১৭-২২ ঃ সিডো এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত-

ধারা ১৭ থেকে ২২ এ মূলতঃ সিডোর অগ্রগতি পর্যালোচনার নিয়মকানুন ও দায়িত্ব বিষয়ে বলা হয়েছে। স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার বিষয়ে কি অগ্রগতি হয়েছে তা পর্যালোচনা করে দেখার জন্য ২৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি সিডো কমিটি গঠিত হয়। স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহের মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সকল সদস্য রাষ্টের প্রত্যক্ষ ভোটে এই কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়। এই কমিটির সদস্যগণ চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। এই কমিটি রাষ্ট্রসমূহ নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণ এবং সিডোর নীতিমালা বাস্তাবয়নের জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদখে পরামর্শ দেয়। কমিটির আরো একটি উলিলখযোগ্য দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রসমূহ হতে 'নারীর অবস্থান সম্পর্কিত' প্রাপ্ত প্রতিবেদন/রিপোর্ট পরীক্ষা করে তার ওপর মন্তব্য প্রদান করা।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ সনদের বিধানগুলো নিজ নিজ দেশে কার্যকর করার জন্য আইনগত, বিচার বিভাগীয়, প্রশাসনিক ও অন্য যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে সে বিষয়ে এবং এ সকল ক্ষেত্রে কি অগ্রগতি হয়েছে তা উল্লেখ করে কমিটির বিবেচনার জন্য রিপোর্ট আকারে পেশ করে। এই রিপোর্ট পেশ করা হয়:

- প্রথমবার সনদে স্বাক্ষর করার ১ বৎসরের মধ্যে এবং
- পরবর্তীতে প্রতি চার বৎসর ও কমিটির বিশেষ অনুরোধক্রমে

কমিটির স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহের কাছ থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট ও তথ্য পরীক্ষা করে সুপারিশ ও পরামর্শ রিপোর্ট আকারে সাধারণ পরিষদের কাছে জমা দেয়। জাতসিংঘ মহাসচিব রিপোর্টটি 'নারীর অবস্থান কমিশন (Commission on the Status of Women) এর নিকট প্রেরণ করেন।

ধারা- ২৩- ৩০ ঃ সিডো এর প্রশাসন সংক্রান্ত -

- স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহে যদি কোন আইন বিধিবিধান বা চুক্তি বিদ্যমান থাকে যা নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা আনয়নের জন্য অধিকতর উপযোগী, তবে সে সকল বিধান যথারীতি বজায় থাকবে এবং এই সনদের কোন কিছু তাতে অন্তরায় হবে না।
- এই সনদে যে সব অধিকার স্বীকার করা হয়েছে, স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ তা বাস্তবায়ন করার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- এই সনদ বিশ্বের সকল রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাক্ষর প্রদানের জন্য উন্মুক্ত।
- সনদে যা লিপিবদ্ধ আছে তা সংশোধন করতে চাইলে স্বাক্ষরকারী যে কোন রাষ্ট্র যে কোন সময় জাতিসংঘ মহাসচিবকে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে জানাতে পারে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
-এই সনদ সমর্থন বা অনুমোদনের সময় রাষ্ট্রসমূহ যে মতামত দিবে জাতিসংঘ মহাসচিব তা গ্রহণ করবেন। তবে সনদে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঠিক করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে কোন কিছু বলা নিষিদ্ধ। কোন রাষ্ট্র তার প্রদত্ত মতামত প্রত্যাহার করতে চাইলে জাতিসংঘ মহাসচিবকে লিখিত নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে তা করতে পারবে।
- আরবী, চীনা, ইংরেজী, ফরাসী, রুশ ও স্পেনীয় ভাষায় প্রণীত এই সিডো সনদ জাতিসংঘ মহাসচিবের নিকট সংরক্ষিত।
-এই সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ এই দলিলে যা কিছু লিখা আছে তা প্রত্যয়ন করে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ।

চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের কর্মপরিকল্পনায় (পিএফএ) সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে : 'কর্মপরিকল্পনার কর্মকৌশলগত লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়িত্ব সরকারসমূহের। এর বাস্তবায়নের জন্য সর্বোচ্চ রাজনৈতিক স্তরে অঙ্গীকার অপরিহার্য। নারীর অগ্রগতি সাধনের কাজে সমন্বয়, মনিটরিং ও কাজের উন্নতির মূল্যায়নে সরকারগুলোকে নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে হবে।

বেইজিং কর্মপরিকল্পনায় নির্দেশিত হয়েছে : 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

সালের শেষ নাগাদ, সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর সাথে পরামর্শক্রমে সরকারসমূহের উচিত, কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কর্মকৌশল উন্নত করার কাজ শুরু করা। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ১৯৯৬- এর শেষ নাগাদ, তাদের কার্যক্রমের কৌশল ও পরিকল্পনাগুলো প্রণয়ন শেষ করা উচিত। সরকারি ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের এবং সুশীল সমাজের (সিভিল সোসাইট) সংশিষ্ট নেতাদেরকে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নিয়োগ করা দরকার। কর্মপরিকল্পনায় নির্দিষ্ট সময়সীমা সম্পন্ন লক্ষ্য ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের মান নির্ধারকসহ ব্যাপক বাস্তবায়ন কৌশল থাকতে হবে। এসব বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ বরাদ্দ ও পুনঃবরাদ্দের প্রস্তাবসমূহ থাকতে হবে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন ও আর্থিক সহযোগিতাও নেয়া যেতে পারে। এসব কর্মকৌশল বা জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অবদান রাখার জন্য বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে'।

নারী প্রগতির জন্য নাইরোবী অগ্রমুখী কোশলসমূহ সংক্ষিপ্তসার ঃ

জাতিসংঘের নারীদশক: সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি- এর সফলতা পরীক্ষা করা ও মান নির্ণয় করার জন্য ১৯৮৫'র ১৫-২৬ জুলাই কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবীতে অনুষ্ঠিত নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলনে নারীর অগ্রগামিতার জন্য ভবিষ্যৎমুখী কলাকৌশল গৃহীত হয়। ১৯৮৫'র ১৩ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪০/১০৮ নং সিদ্ধান্ত দ্বারা এই প্রস্তাবনা অনুমোদন লাভ করে। কৌশলগুলির আহ্বান হল :

নারী-পুরুষ সমতা ঃ

- নারীর প্রতি সকল সকল প্রকার বৈষম্য নিরসন
- আইনে সমান অধিকার
- বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদে সমান অধিকার
- প্রতিটি দেশে, সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অগ্রগতি নিরীক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য উচ্চপর্যায়ের সরকারি কাঠামো গঠন করা।

নারীর স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষমতা ঃ

- বৈবাহিক বা সামাজিক যে কোন অবস্থানে সকল নারীর স্বাধীনভাবে সম্পত্তি ও অন্যান্য সম্পদ ক্রয়, বিক্রয় ও পরিচালনার অধিকার
- ভূমি, ঋণ, প্রশিক্ষণ, বিনিয়োগ ও আয় সংক্রান্ত বিষয়ে নারীর অধিকার সংরক্ষণ এবং এগুলোকে সকল প্রকার কৃষিভিত্তিক সংস্কার ও কৃষি উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ
- উন্নয়নের প্রতিটি স্তর এবং সকল পর্যায়ে নারীর সমান সুযোগ
- পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমতা অর্জনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক ও আইন বিষয়ক সকল সংগঠণের ক্ষমতাসীন আসনে নারীর স্থান
- নারীদের মধ্যে উৎপাদনশীল সম্পদের সমবন্টনের প্রসারায়ন ও গণ দারিদ্র হ্রাসকরণের পদক্ষেপ নারী, বিশেষ করে অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে

Dhaka University Institutional Repository

নারীর মজুরীবিহীন শ্রমের স্বীকৃতি ঃ

- ঘরে এবং বাইরে, নারীর পারিশ্রমিকহীন কাজের মাত্রা ও মূল্যকে স্বীকৃতি প্রদান
- জাতীয় আয় এবং অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান নারীর বৈতনিক ও অবৈতনিক কর্মসমূহের অন্তর্ভূক্তকরণ
- গার্হস্থ্য দায়দায়িত্ব ভাগ করে নেয়া
- বিভিন্ন সেবামূলক যেমন: কর্মজীবী পিতামাতার জন্য শিশু লালন পালনের সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে দাতাগণকে উৎসাহ প্রদানমূলক ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য উদ্ধুদ্ধ করে নারীর সন্তান লালন পালন ও গার্হস্থ্য কাজের চাপ হ্রাসকরণ
- পিতামাতার মধ্যে সন্তান লালন ও গার্হস্থ্য দায়িত্ব ভাগ করে নেয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করার জন্য সুবিধাজনক কর্ম সময়ে নির্ধারিণ করা

নারীর সবেতন কর্মের উৎকর্ষতা ঃ

- সম কর্মসংস্থানের সমান সুযোগ
- সমমূল্যের কাজের জন্য সমান মজুরী
- অপ্রতিষ্ঠানিক খাতে নারীর কর্মের মাত্রা ও মূল্যের স্বীকৃতি প্রদান
- কর্মস্থানকে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে পুরুষ আধিপাত্য বিশিষ্ট পেশাসমূহ যোগদানের জন্য মহিলাদের অনুপ্রাণিত করা এবং অপরদিকে নারী আধিপাত্য বিশিষ্ট পেশায় পুরুষদের যোগদানের জন্য পদক্ষেপ নেয়া
- কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রধিকারসূচক আচরণ, প্রদান করা, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মোট বেকারত্বের অসম অংশ থাকে
- পর্যাপ্ত পরিমাণ সামাজিক নিরাপত্তা ও বেকারত্ব সুবিধা প্রদান

স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা ঃ

- স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ
- মা ও শিশুর জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুবিধা
- জন্ম বিরতিকরণের সিদ্ধান্ত ও পরিবার পরিকল্পনা সুবিধা গ্রহণের জন্য প্রতিটি নারীর অধিকার
- অতি স্বল্প বয়সে সন্তান ধারণ নিরুৎসাহিত করা

অধিকতর উন্নত শিক্ষার সুযোগ ঃ

- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শিক্ষার সুযোগ
- পাঠ্যসূচিতে নারী-পুরুষের সমতাধর্মী বিষয়বস্তু অন্তর্ভূক্ত করা।
- বিদ্যালয় থেকে বালিকাদের পড়া যেন বন্ধ না হয়, তা নিশ্চিতকরণ
- বয়স্ক নারীদের শিক্ষার বন্দোবস্তকরণ

Dhaka University Institutional Repository

শান্তির প্রসারায়ন ঃ

- শান্তির প্রসারায়ন ও নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ
- ২০০০ সালের জন্য নূন্যতম লক্ষ্য
- নারীর সমতা বাস্তবায়নের গ্যারান্টিযুক্ত আইন প্রণয়ন
- প্রতিটি দেশে কমপক্ষে ৬৫ বছর পর্যন্ত মহিলাদের জীবন আয়ু বৃদ্ধিকরণ
- প্রসবকালীন মৃত্যুর হার হ্রাসকরণ
- নারীদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ
- কর্মসংস্থানের ব্যাপকতার সুযোগ সৃষ্টি

বেইজিং পিএফএ: কৌশলগত উদ্দেশ্যে ও কার্যক্রম

বেইজিং পল্যাটফরম ফর এ্যাকশন হল (PFA) নারী উন্নয়ন নীতিমালার একটি আন্তর্জার্তিক হাইড লাইন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ১২ টি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। সম্পর্কিত কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম।

নারী ও দারিদ্র (women and poverty) ঃ

- সামষ্টিক (macro) অর্থনৈতিক নীতিমালা এবং উন্নয়ন কৌশলসমূহ যা দারিদ্র নারীদের প্রয়োজন এবং প্রচেষ্টাকে চিহ্নিত করেছে, তা পর্যালোচনা করা, গ্রহণ করা ও বজায় রাখা।
- অর্থনৈতিক সম্পদে নারীর সমান অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করেতে প্রচলিত আইন ও প্রশাসনিক অনুশীলন (practice) সংশোধন করা।
- সঞ্চয় ও ঋণ প্রক্রিয়া এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নারীর সুযোগ সৃষ্টি করা।
- দারিদ্রদের নারীমুখীকরণকে (feminization) সনাক্ত করতে জেন্ডার-ভিত্তিক পদ্ধতি (gender-based methodology) গড়ে তোলা এবং গবেষণা চালানো।

নারীশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (Eduction and training of women) ঃ

- শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।
- নারীদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ।
- বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং তাদের অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া।
- জেন্ডার বৈষম্যহীন শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- শিক্ষার সংস্কার সাধন এবং তা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ করা।
- বালিকা ও মহিলাদের জন্য আজীবন (ষরভব ষড়হম) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রচলন করা।

Dhaka University Institutional Repository

নারী ও স্বাস্থ্য (women and health) ঃ

- সামর্থ অনুযায়ী যুৎসাই ও মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা, তথ্য এবং সংশিস্নষ্ট অন্যান্য পরিষেবা লাভের ড়্গেত্রে সমগ্র জীবনব্যাপী নারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা।
- নারীস্বাস্থ্যের উন্নয়নে প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি জোরদার করা।
- জেন্ডার-সংবেদনশীল (gender-sensitive) উদ্যোগে গ্রহণ করা, যা যৌন রোগ এইচআইভি (HIV) /এইডস (AIDS), যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয় ধারণ করে।
- নারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গবেষণা এবং তথ্য প্রচার বৃদ্ধি করা।
- নারীস্বাস্থ্য সম্পর্কিত ড়্গেত্রে সম্পদ বৃদ্ধি এবং তার অগ্রগতি পরিবীড়্গণ করা।

নারী নির্যাতন (violence against women) ঃ

- নারী নির্যাতন প্রতিহত এবং বিলোপ করতে সমন্বিত পদড়্গেপ গ্রহণ করা।
- নারী নির্যাতন কারণ ও পরিণতি এবং প্রতিহত করার পদড়্গেপের কার্যকারিতা পর্যবেড়্গণ করা।
- নারীপাচার বিলোপ করা এবং নারীপাচার ও পতিতাবৃত্তির শিকার নারীদের সহায়তা প্রদান করা।

নারী ও সশস্ত্র সংঘাত (women and armed conflict) ঃ

- দ্বন্দ-সংঘাত নিরসনের নীতিনির্ধারণ স্ ত্মরে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা এবং সশস্ত্র ও অন্যান্য সংঘাত বা বৈদশিক অগ্রাসনের কালে নারীদের জীবন রড়্গা করা।
- মাত্রাতিরিক্ত সামরিক ব্যয় হ্রাস করা এবং অস্ত্রশস্ত্রের সহজ প্রাপ্তি নিয়ন্ত্রণ করা।
- দ্বন্দ-সংঘাত সমাধানের অহিংস পথ প্রবর্তন করা এবং সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতেতে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা রোধ করা।
- শান্ত্মির একটি সংস্কৃতি লালনের ড়্গেত্রে নারীর অবদান বৃদ্ধি করা।
- শরণার্থী নারী, আন্ত্মজার্তিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে উচ্চেদকৃত নারীদের এবং দেশের অভ্যন্ত্মরে উদ্বাস্তু নারীদের নিরাপত্তা, সহায়তা এবং প্রশিড়্গণ প্রদান করা।
- ঔপনিবেশিক এবং পরাধীন অঞ্চলের নারীদের সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা।

নারী ও অর্থনীতি (women and economic) ঃ

- কর্মসংস্থান ও যুৎসাই কর্ম পরিবেশের সুযোগ এবং অর্থনৈতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণসহ নারীর অর্থনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি করা।
- সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও বাণিজ্যের ড়্গেত্রে নারীর সমান সুযোগ প্রসারিত করা।
- বিজনেস সার্ভিস, প্রশিড়্গণ এবং বাজার তথ্য প্রযুক্তিতে নারীদের, বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মেয়েদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।
- নারীর অর্থনৈতিক সামর্থ্য এবং বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ।

Dhaka University Institutional Repository

- পেশাগত বৈষম্য বা পৃথকীকরণ (occupational segregation) প্রথা এবং সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করা।
- নারী ও পুরুষের কাজ ও পারিবারিক দায়-দায়িত্ব সমভাবে বন্টন করা।

ক্ষমতা ও সিদ্ধান্তগ্রহণে নারী (women in power and decision making) ঃ

- ক্ষমতা কাঠামোয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর সমান সুযোগ এবং পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- আইন-কানুন, পাবলিক পলিসি, কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার প্রেক্ষিতকে সমন্বিত করা।
- পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মূল্যায়নের জন্য নারী-পুরুষের বিভাজিত তথ্য-উপাত্ত বা জেন্ডার ডিসএগ্রিগেটেড ডাটা সংগ্রহ এবং প্রচার করা।

নারীর মানবাধিকার (human rights of women) ঃ

- সকল মানবাধিকার প্রণালী বিশেষ করে নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ সিডও (CEDAW) পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর মানবাধিকার বিকশিত এবং সংরক্ষণ করা।
- আইন ও তার অনুশীলনের বেলায় সমতা এবং বৈষম্যহীনতা নিশ্চিত করা।
- আইনগত শিক্ষা সম্পন্ন করা।

নারী ও গণমাধ্যম (women and media) ঃ

- গণমাধ্যম এবং যোগাযোগের নতুন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এবং তার মাধ্যমে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে নারীর সুযোগ ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।
- আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত তথ্য প্রচার ও বিনিময়ের একটি পদ্ধতিস্বরূপ এলেকট্রনিক্স নেটওয়ার্ক এবং যোগাযোগের অন্য সব নতুন প্রযুক্তিসহ নারী মিডিয়া নেটওয়ার্ককে উৎসাহিত করা এবং তাকে স্বীকৃতি প্রদান করা। সকল গণমাধ্যম কর্মকান্ডে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত কর্মরত নারী গ্রুপদের সাহায্য করা।

নারী ও পরিবেশ (women and environment) ঃ

- সকল স্তরে পরিবেশ সম্পর্কিত নীতিনির্ধারণে সক্রিয়ভাবে নারীদের জড়িত করা।
- টেকসই উন্নয়নের কর্মসূচি ও নীতিমালায় জেন্ডার প্রেক্ষিতকে সমন্বিত করা।
- নারীদের উপর উন্নয়ন ও পরিবেশ-সংক্রান্ত নীতিমালার কি ফলাফল তা নিরূপণের জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যসাধন পদ্ধতি (mechanism) শক্তিশালী কার বা প্রতিষ্ঠিত করা।

Dhaka University Institutional Repository

মেয়েশিশু (girl child) ঃ

- মেয়েমিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করা।
- মেয়েশিশুর প্রতি সকল নেতিবাচক সাংস্কৃতিক মনোভাব ও অনুশীলন বিলোপ করা।
- মেয়েশিশুর অধিকার বিকশিত ও সংরক্ষণ করা এবং তার চাহিদা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের বেলায় মেয়েশিশুর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ করা।
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে মেয়েশিশুর প্রতি বৈষম্য দূরীককরণ।
- শিশুশ্রম-ভিত্তিক অর্থনৈতিক শোষণ বিলোপ করা এবং কর্মক্ষেত্রে তরুনী-বালিকাদের রক্ষা করা।
- মেয়েশিশু নির্যতন বন্ধ করা।
- সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের প্রতি মেয়েশিশুদের সচেতনতা এবং অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।
- মেয়েশিশুদের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবারের ভূমিকাকে শক্তিশালি করা।

বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের কৌশল সমূহ ঃ

বেইজিং কর্মপরিকল্পনার উল্লেখিত নির্দেশনা বাংলাদেশ সরকার পরিকল্পিতভাবে গ্রহণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। ডিসেম্বর ১৯৯৫ থেকে জানুয়ারি ১৯৯৯ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গৃহীত সরকারী উদ্যোগগুলোর পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন (সময় ক্রমানুসারে) তুলে ধরা হলো:

১. টাস্ক ফোর্স ও কোর গ্রুপ গঠন ঃ

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বেইজিং কর্মপরিকল্পনা অনুসারে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরির জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৫ সালের অক্টোবর মাস থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্ক ফোর্স' গঠন করা হয়। এই টাস্ক ফোর্সকে সহায়তার জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে একই সময়ে গঠিত হয় 'কোর গ্রুপ' নামে একটি ছোট কর্মপরিকল্পনা গ্রুপ। কোর গ্রুপের সদস্যরা সরকারি কাঠামোর সাথে যুক্ত নন। সদস্যরা সকলেই নারী আন্দোলন কর্মী।[৪]

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পৃক্ত থেকে ওই কোর গ্রুপ নিয়মিত কাজ করেছে। নির্দিষ্ট সময়ে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরির লক্ষে কোর গ্রুপের সহায়তায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৯৯৬ সালের ২৫ মে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাপক ফলপ্রসূ আলোচনার সুবিধার্থে বেইজিং কর্মপরিকল্পনা বাংলাভাষায় অনুবাদ করে সরকারের সকল পর্যায়ের সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। সকল মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ এই সভায় অংশগ্রহণ করে কর্মপরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

২. জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরির জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচান ও চাহিদা নিরূপনের কাজ ঃ

১৯৯৬-এর আগষ্ট মাসে কোর গ্রুপের সহায়তায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'সেক্টরাল চাহিদা নিরূপন কমিটি' গঠিত হয়। নারী উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে সকল মন্ত্রণালয়ের চলতি কাজের পর্যালোচনা ও চাহিদা নিরূপনের জন্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠিত 'সেক্টরাল চাহিদা নিরূপন কমিটি'র-র সদস্যরা ছিলেন :

ক. মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি

খ. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি

গ. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি

বেইজিং কর্মপরিকল্পনায় ১২টি বিবেচনার বিষয় রয়েছে। যথা- দারিদ্র, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, সশস্ত্র সংঘাত, অর্থনীতি, ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রাতিষ্ঠানিক কর্মপদ্ধতি, মানবাধিকার, প্রচার মাধ্যম, পরিবেশ ও মেয়ে শিশু। কর্ম পরিকল্পনায় সরকার, সুশীল সমাজের ও সকল স্ত রের জনগণের জন্য করণীয় ও নির্ধারিত কর্মকৌশল সুনির্দিষ্ট করে উলেখ করা হয়েছে। উলেখিত বিষয়ে সমন্বিত কাজের জন্য বাংলাদেশ সরকারের ১৩টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কাজ পর্যালোচনা ও চাহিদা নিরূপন করা হয়।

এগুলো হল:

- ☐ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- ☐ শিক্ষা সক্টর
- ☐ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
- ☐ কৃষি মন্ত্রণালয়
- ☐ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- ☐ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
- ☐ মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়
- ☐ শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
- ☐ স্থানীয় সরকার বিভাগ
- ☐ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ
- ☐ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়
- ☐ তথ্য মন্ত্রণালয়
- ☐ শিল্প মন্ত্রণালয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কর্ম পরিকল্পনার ছকটি 'উন্নয়নে নারী বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য পর্যালোচানর পদক্ষেপ' (IR-WID) সমীক্ষা থেকে নেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. জাতীয় কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন ঃ

নারী সংগঠন, এনজিও, জাতীয় বেইজিং প্রস্তুতি কমিটির প্রাক বেইজিং মতবিনিময়, সুপারিশ ও মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়ন বিষয়ক কাজের পর্যালোচনা ও চাহিদা নিরূপন কমিটির কাজের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশের খসড়া জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি হয়েছে।
সকল মন্ত্রণালয়ের সাথে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে মতবিনিময় ও আলোচনার পর বেইজিং ফলোআপের লক্ষ্যে 'আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্কফোর্স'- এর নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হলে খসড়া জাতীয় কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।

জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে জাতিসংঘের দপ্তরে পেশ করে।

জাতিসংঘের কর্মপরিকল্পনা সামগ্রিকভাবে বিশেষণ করলে বোঝা যায় সরকারের নীতি ও কর্মসূচিতে নারী উন্নয়নের মূলধারায় কৌশলকে এই পরিকল্পনা প্রাধান্য দিয়েছে। অধিকাংশ মন্ত্রণালয়ের নীতি পর্যালোচনায় জানা গেছে তাদের নারী উন্নয়ন নীতি নেই। সেক্টরাল মন্ত্রণালয়গুলোর এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ম্যানডেটসমূহে নেই নারীর অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের উলেখ। সেজন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় (NAP) প্রস্তাব করা হয়েছে যে, প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা, কার্যধারা, দায়িত্ব, ম্যানডেট (Mandate), অধ্যাদেশ ইত্যাদি নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে পুর্নলিখিত ও সংশোধিত করতে হবে।
জাতীয় কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য :

□ জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড ও কর্মসূচির মূলধারায় নারী উন্নয়ন অন্তর্ভূক্ত করা।

□ নারী সমাজকে উন্নয়নের সমঅংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সমান নারীর ভূমিকা দৃশ্যমান ও বাস্তবায়িত করা।

□ সমঅধিকারের আইনগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধাঁগুলো দূর করার জন্য ইতিবাচক আইন, নীতি সংস্কার ও ফলপ্রসূ কর্মকান্ডের পদক্ষেপ নেওয়া।

□ সমাজে ও পরিবারে নারী উন্নয়নের আগ্রহ সৃষ্টি করা, গুরুত্ব সৃষ্টি করা এবং সকল ক্ষেত্রে নারীর অবস্থা ও অবস্থান বা মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জন সচেতনতা বাড়ানো।

আলোচ্য লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা কিছু কৌশলের প্রস্তাব দিয়েছে। যেমন :

□ সরকারের সকল নীতি নির্ধারনী ক্ষেত্রে নারীর অবস্থা ও অবস্থান দৃশ্যমান করা, বৈষম্য দূর করা। জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সেজন্য অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ, সমন্বয়, এ্যাডভোকেসি ও মূল্যায়নের অব্যাহত দায়িত্ব মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পালনের জন্য সরকারের নীতি ঘোষণা করা প্রয়োজন।

□ নারী উন্নয়নে জাতীয় প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণে এই কর্মপরিকল্পনা (NAP) সেক্টরাল মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্দেশনা তৈরি করেছে। এই প্রক্রিয়ায় সরকারের বিভিন্ন প্রশাসন যন্ত্র, স্থানীয় সরকার কাঠামো, এনজিও, নারী সংগঠন, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থাসহ সকল উন্নয়ন সহযোগীকে নারী উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করতে উদ্ধুদ্ধ করতে হবে।

□ কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার কাঠামো, প্রকল্প প্রণয়ন বাস্থবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটিসহ সকল

Dhaka University Institutional Repository

নীতি নির্ধারনী কমিটিতে নারীর পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য নারী সদস্যদের ভূমিকা, দায়িত্ব ও কার্যক্রম বিষয়ে ধারণা দয়ার জন্য কর্মশালার আয়োজন করা প্রয়োজন।

□ সরকারী প্রশাসনের সকল স্থরে নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ও শতকরা হার পুরুষের তুলনায় খুবই নগন্য। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা পদসমূহে নারীর শতকরা হার ও সংখ্যা বাড়াবার পদক্ষেপ জরুরীভাবে নিতে হবে। নারীদের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা ও ভূমিকা গতিশীল করার জন্য প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নারী ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

□ সকল পর্যায়ের প্রশিক্ষণে নারীর ক্ষমতায়ন ও মানবাধিকার বিষয়সহ নারী-পুরুষ উভয়ের জেন্ডার সচেতনতা বাড়ানোর ওপর জাতীয় কর্ম পরিকল্পায় জোর দেয়া হয়েছে।

□ জেন্ডার সমতা মূল্যায়নের জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ফরমেটে নারী-পুরুষ ভিত্তিক সূচক ও তথ্য অন্তর্ভূক্তির জন্য নতুন ফরমেট তৈরি করার ওপর NAP জোর দিয়েছে।

□ প্রকল্প ফরম্যাট ও চকলিস্ট সংশোধন করে নারীর চাহিদা, আগ্রহ, স্বার্থ, সুযোগ ও গুরুত্ব দৃশ্যমান করার ব্যবস্থা করতে হবে।

□ জাতীয় কর্মপরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন, উন্নয়ন, সমতা ও শান্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল ইস্যু ও সমস্যা চিহ্নিতকরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল উন্নয়ন করা। এর ফলে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা সমন্বিত হবে। তাছাড়া এনজিও, মানবাধিকার গ্রুপ, নারী সংগঠন, আইন সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা, পেশাজীবী সংগঠন, প্রাইভেট সেক্টর ও স্থানীয় সরকার কাঠামোর সঙ্গে সরকারের উদ্যোগের সমন্বিত যোগসূত্র তৈরি করবে।

□ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সেক্টরাল মন্ত্রণালয়সমূহের উদ্যোগে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা নির্দিষ্ট করতে হবে।

৪. উন্নয়নে নারী বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য পর্যালোচনার পদক্ষেপ (IR-WID) ঃ

বিদেশী ৮টি উন্নয়ন সহযোগী-সংস্থার (ডেনমার্ক, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ইউনিসেফ, নরওয়ে, নেদারল্যান্ড, সুইডেন ও ইউএনডিপি) সহযোগিতায় বাংলাদেশ সরকার উন্নয়নে নারী (WID) বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য পর্যালোচনার প্রক্রিয়া শুরু করে ১৯৯৫ সালের শেষের দিকে। এই প্রক্রিয়ায় প্রস্তাব নেয়া হয়েছিল ১৯৯২ সালে। ৯টি পর্বে এই প্রক্রিয়ার অনুশীলন চলেছে এক বছরঃ ১৯৯৫ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৯৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত।

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রক্রিয়া, প্রকল্পে পরিকল্পনার রূপান্তরের ক্ষেত্র, জাতীয় প্রশিক্ষণ যোগ্যতা, নারীর অগ্রগতির জন্য জাতীয় প্রশাসন যন্ত্রের সামর্থ্য, নারী উন্নয়নের বিবেচ্য বিষয়গুলোতে সরকারের নীতি, কর্মসূচি ও পরিকল্পনা সম্পৃক্ত করাসহ অন্যান্য বিষয়াদি এই পর্যালোচনার অন্তভূক্ত ছিল। এই পর্যালোচনার মধ্যদিয়ে উন্নয়নের মূল মূল স্রোতধারায় নারী সমাজকে যুক্ত ও সম্পৃক্ত করার দৃষ্টিভঙ্গি, নীতি ও কৌশল সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছে। সেই সাথে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, নারী সমাজ যেহেতু

জনসংখ্যার অর্ধেক এবং উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার তাই নারী উন্নয়নের দায়িত্ব রয়েছে সরকারের সকল মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের। সকল মন্ত্রণালয় ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের অনুসৃত নীতি, কর্মসূচিতে নারী ও পুরুষের চাহিদা ও স্বার্থ যুক্ত করার নিশ্চয়তা বিধান করে সকল সুযোগ, সুফল ও ফলাফল নারী ও পুরুষের মধ্যে সমভাবে বন্টন করার গুরুত্ব এই পর্যালোচনামূলক প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

৫. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদন ও জাতিসংঘে প্রেরণের পাশাপাশি ১৯৯৭ সালের ৮ মার্চ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সরকারের 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করেন। উলেখ্য যে, ১৯৯৬ সালের ২২ জুন জাতীয় নির্বাচনে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করেছে। বেইজিং কর্মপরিকল্পনার ১২টি বিবেচনার ইস্যুকে সম্পৃক্ত করে মোট ১৪টি চিহ্নিত ইস্যু 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি,-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার বাস্তবায়ন, মেয়ে শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সাধন ও সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা, নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূরীকরণ, সশস্ত্র সংঘর্ষ ও নারীর অবস্থান, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকাণ্ডে নারীর সক্রিয় ভূমিকা ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ (নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, নারীর কর্মসংস্থান, সহায়ক সেবা, নারী ও প্রযুক্তি, নারীর খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদি সাব-ইস্যু), নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, গৃহায়ন ও আশ্রয়, নারী ও পরিবেশ, নারী ও গণমাধ্যম, বিশেষ দূর্দশাগ্রস্থ নারী - এই ১৪টি মূল ইস্যু ও ৬টি সাব ইস্যুর ব্যাপক বিস্তৃত লক্ষ্যমাত্রা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির সার্বিক একটি ইতিবাচক পরিচয় তুলে ধরেছে। যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত বাংলাদেশের ব্যাপক নারী সমাজের ভাগ্য উন্নয়ন করা এই নীতির প্রধান লক্ষ্য।

বেইজিং কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখিত বাস্তবায়ন কৌশল অনুসারে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি বাস্ত বায়নের কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কৌশল, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিস্তৃত ও শক্তিশালী করার নীতি ঘোষিত হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় মহিলা সংস্থা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে নারী উন্নয়নের যাবতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করার নীতি গৃহীত হয়েছে।

৬. নারী উন্নয়ন পরিষদ গঠন ঃ

চতুর্থ পাঁচশালা পরিকল্পনায় (১৯৯০-১৯৯৫) নারী উন্নয়ন পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছিল। জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিষদের সভাপ্রধান প্রধানমন্ত্রী। আর্থসামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নারী সমাজের অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সেক্টরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের জন্য সকল মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়ন ফোকাল পয়েন্টের কাজ সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে গঠিত 'জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিষদ' মূলতঃ ১৯৯৭ সাল থেকে কাজ শুরু করেছে। 'জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিষদ'-এর ৪৪ জন সদস্যের মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিব, গণপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এই কমিটির কাজ নিম্নরূপঃ

Dhaka University Institutional Repository

- আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- বিভিন্ন মন্ত্রনালয়, বিভাগ ও সংস্থাগুলোর উন্নয়ন কর্মকান্ডে বিধিবিধান প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধন।
- যে সকল ক্ষেত্রে নারী সমাজ সক্রিয়ভাবে জড়িত সেসব ক্ষেত্রে নারীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- নারীর আইনগত অধিকার, উন্নয়ন ও নারী নির্যাতন রোধ নিশ্চিত করার জন্য আইন প্রণয়ন করা।

৭. পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২)ঃ

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ যোগ্য যে, বেইজিং চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলন গৃহীত কর্মপরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যেই সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের সকলের জন্য প্রযোজ্য নানা কর্মকৌশল ও করনীয় নির্দেশ রয়েছে। বেইজিং কর্মপরিকল্পনার মূলকথা হচ্ছে : 'নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা হলো মানবাধিকারের বিষয় এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের একটি শর্ত। এটি সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির জন্যও একটি প্রয়োজনীয় ও মৌলিক পূর্বশর্ত। নারী এবং পুরুষের মধ্যে সমতার ভিত্তিতে বিকশিত অংশীদারিত্ব হলো কল্যাণমুখী টেকসই উন্নয়নের একটি শর্ত। একুশ শতকের মুখোমুখি হয়ে সব কিছু মোকাবিলায় নারী ও পুরুষ যেন নিজেদের, তাদের সন্তানদের এবং সমাজের কল্যানে একসাথে কাজ করতে পারে সেজন্য একটি শক্তিশালী এবং দীর্ঘমেয়াদী অঙ্গীকার খুবই জরুরী। বাংলাদেশের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই অঙ্গীকার ও পরিকল্পনা সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

৮. জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ ঃ

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে মহিলা ও শিশু বিষয় মন্ত্রণালয়কে সহায়তা দেয়ার জন্য Technical Assistance for Gender Facility and Institutional Support for the Implementation of the National Action Plan' নামে একটি প্রকল্পের কাজ চলছে।

এছাড়া জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ও উন্নয়নে নারী বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য পর্যালোচনার পদক্ষেপ (IR-WID) সমীক্ষার সুপারিশের ভিত্তিতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে নারী উন্নয়নে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্ব পালনে শক্তিশালীকরণের উদ্দেশ্যে Policy Leadership and Advocacy for Gender Equality (PLAGE) প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সামর্থ্য বাড়ানোর জন্য সহায়তামূলক কাজের যে সব তথ্য পাওয়া গিয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

- নারী উন্নয়নে প্রধান নেতৃত্ব হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা নির্ধারণে মিশন স্টেটমেন্ট তৈরি হয়েছে। মিশন স্টেটমেন্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছে।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা ইউনিটে একজন ডেপুটি চীফ নিয়োজিত হয়েছেন।
- নারী ও পুরুষ ভিত্তিতে পৃথক তথ্য/উপাত্ত প্রদানের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সাথে

Dhaka University Institutional Repository

একত্রে বিবিএস কাজ শুরু করেছে।

- সরকারের সকল প্রশিক্ষণের উপকরণে নারী-পুরুষ সমতার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্ত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ উপকরণগুলো পর্যালোচনা করার জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় অপর একটি প্রকল্প গ্রহন করতে যাচ্ছে।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের এ্যাডভোকেসি ও সচেতনতামূলক প্রকল্পর অধীনে শিশু অধিকার ও নারী উন্নয়নকে ফোকাস করে একটি ডকুমেন্টেশন সেন্টার গড়ে তোলার কাজ চলছে।
- ৪৭টি মন্ত্রণালয়ের WID Focal Point ও সহযোগী WID Focal Point- দের মর্যাদা বর্তমানে যুগ্মসচিব, যুগ্ম প্রধান, উপসচিব ও উপপ্রধান পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে।
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের এ্যাডভোকেসি ও সচেতনতামূলক প্রকল্পের অধীনে WID Focal Point-দের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বহু কর্মসূচি পরিচালনা করেছে। এই প্রকল্পের অধীন জাতীয় কর্মপরিকল্পনা WID Focal Point-দের কাছে অবহিত করার জন্য ২দিনের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের সুপারিশ কার্যকরী করার পদক্ষেপ হিসেবে কয়েকটি জেলা ও থানায় পাইলট পর্যায়ে নারী উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জেলা ও থানা কর্মকর্তা সেই কমিটিতে সদস্য সচিব হিসেবে যুক্ত আছেন।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, নারী নির্যাতন, আইন সহায়তা ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্প গ্রহন করেছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নারীর প্রতি সহিংসতা বিরোধী প্রকল্পের কাজ চলছে।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে Policy Leadership and Advocacy for Gender Equality (PLAGE) প্রকল্পের অধীন পলিসি লিডারশিপ অ্যান্ড এ্যাডবোকেসি ইউনিট (PLAU) গঠিত হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীন নিম্ন লিখিত কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে;
- সকল মন্ত্রণালয়ের সেক্টরাল পলিসিতে নারীর চাহিদা, স্বার্থ-আগ্রহ ও বিবেচনার বিষয়গুলো সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে পলিসি লিডারশিপ অ্যান্ড এ্যাডভোসেসি ইউনিট। ইতিমধ্যেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বনায়ন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের খসড়া নীতিতে জেন্ডার প্রেক্ষিত পর্যালোচনা করে এই ইউনিটের উদ্যোগে মতামত দেওয়া হয়েছে।
- সরকার এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নারী উন্নয়নের জন্য গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কার্যক্রম নিয়ে একটি Information kit তৈরি করা হয়েছে।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মর্যাদা ও ভূমিকা বিষয়ে 'মিশন স্টেটমেন্ট' এর প্রতিফলন করে মন্ত্রণালয়ের কার্যবিধি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।
- নারীর চাহিদা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনার লক্ষ্যে পরিকল্পনা পরিবর্তনের কাজ শুরু করেছে। ইতোমধ্যে কৌশলগত গবেষনার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

- একটি ডকুমেন্টেশন ও রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চাহিদা নিরূপন জরীপের পদক্ষেপ গ্রহন করেছে।
- মন্ত্রণালয়ের জন্য যোগাযোগ কৌশল উদ্ভাবনের জন্য প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(খ) অন্যান্য মন্ত্রণালয় ঃ

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে অন্যান্য মন্ত্রণালয়েল পলিসি ও কার্যবিধি সংশোধন ও নতুন করে তা প্রণয়নের বিষয়টি জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সকল মন্ত্রনালয় উদ্যোগ নেয়া শুরু করেছে।

এক্ষেত্রে একটা সহজ পদক্ষেপের প্রবণতা লক্ষনীয়। যেমন, পুরো পলিসি পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও সংশোধন করে নতুন পলিসি তৈরি না করে পুরনো পলিসির সাথে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং নির্দেশিত কাজগুলোর অনুমোদন যুক্ত করা। এর ফলে মন্ত্রনালয়ের কর্মীবৃন্দ সমগ্র কর্ম পরিকল্পনা বিষয়ে, নারী উন্নয়নের বিভিন্ন ধাপ ও প্রক্রিয়ার বিষয়ে কোন আলোচনা, জানা বোঝার মধ্য দিয়ে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী-মানসিকতা পরিবর্তনের সুযোগ পাচ্ছে না। উপর থেকে নির্দেশিত হয়ে শুধুমাত্র লক্ষ্যমাত্রা পূরণের প্রতিযোগিতার ফলে কর্মী ও কর্মকর্তাদের পূর্ণ উপলব্ধি জাগরণের মাধ্যমে ইতিবাচক উদ্দীপনার মৌলিক কাজটি অসমাপ্ত থেকে যাচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মকান্ডের জন্য পৃথক বাজেট বরাদ্দ ও অর্থের পরিমান বাড়ানোর পদক্ষেপ ব্যতীত কোন ইতিবাচক ফলাফল দৃশ্যমান হতে পারে না। এক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া জরুরী। প্রত্যকটি মন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে এবং চলছে। সেইসব কাজের মধ্যেও নারী-পুরুষের সমঅধিকার বিষয়টি সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের সার্বিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। জাতীয় উন্নয়ন ও সমাজ উন্নয়নের আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক মূলধারার সাথে নারী উন্নয়ন সম্পৃক্ত করে নেয়া অব্যাহতভাবে চর্চা ব্যতীত আয়ত্ব করা খুবই কঠিন বিষয়। প্রশিক্ষণের উপকরণে এই লক্ষ্যমাত্রা যুক্ত করা জরুরী। এই কাজটি অগ্রাধিকার পেতে হবে। নিম্নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ সাপেক্ষে পর্যালোচনা তুলে ধরা হলোঃ

স্থানীয় সরকার বিভাগ ও পলী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় ঃ

নারীর ক্ষমতায়ন লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার ও পলী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের পলিসিগত সিদ্ধান্ত হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের ৩টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ ও সরাসরি নির্বাচনের আইনটি ব্যাপক নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব রাখা শুরু করেছে। আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দীর্ঘ যুগ ধরে লালিত নারীর প্রতি বৈষম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যা এবং সমাজে পুরুষের একচেটিয়া আধিপত্য চর্চা, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে বহু বাঁধা তৈরি করলেও সরকারের কঠোর আইনগত ও নীতিগত ইতিবাচক সহায়তা ও পদক্ষেপ এবং কমিউনিটির ইতিবাচক সমর্থনের ফলে যেসব বাঁধা দূর হওয়ার পথও প্রশস্ত হচ্ছে। এ ছাড়া স্থানীয় সরকার বিভাগ ইতোমধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে যেমনঃ স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গঠিত বিভিন্ন প্রকল্প কমিটিতে এক চতুর্থাংশ পদ নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত রাখা, ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটিতে বাধ্যতামূলকভাবে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

স্বরাষ্ট্র ও আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঃ

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র ও আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আপাত দৃষ্টিতে বেশ কিছু কাজ করছে। এরমধ্যে উলেখযোগ্য হলো চারটি পুলিশ ষ্টেশনে নারী বিষয়ক ইনভেষ্টিগেশন সেল গঠন, পুলিশের প্রধান কার্যালয়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল স্থাপন, নারীর বিরুদ্ধে সহিংস ঘটনার সংজ্ঞা হিসেবে বেইজিং পাট ফরম ফর এ্যাকশন-এর সংজ্ঞাকে গ্রহণের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহন। কিন্তু জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় নির্দেশিত করণীয়গুলো বাস্তবায়নে তেমন উলেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য আইন সংস্কার, আইন প্রয়োগ ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যে চিহ্নিত বাঁধা ও সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য বলিষ্ঠ উদ্যেগ গ্রহন জরুরী। নারী আন্দোলন থেকে প্রস্তাবিত ও প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক সংশোধিত নারী নির্যাতন বিরোধী আইনর সংসদে উত্থাপিতনের অপেক্ষায় রয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ঃ

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাজ মূলত : নারী ও শিশু পুষ্টি সমস্যা দূর করা, বাল্য বিবাহের মন্দ দিক সম্পর্কে প্রচার, প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রচার, এইডস ও যৌনরোগ বিরোধী প্রশিক্ষণ ও প্রচার কাজে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

নারীর স্বাস্থ্য সমস্যা প্রকট। প্রসূতি মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাল্যবিবাহ কমছে না। মেয়ে শিশু থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক, বৃদ্ধা নারী পর্যন্ত পুরুষের তুলনায় বেশি অপুষ্টির শিকার। কিছু কিছু পদক্ষেপ দিয়ে নারীর সামগ্রিক স্বাস্থ্য-সমস্যা দূর হওয়া সম্ভব নয়।

তথ্য মন্ত্রণালয় ঃ

তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ইউনিসেফের আর্থিক সহয়তায় "বাংলাদেশের শিশু ও মহিলাদের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য যোগাযোগ কার্যক্রম" শিরোনামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় জনসাধারণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষার পাশাপাশি নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ও জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদের প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে।

তবে সার্বিকভাবে রেডিও ও টিভিতে নাটক, সিনেমা, আলোচনা ও ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে গঁৎবাঁধা নারী ইমেজ প্রচারিত হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে দৈনিক পত্রিকাসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঃ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে প্রস্তাবিত শিক্ষা নীতিতে জেন্ডার প্রেক্ষিত সম্পৃক্তকরণ, ৪৯টি প্রকল্পে নারী স্বার্থ সংরক্ষণ ও নারীকে সংশ্লিষ্ট করার ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য।

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও অনুমোদনের পর এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে নারীর অগ্রগতি ও ক্ষমতায়ন দৃশ্যমান হওয়ার জন্য একবছর খুব বেশি সময় নয়। আশাব্যঞ্জক যে, বাংলাদেশ সরকার নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বেইজিং পরবর্তীতে মৌলিক নীতি ঘোষণা করেছেন। সিডও

Dhaka University Institutional Repository

সনদের কয়েকটি ধারার উপর পূর্বারোপিত সংরক্ষিত অংশ থেকে আপত্তি তুলে নিয়েছে। আন্তর্জাতিক চুক্তি রক্ষা করার পদক্ষেপ নিচ্ছে। জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এসব পদক্ষেপ ভিত্তি রচনা করলেও তাতে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে না। সেজন্য 'জাতীয় কর্মপরিকল্পনা' হুবহু প্রতিপালনের লক্ষ্যে কাজ, সময় সীমা, সূচক, ঘটক বা মূল উদ্যোক্তা ও অনুঘটকের দায়িত্বের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

বেইজিং সম্মেলন পরবর্তী সময়ে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ সার্বিকভাবে ইতিবাচক। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দেশের নারী সমাজের ক্ষমতায়নের জন্য অনুকূল নয়। নারীর নিরাপত্তা, মর্যাদা, ক্ষমতায়ন, সমতা, উন্নয়ন, শান্তি সবসময়ই চ্যালেঞ্জের সম্মখীন হচ্ছে। এই চ্যালেঞ্জ শুধু ব্যক্তি নারী নয়, সামাজিক নারী তো বটেই উপরন্তু নারীর ক্ষমতায়নের সমর্থক পুরুষ সমাজকেও মোকাবিলা করতে হচ্ছে। যদি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার পদক্ষেপ যথাযথভাবে নেওয়া হয় তবে নারী-পুরুষের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পথে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ সহায়ক শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারবে।

নারী শ্রমিক ও উদ্যোক্তাদের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন নীতি ও আইন

- **সাংবিধানিক সুযোগ-**

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৯ (১) এর রয়েছে "প্রজাতন্ত্রের মেয়র নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে" সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে। ২৯ (২) এ রয়েছে কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মের নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

বিশ্ব প্রেক্ষপট ও বাংলাদেশ-

সকল আন্তর্জাতিক ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অংগীকারাবদ্ধ। বাংলাদেশ সরকার সিডো দলিলটির ধারা (২) এবং ১৩ (ক) বাদ দিয়ে অনুমোদন করেছে।

৩. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঃ

জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ

- অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য দূর করা;
- অর্থনৈতিক নীতি (বাণিজ্যনীতি, মুদ্রানীতি, করনীতি প্রভৃতি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা;
- নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের ও কর্মসূচীতে নারী চাহিদা ও স্বার্থ বিবেচনায় রাখা;
- সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োগে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার লক্ষ্যে নারীর অনুকূলে Safety Nets গড়ে তোলা;

Dhaka University Institutional Repository

- সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া;
- শিক্ষা পাঠ্যক্রম, বিভিন্ন পুস্তকাদিতে নারীর অবমূল্যায়ন দূরীভূত করা এবং নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তির তুলে ধরা;
- নারী-পুরুষ শ্রমিকদের সমান মজুরী ও কর্মস্থলে নিরাপত্তা প্রদান ও চাকুরী ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা;
- নারীর অংশগ্রহণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অবদানের স্বীকৃতি দেয়া;
- জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান প্রতিফলনের জন্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ সকল প্রতিষ্ঠানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- সরকারের জাতীয় হিসাব সমূহে গার্হস্থ্য শ্রমসহ সকল নারী শ্রমের সঠিক প্রতিফলন নিশ্চিত করা;
- নারী যেখানে অধিক সংখ্যায় কর্মরত আছেন সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা, বিশ্রামাগার, পৃথক প্রক্ষালনকক্ষ এবং দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

নারীর দারিদ্র দূরীকরণ

- দরিদ্র নারী শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে তাদের সংগঠিত করে ও প্রশিক্ষণ দিয়ে নতুন এবং বিকল্প অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সৃষ্টি করা;
- দরিদ্র নারীকে উৎপাদনশীল কর্মে এবং অর্থনৈতিক মূলধারায় সম্পৃক্ত করা;
- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ নারীর সকল চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা;
- জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে নারীর দারিদ্র দূরীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা দান ও অনুপ্রাণিত করা।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন-

- নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরী বিষয়াদি যথা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, তথ্য উপার্জনের সুযোগ, উত্তরাধিকারী, সম্পদ, ঋণ, প্রযুক্তি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদসহ ভূমির উপর অধিকার ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ ও সমান সুযোগ এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদসমূহ ভূমির উপর অধিকার ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ ও সমান সুযোগ এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়া এবং এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা।

নারীর কর্মসংস্থান-

- নারী শ্রমশক্তিতে শিক্ষিত ও নিরক্ষর উভয় অংশের কর্মসংস্থানের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- চাকুরী ক্ষেত্রে নারীর বর্ধিত নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবেশ পর্যায়সহ সকল ক্ষেত্রে কোটা বৃদ্ধি এবং কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

Dhaka University Institutional Repository

- সকল নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে সরকার অনুসৃত কোটা ও কর্মসংস্থান নীতির আওতায় চাকুরী ক্ষেত্রে নারীকে সকল প্রকার সম-সুযোগ প্রদানের জন্য উদ্ধুদ্ধ করা;
- নারী উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও ঋণ দান কর্মসূচী গ্রহণ করা;
- নারীর বর্ধিত হারে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ, অবস্থান অগ্রসরমানতা বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিবেশ গড়ে তোলা;
- নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সংশিষ্ট সকল আইন, বিধি ও নীতির প্রয়োজনীয় সংস্কার করা।

সহায়ক প্রযুক্তি-

- সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সহায়ক সেবা যেমন, শিশু যত্ন সুবিধা, কর্মস্থলে শিশু দিবাযত্ন পরিচর্যা কেন্দ্র, বৃদ্ধ, অক্ষম, প্রতিবন্ধী নারীদের জন্যে গৃহায়ণ, স্বাস্থ্য বিনোদনের ব্যবস্থা প্রবর্তন, সম্প্রসারণ এবং উন্নীত করা;

নারী ও প্রযুক্তি-

- নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আমদানী ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা;
- উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে নারী স্বার্থ বিঘ্নিত হলে গবেষণার মাধ্যমে ঐ প্রযুক্তিকে নারীর প্রতি ক্ষতিকারক উপাদানমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীর স্বার্থের অনুকূল লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংস্কার করা। সরকার অধীনস্থ স্বায়ত্বশাসিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকার আরোপিত কোটা সিস্টেম প্রযোজ্য।

বাংলাদেশ শ্রম ও শিল্প আইন ঃ

শিল্প এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের কাজ করার অবস্থা নিয়ন্ত্রিত করার জন্য এবং শ্রমিক ও নিয়োগকর্তা বা মালিকদের সম্পর্কের উন্নতিসাধনের জন্য যে আইন প্রবর্তন করা হয়েছে তাকে শ্রম ও শিল্প আইন বলা হয়। নিয়োগকর্তাগণের শোষণের হাত হতে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এবং কারখানায় ও বিভিন্ন শিল্প বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকদের নানাবিধ সমস্যা দূরীকরণের জন্যই শ্রম ও শিল্প আইনের প্রবর্তন হয়েছে।

১৯৮৬ হতে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বঙ্গ-ভারত উপমহাদেশে বিভিন্ন প্রকারের শিল্প আইনের প্রবর্তন হয়। শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় শ্রমিক সমস্যা প্রকট হয়ে উঠে এবং বিভিন্ন রকম শ্রমিক বিরোধ দেখা দেয়। শিল্প শান্তি বজায় রাখার জন্য যুগে যুগে শিল্প আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করা হয়। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিধান, শ্রমিক ও নিয়োগকর্তার মধ্যে উত্তম ও প্রীতিকর সম্পর্ক স্থাপন, শ্রমিকদের মজুরি প্রদান ও শান্তি বিধান, নিয়োগকর্তাগণের নিজেদের মধ্যে অথবা নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের মধ্যে অথবা শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে তা নিস্পত্তি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ শ্রম ও শিল্প আইনের আওতাভুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা শ্রমিকদের জন্য শিল্প আইন ঃ

মহিলাদের চাকরি সংক্রান্ত বিষয়ে অতিরিক্ত বিধি-বিষেধ-

- কারখানায় নিযুক্ত মহিলা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রয়োগের বেলায় বিধানসমূহের সহিত নিম্নোক্ত অতিরিক্ত বিধিনিষেধসমূহ আরোপ করা হয়-

ক. কোন মহিলার বেলায় ৫৩ ধারা (কোন কারখানায় কোন প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিককে দৈনিক নয় ঘন্টার বেশী কাজ করিতে বলা বা করিতে বলা বা করিতে দেয়া যাবে না) এর বিধানসমূহ হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইবে না; এবং

খ. কোন কারখানায় কোন মহিলাকে সকাল ৭টা হইতে রাত ৮টার মধ্যে ছাড়া অন্য কোন সময় কাজ করতে দেয়া যাবে না; শর্ত এই যে, গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে সরকার যে কোন কারখানার বা কোন বিশেষ শ্রেণীর কারখানার বেলায় এবং সারা বৎসরের জন্য বা বৎসরের যে কোন অংশের জন্য (খ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত সময়সীমার ব্যতিক্রম করে সকাল ৫টা হইতে রাত ৮-৩০টা পর্যন্ত সাড়ে দশ ঘন্টা অবধি কাজের সময় নির্ধারণ করিয়া দিতে পারেন।

- কোন কাঁচামালের ক্ষতি বা পচন নিরোধের জন্য মহিলা শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত কাজের সময়সীমার ব্যতিক্রম করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সরকার নিজ বিবেচনানুসারে আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে মৎস্য সংরক্ষণ বা মৎস্য টিনজাতকরণ কারখানায় নিযুক্ত মহিলা শ্রমিকদের উরোলিখিত বিধি নিষেধের আওতা হইতে অব্যাহতি দিয়া বিধিমালা প্রণয়ন করতে পারেন।
- উপধারা (২) অনুসারে প্রণীত বিধিমালার কার্যকারিতা অনধিক তিন বৎসর নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকিবে।
- নারী শ্রমিকগণের শিফ্‌টের পরিবর্তন করিতে হইলে একমাত্র সাপ্তাহিক ছুটি বা অন্য কোন ছুটির দিনের পরেই তাহা করিতে হইবে।

শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কীয় বিধান

পায়খানা ও প্রস্রাবখানা

- প্রত্যেক কারখানায়:

ক. কার্যরত শ্রমিকগণ সহজে ব্যবহার করিতে পারে এমন সুবিধাজনক স্থানে নির্ধারিত ধরনের পায়খানা ও প্রস্রাবখানার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা সর্বক্ষণের জন্য থাকিতে হইবে;

খ. পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের জন্য পৃথক প্রস্রাবখানা ও পায়খানার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

গ. উপরোক্ত পায়খানা ও প্রস্রাবখানাসমূহে উপযুক্ত আলোর ব্যবস্থা এবং বায়ু চলাচল ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং চিফ ইন্সপেক্টর লিখিতভাবে রেহাইমূলক আদেশ না দেয়া পর্যন্ত কোন পায়খানা ও প্রস্রাবখানা শ্রমিকদের কাজের ঘরের সংলগ্ন হইবে না;

ঘ. উপরোক্ত পায়খানা ও প্রস্রাবখানাসমূহ যথোযযুক্তভাবে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সব সময় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে এবং সেখানে জীবাণুনাশক ওষুধ ব্যবহার করিতে হইবে;

ঙ. উপরোক্ত পায়খানা ও প্রস্রাবখানাসমূহের অভ্যন্তরীণ দেওয়াল ও মেঝে উপরে ৩ ফুট পর্যন্ত পাকা সমৃণ গাঁথুনীযুক্ত হইবে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেক কারখানায় ও মহিলা শ্রমিকদের সংখ্যার অনুপাতে পায়খানা ও প্রস্রাবখানার সংখ্যা এবং কারখানায় স্বাস্থ্যসম্মত পরিচ্ছন্নতা বিধান সম্পর্কে সরকার নিয়মাবলী প্রণয় করিতে পারেন।

ধৌতকরণের সুযোগ

- প্রত্যেক কারখানায়

ক. তথাকার শ্রমিকদের ধৌতকরণ এবং গোসল করার পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত সুযোগের ও তাহা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

খ. পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের জন্য পৃথক ও পর্যাপ্ত পর্দা দেওয়া ধৌতাগারের ব্যবস্থা থাকতে হইবে;

গ. ধৌতাগার পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে এবং সেখানে সহজে যাওয়া আসার ব্যবস্থা থাকিবে হইবে।

ঘ. যে কোন কারখানায় বা যে কোন শ্রেণীর কারখানায় বা উৎপাদন প্রক্রিয়ার বেলায় সরকার সুষ্ঠু ধৌতকরণ সুবিধার মান নির্ধারণ করিয়া দিতে পারেন।

শিশুদের জন্য কক্ষ শিশু পালনাগর-

- সাধারণ পঞ্চাশ জনের বেশি মহিলা শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে এরূপ প্রতিটি কারখানায় সংশিষ্ট মহিলা শ্রমিকদের অনধিক ছয় বৎসর বয়স্ক সন্তানদের ব্যবহারের জন্য যথোপযুক্ত শিশু কক্ষ বা কক্ষসমূহ থাকিতে হইবে।
- অনুরূপ কক্ষসমূহে থাকার পর্যাপ্ত স্থান এবং পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং উহা স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে হইবে এবং উহা শিশু পালন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের তত্ত্বাবধানে রাখিতে হইবে।
- সরকার নিম্নলিখিত বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারেন-

  ক. এই ধারা অনুসারে যেইসব কক্ষের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে উহার নির্মাণ, স্থান সংকুলান, আসবাবপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামের মান এবং অবস্থান নির্ধারণ করিয়া;

  খ. এই ধারার আওতাভুক্ত কারখানায় নিযুক্ত মহিলা শ্রমিকদের সন্তান-সন্ততিদের পোশাক পরিবর্তন ও ধৌতকরণের সুবিধাসহ তাহাদের জন্য অতিরিক্ত সুবিধা সংক্রান্ত ব্যবস্থা নির্দেশ;

  গ. অনুরূপ শিশুদের জন্য কারখানায় বিনামূল্যে দুগ্ধ অন্য কোন খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা;

  ঘ. মহিলা শ্রমিকগণকে নির্দিষ্ট বিরতিসমূহ তাহাদের শিশুদিগকে খাওয়াইবার সুবিধা দান।

১৯৩৯ সালের মাতৃত্ব আইন এবং তদানুসারে প্রণীত বিধিমালার (১৯৫৩ সালের পূর্ববঙ্গ মাতৃত্ব কল্যাণ বিধিমালা ২)-এর সার-সংক্ষেপঃ

ক. ১৯৩৯ সালের মাতৃত্ব কল্যাণ আইন অনুসারে, সন্তান প্রসবের তারিখের পূর্ববর্তী অনূন্য নয় মাসকাল চাকরিতে নিযুক্তা প্রতিটি মহিলা তাহার মালিকের নিকট হইতে দৈনিক গড় মজুরীর সমহারে অথবা প্রতিদিন এক টাকা হারে (যাহা বেশি) মাতৃত্ব কল্যাণ ভাতা পাইবার অধিকারিণী। প্রতিবার সন্তান

Dhaka University Institutional Repository

প্রসবকালীন বার সপ্তাহ মেয়াদে, অর্থাৎ, সন্তান প্রসবের পূর্ববর্তী ছয় সপ্তাহ এবং প্রসবের পরবর্তী ছয় সপ্তাহ তিনি উক্ত কল্যাণ ভাতা পাইবেন।

খ. প্রত্যেক অন্তঃস্বত্তা মহিলা ছয় সপ্তাহের মধ্যে তাহার সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি নোটিস মালিককে বা ম্যানেজারকে দিবেন। সন্তান প্রসবের পূর্বে উক্ত নোটিস প্রদত্ত না হইলে প্রসবের পর সাত দিনের মধ্যে উহা অবশ্যই দিতে হইবে। প্রসবের পূর্বে হইলে নোটিস প্রদত্ত না হইলে প্রসবের পর সাত দিনের মধ্যে উহা অবশ্যই দিতে হইবে। প্রসবের পূর্বে হইলে নোটিসটি ব্যক্তিগতভাবে মৌলিক অথবা ১৯৫৩ সালের পূর্ববঙ্গ মাতৃত্ব কল্যাণ বিধিমালার 'খ' ফরমে লিখিতভাবে দিতে হইবে, এবং প্রসবের পরে হইলে মৌখিক অথবা উক্ত বিধিমালার 'গ' ফরমে লিখিতভাবে দিতে হইবে।

গ. কোন মহিলা মাতৃত্ব কল্যাণ ভাতা গ্রহণের সময়কালে অবশ্যই কাজ করিবেন না। এই বিধান অমান্য করা হইলে সংশিষ্ট মহিলা ও তাহার মালিক বা ম্যানেজার দন্ডনীয় হইবেন।

ঘ. মাতৃত্ব কল্যাণ ভাতা উহার অধিকারিণী মহিলাকে প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু তাহার মৃত্যু হইলে এবং নবজাতক জীবিত থাকিলে শিশুর প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তিকে উহা প্রদান করিতে হইবে। মহিলা ও নবজাতক উভয়য়ের মৃত্যু হইলে মহিলার মনোনীত ব্যক্তিকে বা তাহার আইনগত প্রতিনিধিকে উহা প্রদান করিতে হইবে।

ঙ. কাজে অনুপস্থিত থাকার অধিকারপ্রাপ্ত মেয়াদের মধ্যে মালিক মহিলাকে কর্মচ্যুত করিবেন না, এবং প্রসবের পূর্ববর্তী ছয় মাসের মধ্যে যথেষ্ট কারণ ছাড়া বরখাস্ত করা হইলেও মহিলা মাতৃত্ব কল্যাণ ভাতা পাইবার অধিকারিণী হইবেন।

চ. মাতৃত্ব কল্যাণের যাবতীয় পাওনা নগদ অর্থে পরিশোধ করিয়া উহার রসিদ লইতে হইবে। নামঞ্জুর বা কেবল আংশিক গৃহীত সমস্ত দাবির বিষয় ঢাকাস্থ ডেপুটি লেবার কমিশনারকে জানাইতে হইবে।

ছ. মহিলা শ্রমিক নিয়োগকারী প্রত্যেক মালিক ১৯৫৩ সালের পূর্ববঙ্গ মাতৃত্ব কল্যাণ বিধিমালায় উলিখিত 'ক' ফরমে একটি মাস্টার রোল অবশ্যই প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন। ঐ মাস্টার রোলের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিষয় শেষ তারিখ পর্যন্ত কালি দ্বারা লিখিত হইবে এবং উহা ইন্সপেক্টর কর্তৃক পরীক্ষার জন্য সর্বদা প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

জ. মহিলা শ্রমিক কার্যরত রহিয়াছেন এইরূপ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক অবশ্যই ডেপুটি লেবার কমিশনারের নিকট ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্য পূর্ববর্তী বৎসরের রিটার্ন 'ঘ' ফরমে প্রস্তুত করিয়া ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে পেশ করিবেন।

মহিলাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

- কোন মহিলা শ্রমিককে তাহার সম্মতি ব্যক্তিরেকে পুরুষ ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর যাইবে না এবং অপর একজন মহিলার উপস্থিতিতে উক্ত পরীক্ষা কার্য সম্পাদন করিতে হইবে।
- মহিলা চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় ফি-র টাকা জমা দিলে সংশিষ্ট মহিলা শ্রমিককে পুরুষ ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো যাইবে না।

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধান ঃ

১. তুলা- ধুনা যন্ত্রের নিকট মহিলা ও শিশু শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধকরণ-

কোন কারখানার যেই অংশে তুলা ধুনার যন্ত্র চালু আছে তাহার কাছে কোন মহিলা বা শিশু শ্রমিককে তুলা গাঁইটবদ্ধ করার কাজে নিযুক্ত করা যাইবে না;

শর্ত এই যে, উক্ত তুলা ধুনার যন্ত্রের অন্তর্মুখ যদি বর্হিমুখ হইতে আলাদা কোন ঘরের মধ্যে থাকে এবং উভয় গৃহের মধ্যবর্তী ব্যবধান যদি উক্ত ঘরের উচ্চতার সমান বা ইন্সপেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত পরিসরে সমান হয় তাহা হইলে মহিলা ও শিশুরা আলোচ্য স্থানে পার্টিশনের পাশে কাজ করিতে পারিবে।

২. চলন্ত আদি যন্ত্রে কাজ

ট্রান্সমিশন যন্ত্রাদি, পরিষ্কার করা বা উহাতে তৈল দেওয়া বা তৎসংক্রান্ত কোন কার্যে নারী শ্রমিকদেরকে নিয়োগ করা যাইবে না। কোন যন্ত্র বা তাহার নিকটস্থ কোন ও যন্ত্র হইতে আঘাত পাইবার আশংকা থাকিলে তাহাও পরিষ্কার করা ও উহাতে তৈল দেওয়ার কাযে নারী শ্রমিককে নিয়োগ করা যাইবে না।

শিল্প ক্ষেত্রে জেন্ডার নীতির প্রয়োগ ঃ

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এবং বাংলাদেশ সরকার নীর শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে অনেক নীতি ও আইন প্রচলন করেছেন । গত ৩রা মার্চ, ১৯৯৮ জনকণ্ঠে প্রকাশিত "আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও আমাদের নারী শ্রমিকেরা" প্রবন্ধে পারভীন সুলতানা বলেছেন এখনো বাংলাদেশের পোষাক শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের জোরপূর্বক অতিরিক্ত কাজ করানো, সাপ্তাহিক ছুটি না পাওয়া, বেতন বাকী থাকা, টয়লেট, টিফিন রুম ইত্যাদির সুযোগ-সুবিধা না থাকা এবং সর্বোপরি অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা না থাকায় মর্মান্তিক ও বীভৎস ঘটনার মুখোমুখি হতে হচ্ছে এসব গার্মেন্ট এর মেয়েদের। শুধু সুযোগ-সুবিধা অভাব নয়, মজুরী বৈষম্যের শিকারও গার্মেন্টস- এর মেয়েদের। শুধু সুযোগ-সুবিধা অভাব নয়, মজুরী বৈষম্যের শিকারও গার্মেন্টস-এর মেয়েরা।

দেশে নূন্যতম মজুরী যেখানে দু'হাজার টাকার সেখানে শুরুতে দেয়া হয় ৩৫০টাকা। এছাড়াও হেলপার বা এ ধরণের নিম্নমজুরী পদেই মহিলাদের নিয়োগ করা হচ্ছে, মেশিন মাষ্টার বা সুপারইভাইজারের পদগুলো দখল করে আছে পুরুষরাই। নির্মাণ ও ছোট ছোট কল-কারখানায় শ্রমরত নারীরা দিন মজুরের মতো কাজ করে পাচ্ছে দৈনিক ৫০ টাকা সেখানে পুরুষ শ্রমিক পাচ্ছে দিনে ৮০ টাকা।

অতি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও বাংলাদেশ এমপয়ার্স এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে জেন্ডার পরিস্থিতি সম্পর্কে ১০৪টি সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয় (নিলুফার করিম, ১৯৯৮)। যে ধরনের প্রতিষ্ঠানে মহিলারা অধিক সখ্যায় নিয়োজিত থাকতে পারে এমন সব প্রতিষ্ঠান যেমন- শিল্প প্রতিষ্ঠান, সেক্টর কর্পোরেশন, ব্যাংক, এনজিও, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি উক্ত সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এগুলো সব বড় আকারের প্রতিষ্ঠান (গড় কর্মচারী সংখ্যা ১০৫৭ জন) যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মকানুন প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে ৪৭টি সরকারী প্রতিষ্ঠান (৩৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠান, ৮টি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান) ও ৫৭টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (২৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ২৯টি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান)।

উক্ত সমীক্ষায় দেখা যায় যে, সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে (শিল্প ও সেবামূলক) মোট নিয়োজিত জনসংখ্যার (কর্মকর্তা ও কর্মচারী/শ্রমিক) মধ্যে গড়ে ৯৪% পুরুষ ও ৬% মহিলা। সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পুরুষ ও মহিলাদের অনুপাত প্রায় একই রকম। এসব প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক/কর্মচারীদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলার অনুপাত ৯৫ঃ৫ কিন্তু অফিসার/ম্যানেজারদের মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে পুরুষ ও মহিলার অনুপাত ৯৭ঃ৩ এবং সেবামুলক প্রতিষ্ঠানে পুরুষ ও মগ্রিলার অনুপাত ৯২ঃ৮।

সম্প্রতি সরকারী ব্যাংকগুলোতে অধিক সংখ্যায় মহিলা অফিসার নিয়োগ করায় সরকারী সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। তথাপি সার্বিকভাবে সরকারী প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের সংখ্যা সরকারের নির্ধারিত কোটার চেয়ে কম এবং অফিসার ম্যানেজারদের মধ্যে তাদের সংখ্যা আরো কম। চাকুরীর বিভিন্ন পর্যায়ে পুরুষ ও মহিলাদের সখ্যায় সমতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকারী কোটা পদ্ধতি ফলপ্রসূ হচ্ছে না এবং সেসব পদে সরাসরি নিয়োগ হচ্ছে সেখানেও বিভিন্ন অজুহাতে সরকারী কোঠা কঠোরভাবে অনুসৃত হচ্ছে না এবং এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকেও কোন আন্তরিক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। উক্ত সীক্ষায় আও দেখা যায় সে সরকারী প্রতিষ্ঠানের তুলনায় তুলনায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের অনুপাত বেশী (পুরুষ ৭৭%, মহিলা ২৩%। বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে পুরুষ ও মহিলাতর অনুপাত ৮৭ঃ১৩ এবং বেসরকারী সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরুষ ও মহিলার অনুপাত ৬৯ঃ৩১। বিভিন্ন এনজিওতে অধিক সংখ্যক মহিলা নিয়োজিত হওয়ায় বেসরকারী সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেও শ্রমিক/কর্মচারী পর্যায়ের তুলনায় অফিসার/ম্যানেজার পর্যায়ে মহিলাদের অনুপাত আরো কম। বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক/কর্মচারী পর্যায়ে পুরুষ ও মহিলার অনুপাত ৮৬ঃ১৪ এবং অফিসার ম্যানেজার পর্যায়ে পুরুষ ও মহিলার অনুপাত ৯৩ঃ৭। বেসরকারী সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক/কর্মচারী পর্যায়ে পুরুষ ও মহিলার অনুপাত ৫৭ঃ৪৩ এবং অফিসার/ম্যানেজার পর্যায়ে পুরুষ ও মহিলার অনুপাত ৮১ঃ১৯। উল্লেখ্য যে উচ্চতর/সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে সরকারী ও বেসরকারী শিল্প ও সেবামূলক উভয় সেবামূলক শিল্প ও সেবামূলক উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানেই মহিলাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগন্য।

আইন ও নারী ঃ

বাংলাদেশের সংবিধান জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে পুরুষ ও নারীর সমানাধিকারের বিষয়টি ব্যক্ত করেছে বিশেষ করে সংবিধানের ২৮(১), ২৮(২) ও ২৮(৩) ধারায়। জীবনের বহুলাংশ যেমন পারিবারিক বিষয়বস্তু, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, দেনমোহর, ভরণ-পোষণ, সন্তানের অভিভাকত্ব ও পরিচর্যা ইত্যাদি বহু বিষয়ে ব্যক্তিগত আইন (Personal Law) কার্যকরী রয়েছে। একই সাথে উত্তরাধিকারের প্রশ্নটিও ধর্মীয় বা ব্যক্তিগত আইনের কার্যকারিতার অন্তর্ভুক্ত। এ সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী নারীর সাংবিধানিক মৌলিক সমানাধিকারের প্রশ্নটি পশ্চাৎপদতার কারণে অসংগঠিত, তাই তারা তাদের বৈষম্য দূরীকরণে কোন সুদূর-প্রসারী, ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এখানে নারীর স্বপক্ষে আইনসমূহ বর্ণনা সহকারে উলেখ করা হলোঃ

১। বিবাহ বিষয়ক আইন ঃ

মুসলিম বিবাহ একটি চুক্তি এবং পবিত্র ধর্মীয় বন্ধন বিবাহের পূর্বে অবশ্যই প্রচলিত আইন অনুযায়ী (ক) নারীর বয়স ১৮ বৎসর এবং (খ) পুরুষের বয়স ২১ বৎসর হইতে হইবে।

এর অন্যথায় কোন ব্যক্তি বাল্য বিবাহ পরিচালনা ও সম্পাদন করা বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯ (সংশোধন অধ্যাদেশ নং ৩৮/১৯৮৪ দ্বারা সংশোধিত) এর ধারা অনুযায়ী (ক) ও (খ) নাবালক বলিতে ২১ বছরের কম বয়সের ছেলে ও ১৮ বছরের কম বয়সের মেয়েকে বুঝায়। এই আইনের ৪, ৫, ও ৬নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, একমাস পর্যন্ত কারাদন্ড, অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়ই হইতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহ অবশ্যই মুসলিম বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ (রেজিস্ট্রেশন) আইন ১৯৭৪ নিকাহ রেজিস্ট্রেশনের দ্বারা রেজিষ্ট্রিকৃত হইতে হইবে। বিবাহ রেজিষ্ট্রি না করিলে যদিও বিবাহ অশুদ্ধ হইবে না কিন্তু তাহা আইনত দন্ডনীয় হইবে। মুসলমি বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন ১৯৭৪ এর ধারা নং ৫(২)। এই আইন ভংগের শাস্তিস্বরূপ যেমন বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনুর্ধ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত পরিমানা বা উভয়ই হইতে পারে। নারী স্বামী কর্তৃক দেওয়া তালাকের অধিকার পাইতে পারে এবং উহার উলেখ কাবিন নামায় থাকিবে।

২। দেনমোহর ঃ

কাবিননামায় দেন-মোহর এর উলেখ ছাড়া বিবাহ সম্পূর্ণ হইবে না।

স্বামী স্ত্রীকে দেন-মোহরের টাকা না দিলে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ অনুযায়ী স্ত্রী পারিবারিক আদালতে দেন-মোহরের টাকা আদায়ের জন্য মামলা করিতে পারিবেন।

৩। ভরনপোষণ ঃ

স্বামী আইনতঃ স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য।

স্ত্রী সহিত বসবাসরত সন্তানের ভরণপোষণ দিতেও স্বামী আইনগত ভাবে বাধ্য।

স্ত্রী তালাকের পর ইদ্দতের সময় পর্যন্ত ভরণপোষণ এর দাবি করিতে পারিবেন।

স্বামী যদি স্ত্রীকে এবং তার সন্তানদের ভরণপোষণ না করেন তবে ভরনপোষণের জন্য স্ত্রী পারিবারিক আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

৪। বহুবিবাহ ঃ

স্বামী যদি স্ত্রীর বর্তমানে পুনরায় বিবাহ করিতে চান তবে স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে (মুসলিম পারিবারিক আইন, সংশোধন অধ্যাদেশ নং ১৪/৮৫ দ্বারা সংশোধিত এর ২ নং ধারা), ইউনিয়ন পরিষদের বা পৌরসভার চেয়ারম্যান, মেয়র, পৌর কর্পোরেশনের প্রশাসক অথবা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি, অথবা যে ব্যক্তি ঐ দায়িত্বে নিযুক্ত আছে তাঁহার নিকট অনুমতি চাহিয়া দরখাস্ত করিতে হইবে।

অতঃপর চেয়ারম্যান স্ত্রীর পক্ষ হইবে এবং স্বামীর পক্ষ হইতে ১ জন করিয়া প্রতিনিধি নিয়া একটি সালিশী পরিষদ গঠন করিবেন এবং পরিষদ যদি মনে করে এইরূপ বিবাহের প্রয়োজন আছে, তবে কিছু শর্ত থাকিলে শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি প্রদান করিবেন।

স্বামী যদি সালিশী পরিষদের অনুমতি ছাড়া পুনরায় বিবাহ করেন, তবে (ক) স্বামীর স্ত্রীর দেম-মোহরের যাবতীয় টাকা অবিলম্বে পরিশোধ করিবেন। যদি তিনি পরিশোধ না করেন তবে ভূমি রাজস্বের বকেয়া খাজনার ন্যায় আদায় করা যাইবে, এবং

(খ) স্ত্রী স্বামীর নামে আদালতে নালিশ করিতে পারিবেন এবং এক্ষেত্রে ১ বৎসর পর্যণ্ত জেল অথবা ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকার শাস্তিই হইতে পারে। [মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ সংশোধন অধ্যাদেশ নং ২১/৮২ দ্বারা সংশোধিত) ধারা-৬(৫)]।

Dhaka University Institutional Repository

৫। দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারঃ

দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য স্বামী পারিবারিক আদালতে মামলা করিতে পারিবেন।

৬। বিবাহ বিচ্ছেদ (তালাক) ঃ

স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে, মুসিলম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ অনুযায়ী তাহাকে অবশ্যই ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার চেয়ারম্যান বা প্রশাসক অথবা যে কোন ব্যক্তি উপরোক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত তাঁহাকে তালাকের নোটিশ দিতে হইবে এবং নোটিশের এক কপি স্ত্রীকে দিতে হইবে, [মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ (সংশোধন অধ্যাদেশ নং ১৪/৮৫ দ্বারা সংশোধিত) ধারা ৭ (১)]।

চেয়ারম্যান নোটিশ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে সালিশী পরিষদ গঠন করিবেন এবং স্ত্রী-স্ত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। যদি স্বামী এই নিয়ম অমান্য করেন তবে তাহার এক বৎসর পর্যন্ত জেল বা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকার শাস্তিই হইতে পারে [মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ধারা ৭(২)]। স্ত্রীও স্বামীকে তালাক দিতে পারেন যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা দিয়া থাকেন তবে স্ত্রী কোর্টের আশ্রয় ছাড়াই তালাক দিতে পারিবেন কিন্তু সেই ক্ষেত্রে স্বামীর মত স্ত্রীকেও তালাকে নোটিশ দেওয়া সহ অন্যান্য নিয়মগুলি পালন করিতে হইবে।

৭। পুনঃ বিবাহ ঃ

বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত হইলেও নারী পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবেন এবং পূর্বের স্বামীকেও বিবাহ করা যাইবে [মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১, ধারা ৭(৬)]।

৮। অভিভাবকত্ব ঃ

মুসলিম মা হিসাবে ছেলের বয়স সাত বৎসর এবং মেয়ের বয়স বার বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নারী সাধারণতঃ তাহাদের হেফাজত পাইবার অধিকারিনী।

নারী যদি সন্তানের অথবা তাহার সম্পত্তির অভিভাবিকা হইতে চান তবে তাহাকে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ ধারা ৫ এবং ২৪)।

বিবাহ বিষয়ক আইন ছাড়াও নারীদের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত আইনসমূহ বলবৎ আছে।

১। উত্তরাধিকারী ও সম্পত্তির অধিকার ঃ

স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী হিসাবে নারী স্বামীর সম্পত্তি হইতে-

(ক) যদি কোন সন্তানাদি না থাকে তবে পাইবেন এক চতুর্থাংশ।

(খ) যদি সন্তানাদি থাকে তবে পাইবেন এক অষ্টমাংশ।

(গ) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে নারীর সম্পূর্ণ অধিকার স্বত্ব এবং মালিকানা থাকিবে এবং তিনি ইহা ইচ্ছামত বিক্রি ও হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

(ঘ) নারী তার স্বামীর নিকট হইতে দান পত্রের মাধ্যমেও সম্পত্তি পাইতে পারেন।

(ঙ) কন্যা সন্তান হিসাবে নারী আইনানুযায়ী পিতার সম্পত্তির অধিকারী হইবেন।

Dhaka University Institutional Repository

২। যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ ঃ

এই আইন অনুযায়ী যদি স্বামী অথবা বিবাহের যে কোন পক্ষ অন্য পক্ষের নিকট হইতে বিবাহের সময়, আগে বা পরে বিবাহের যৌতুক নেয়, দেয় বা দাবি করে, তবে সে ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

যৌতুক বলিতে যে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত যাহা প্রত্যক্ষ বা পরোপক্ষভাবে-

(ক) ববাহের এক পক্ষ অন্য পক্ষের, অথবা

(খ) ববাহের যে কোন পক্ষের পিতা, মাতা বা যে কোন পক্ষের কোন ব্যক্তি বিবাহের সময়আগে কিংবাপরে বিবাহের পণ হিসাবে নেয়, দেয় বা দাবি করে, বুঝায়। তবে মুসলিম শরীয়ত আইনের দেন-মোহর যৌতুক পর্যায়ে পড়িবে না।

যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ অথবা গ্রহণের সহায়তা করার জন্য শাস্তির বিধান হইল কমপক্ষে এক বৎসর, উর্দ্ধে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা জরিমানা উভয়েই। (যৌতুক বিরোধ আইন, সংশোধন অধ্যাদেশ নং ২৬/১৯৮৬ দ্বারা সংশোধিত) ধারা (৩, ৪ এবং ৮)]।

৩। নারী নির্যাতন (নিবর্তমূলক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ ঃ

যদি স্বামী অথবা স্বামীর আত্মীয়-স্বজন যৌতুকের জন্য নারীকে হত্যা করে বা হত্যার চেষ্টা করে অথবা গুরুতর আহত করে, তাহা হইলে-

নারী নির্যাতন (নিবর্তনমূলক শাস্তি) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর আওতায় শাস্তির যোগ্য হইবে। এইরূপ অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান হইল মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা ১৪ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং জরিমানা।

ইহা ছাড়াও যে কোন বয়সের কোন নারীকে যদি কেহ- এই উদ্দেশ্যে হরণ করে যে তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহে বাধ্য করিবে বা পতিতাবৃত্তি গ্রহণে বা অবৈধ যৌন মিলনে জোর বা প্রদ্ধুব্ধ করা হইবে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির এইসব অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা ১৪ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং জরিমানা হইতে পারে।

৪। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ ঃ

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ ইহা ১৫ই জুন ১৯৮৫ হইতে কার্যকর করা হইয়াছে। পারিবারিক আদালতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিচার হয়ঃ

(ক) বিবাহ বিচ্ছেদ

(খ) দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার

(গ) মোহরানা

(ঘ) ভরনপোষণ এবং

(ঙ) শিশুসন্তান সন্ততির তত্ত্বাবধান ও অভিভাকত্ব।

সকল মুন্সেফগণ, পারিবারিক আদালতে বিচারক হিসাবে গণ্য হইবেন।

Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক আদালতের সকল প্রকার মামলা দায়েরের জন্য কোর্ট ফিস মাত্র পঁচিশ টাকা। পর্দানশীল মহিলার ক্ষেত্রে মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে মামলা পরিচালনা করা যাইবে।

পিএফএ-র গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে গৃহীত কার্যক্রম ও অগ্রগতি ঃ

নারী ও দারিদ্র-

বৃদ্ধাদের জন্য ভাতা চালু (প্রতি ওয়ার্ডে ৫ ও পুরুষ ৫ মোট ১০) ● দরিদ্র নারীদের জন্য ভিজিডি কর্মসূচী ● গথহ উনঝয়ন প্রকল্প 'আশ্রয়ন'-এ নারীদের সংযুক্তি ● বাংলাদেশ সরকার ও এনজিও পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী। এ বছর বরাদ্দ ৩,৩৩১ কাটি টাকা যা গত বছরের (১৯৯৯) চাইতে ৩২৬ কাটি টাকা বশি ● অবকাঠামো উন্নয় কর্মসূচীতে মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থান।

শিক্ষা ও নারী প্রশিক্ষণ-

● পলস্নী এলাকায় মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচি ● পৌরসভা এলাকার বাইরে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা বিদ্যালয়গুলিতে পারি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচি যা মেয়েদের স্কুলে যেতে উৎসাহিত করতে সহায়ক ● সরকারি ও এনজিও খাতে নারীদের জন্য বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী ● বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শিক্ষিকার নিয়োগ। নতুন শূন্য পদের ৬০% মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ ● মেয়েদের জন্য শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ● মেয়াদের জন্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ● বাংলাদেশ সরকার ও এনজিও পরিচালিত কিশোরীদের জন্যে উপ-আনুষ্ঠানিক কর্মসূচী ● দাতাদের সহায়তাপুষ্ট উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী ● বালিকা ও নারীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

নারী ও শিশু স্বাস্থ্য-

● পরিবার পরিকল্পনা ও টিকাদান কর্মসূচীর স!ঙ্গ মা শিশুর স্বাস্থ্য পরি!সবার সংযুক্তি ● এইডস/এইচআইভি প্রতি!রা!ধ বি!শষ প্রকল্প ● সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীর স!ঙ্গ খাবার স্যালাইন চিকিৎসা (ORT), ভিটামিন এ ক্যাপসুল, পোলিও টিকা ইত্যাদি কর্মসূচী সংযুক্তি ● বালিকা ও নারী!দর পুষ্টিমান উনঝয়!নর প্রচারাভিযান ● সহিংসতার শিকার নারী!দর জন্য বি!শষ স্বাস্থ্য!সবা ● ৪৫০০ পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক (FWV), ২২৫০০ পরিবার কল্যাণ সহকারী(FWV) ও ১২০০০ পরিবার পরিকল্পনা কর্মী পদে সম্পূর্ণ নারীদের নিয়োগ দান ● এনজিও কমিউনিটি হাসপাতা!লর স!ঙ্গ অংশীদারি!ত্বর মাধ্য!ম স্বাস্থ্য!সবার মা!নানঝয়ন ও সম্প্রসারণ ● স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খা!তর কর্মসূচী (HPSS/HPSP) ● নারী!দর জন্য একটি আলাদা হাসপাতাল।

নারী নির্যাতন

● ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন ● পুলিশ সদর দপ্তর ও চারটি থানায় নারীদের জন্য বিশেষ সেল ● জাতীয়, জেলা ও থানা পর্যায়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি ● মহিলা অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থায়

Dhaka University Institutional Repository

নির্যাতন প্রতিরোধ সেল • জেলা পর্যায়ে সেশন জজ ও অতিরিক্ত সেশন জজ-সহ বিশেষ আদালত • হাসাপাতালে এসিড-দগ্ধদের জন্য সেল • এনজিও- পরিচালিত কাউন্সিলিং ও পূর্ণবাসন কর্মসূচী।

নারী ও অর্থনীতি-

• কৃষিতে নারীদের অবদান অন্তর্ভূক্ত করতে শ্রমশক্তির সংজ্ঞার পরিবর্তন। জাতীয় আয়ে (GNP) নারীদের অবদান প্রতিফলনে এটি একটি ইতিবাচক সরকারি লক্ষ্যণ • এনজিও ও সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি • ঢাকা, চট্রগ্রাম, খুলনায় কর্মজীবী মহিলাদের হোস্টেল। • সন্তানদের দুগ্ধদানকারী কর্মরত মেয়েদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র। সম্প্রতি সচিবালয়ে এ ধরনের একটি ডে-কেয়ার সেন্টার খোলা হয়েছে • জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিতে থেকে শ্রমনীতি পর্যালোচনা • আইএলও চুক্তি অনুমোদন • শ্রম আইন বাস্তবায়নে গুরুত্বারোপ • গার্মেন্টসের নারী শ্রমিকদের অরিয়েন্টেশন, এনজিও ও নারী সংগঠন কর্তৃক শ্রম আইন সম্বন্ধে চাকুরিজীবীদের সচেতনতা বৃদ্ধি।

ক্ষমতা ও সিদ্ধান্তগ্রহণে নারী-

• ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ-১৯৮৩ সংশোধন • প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য ৩ টি সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নারী সদস্য নির্বাচন • ইউনিয়ন পরিষদে ভাইস-চেয়ারপার্সন হিসেবে নারী সদস্য নিয়োগ • সরকারি কর্মকর্তা পদে ১০% নারী কৌটা • সরকারি কর্মচারী ১৫% নারী কাটা • আমলাতন্ত্রের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণ স্তর সরাসরি নারী নিয়োগ • স্থানীয় সরকার কাঠামোতে স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারপর্সন হিসেবে নারীর মনোয়ন • সংসদে ৩০০ আসনের পাশাপাশি নারীদের জন্য আরও ৫০টি আসন সংরক্ষণ। নারী আসন সংরক্ষণের মেয়াদ আরও ১০ বছর বৃদ্ধি • নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন করতে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজম স্থাপন।

নারীর মানবাধিকার-

• সংবিধান সমতা ও মানবাধিকার ধারা • মানবাধিকার সনদের কয়েকটি মূল মানবাধিকার ধারা অনুমোদন • সিডও সনদের অনুমোদন (ধারা ২ ও ১৬-১ (গ) সংরক্ষণসহ) • ১৯৯৯ সালে একটি নতুন নারী ও শিশু নির্যাতন বিল জাতীয় সংসদে কর্তৃক পাশ • বহুবিবাহ রোধে পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর বিধান • যৌতুক নিষিদ্ধ আইন ১৯৮০ ও তার সংশোধনী ১৯৮৬ • নারী ও শিশু পাচার দমন আইন-১৯৯৩ • পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ-১৯৮৫ • নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন-১৯৯৫ • মানববাধিকার কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জন্য মানবাধিকার প্রশিক্ষণ • নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ • নারী ও শিশু পাচার রোধে সহযোগিতার জন্য সার্ক আঞ্চলিক ঘোষণা • এনজিও কর্তৃক পাচারবিরোধী আন্দোলন ও উদ্ধারকৃত নারী শিশুদের পুনর্বাসন।

Dhaka University Institutional Repository

নারী ও প্রচারমাধ্যম-

● সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় নারী ইস্যু ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্বন্ধে তথ্যাদি সম্প্রচার ● সরকার ও এনজিও কর্তৃক বিভিন্ন নারী ইস্যুতে তথ্য-উপকরণ তৈরি এবং তা প্রচার ও বিতরণের মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি ● শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও টিকাদান নিয়ে টিভিতে বিশেষ ফিচার প্রচার ● নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত ইস্যুগুলির প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক বিষেষ উপকরণ তৈরি।

নারী ও পরিবেশ-

● জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা (NEMAP) নারীদের অংশগ্রহণ বিষয়টি সংযুক্ত করার প্রস্তাব উত্থাপন করেছে ● সামাজিক বনায়ন, পানি ও স্যানিটেশন এবং পরিবেশ সংরক্ষণে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা ● আর্সেনিক দূষণ ও বিপর্যয় সম্পন্ধে গণ সচেতনতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ কর্মসূচী পালন।

মেয়ে শিশু-

● জাতীয় শিশুনীতি ঘোষণা ● শিশুদের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও গ্রহণ ● মেয়ে শিশু দশক ও দশকব্যাপি কর্মপরিকল্পনা (১৯৮৭-৯৭) ● শিশু অধিকার সনদ অনুমোদন ও বাস্তবায়ন ● মেয়েদের জন্য শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী ও পৌরসভা এলাকার বাইরের মেয়েদের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পযন্ত স্ত্র বিনামূল্যে শিক্ষা ● পাঠ্যক্রমে বালিকা ও নারীদের ইতিবাচক ভাবমূর্তি চিত্রণ। জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পুনঃস্থাপন ● বালিকাদের চাহিদা যেমন- খাদ্য, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা, সংস্কৃতি ও বৃত্তিমূলক ট্রেনিং ইত্যাদির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ। ত্রিপাক্ষিক চুক্তি এবং কন্যাশিশুকে স্কুলে প্ররণে বাংলাদেশ পোষাক শিল্প মালিক সমিতি (BGMEA) ও ইউনিসেফ এর প্রকল্প ● মেয়েদের বাল্যবিবাহ রোধে মসজিদের ইমামদের জন্য প্রশিক্ষণ পাঠক্রম এবং বিয়ের নূন্যতম বয়স ও সম্মতির বিধান অনুমোদন। ● বাল্যবিবাহ, নির্যাতন, নারী ও কন্যাশিশু পাচার ও গণিকা বৃত্তি-বিরোধী আইনের কঠোর প্রয়োগ ● মেয়েদের বাল্যবিবাহ রোধে ইমাম প্রশিক্ষণ।

উপসংহার ঃ

জেন্ডার বৈষম্য শুধু বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই জেন্ডার বৈষম্য বিরাজমান, তাই জেন্ডার বৈষম্য দূর করে জেন্ডার উন্নয়নের জন্য সারা পৃথিবী ব্যাপী কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারও জাতিসংঘের সনদের আলোকে বাংলাদেশ বিরাজমান জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের এ প্রচেষ্টা অব্যাহিত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে জেন্ডার বৈষম্য দূরীভূত হবে বলে আশাবাদী।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

তথ্য উপস্থাপন
(Data Presentation)

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা ঃ-

যে কোন গবেষণার ভিত্তি হলো তথ্য। গবেষণার প্রয়োজনে এ অধ্যায়ের পূর্বে যে সমস্ত আলোচনা করা হয়েছে তার আলোকে আমি যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছি তা এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

সংগৃহীত তথ্য সমূহ:-

"জেন্ডার বৈষম্য: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য দূরীকরন ও উন্নয়নের কৌশল সমূহ" শীর্ষক গবেষণায় আমি আমার গবেষনার এলাকা নির্ধারন করেছিলাম ঢাকার শাহবাগ ও নীলক্ষেত এলাকা। উক্ত এলাকায় নারী এবং পুরুষই দিক আমার গবেষণার লক্ষ্য। এজন্য আমি বাসায় বাসায় গিয়ে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহন করেছি এবং তথ্য সংগ্রহ করেছি। যা বিভিন্ন কোডিং এর মাধ্যমে শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে এবং নিম্নে বিভিন্ন সারণীতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১। বয়সভিত্তিক অবস্থান:

আমার গবেষনার জন্য আমি প্রাপ্ত বয়স্ক ৫০ জন নারী এবং পুরুষকে বেছে নিয়েছিলাম। বয়সভেদে আমি তাদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছি। যা নিম্নে একটি টেবিলের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

সারণী নং:-১

উত্তর দাতাদের বয়স ভিত্তিক অবস্থান		
বয়স	সংখ্যা	শতকরা
২০-৩০	২৭	৫৪
৩১-৪০	১০	২০
৪১-৫০	৬	১২
৫১-৬০	৩	৬
৬১-৭০	৪	৮

উপরে টেবিলের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার দাতাদের বয়স সংখ্যা এবং শতকরা হার তুলে ধরা হয়েছে।

এবার বুঝার সুবিধার্থে গ্রাফের সাহায্যে তাদের বয়স ও শতকরা হার তুলে ধরা হলো:

চিত্র নং ১

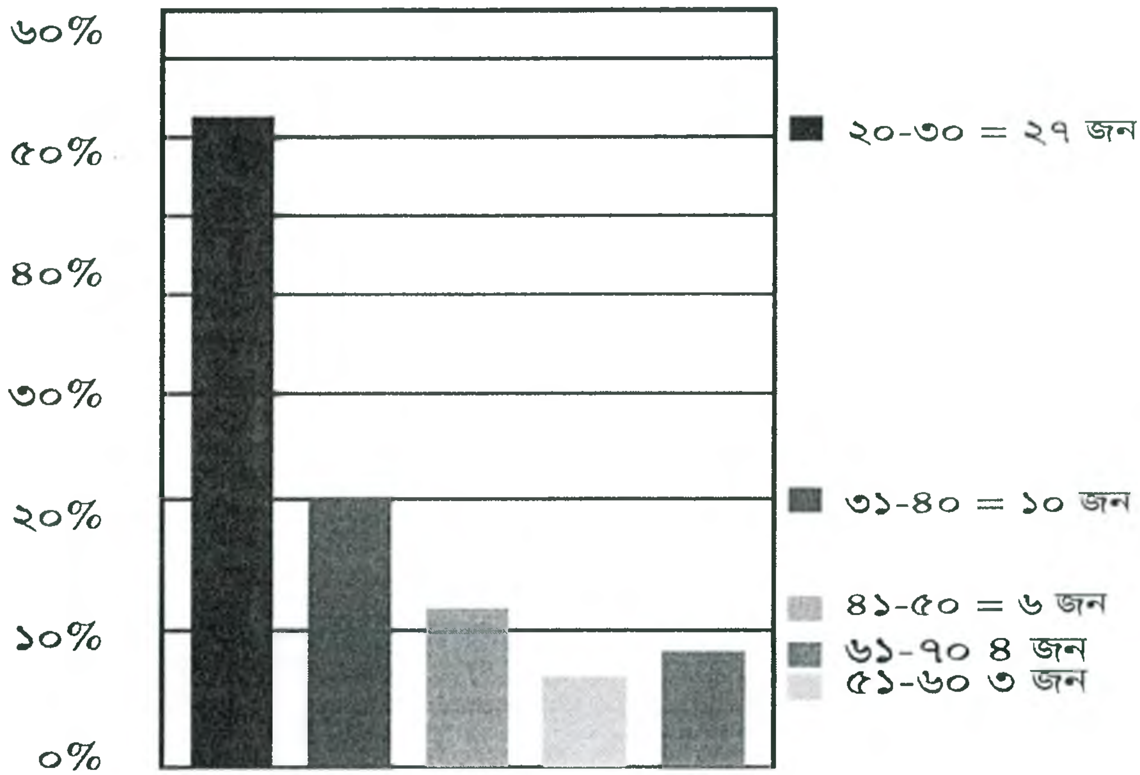

২। লিঙ্গ ভিত্তিক অবস্থান:-

আমার গবেষনা যাতে পক্ষ গ্রহন পাত দুষে দুষ্ঠ না হয় সেজন্য আমি নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের কাছে গিয়েছি এবং তাদের সাক্ষাৎকার করার মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য জানার চেষ্টা করেছি। সেহেতু আমার গবেষনা জেন্ডার নিয়ে আর জেন্ডার শব্দ শুনার পর অন্তত শিক্ষিত মহলের চোখে নারী সমাজের সামাজিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক, শিক্ষা-চাকরী তথা সার্বিক চিত্র ফুটে উঠে। আর আমি একজন পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও ইনিয়ে বিনিয়ে বেশির ভাগ নারীদের বক্তব্য জানতে চেষ্টা করেছি এবং পুরুষদেরকেও আমার গবেষনায় স্থান দিয়েছি। নিচে

একটি সরনীর সাহায্যে তাদের অবস্থান তুলে ধরা হলো:

লিঙ্গ	সংখ্যা	শতকরা
নারী/মহিলা	৪১	৮২
পুরুষ	৯	১৮

এবার বুঝার সুবিধার্থে গ্রাফের সাহায্যে তাদের অবস্থান ও শতকরা হার তুলে ধরা হলো:

চিত্র নং ২

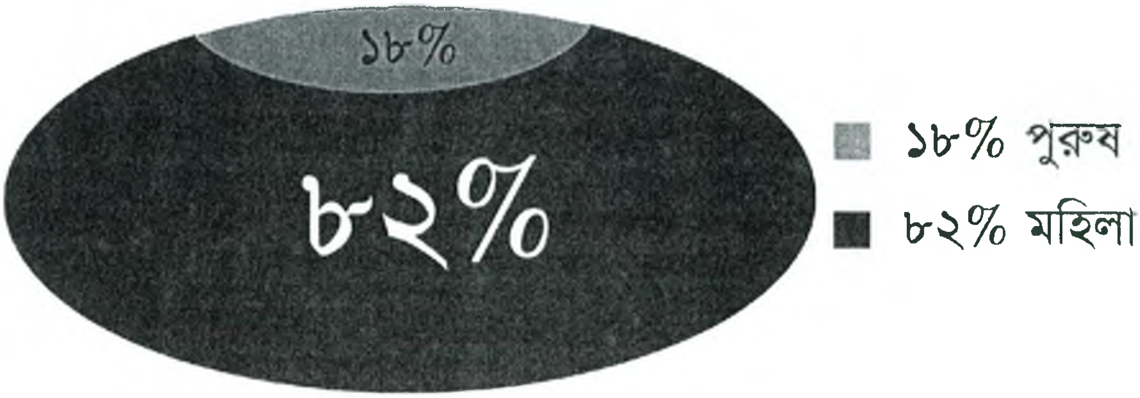

৩। পেশা ভিত্তিক অবস্থান:

পেশা আমার গবেষনা যাতে পক্ষপাত দুষে দুষ্ঠ না হয় সেজন্য আমি নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল পেশার মানষের কাছে গিয়েছি এবং তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহন করার মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য জানার চেষ্ঠা করেছি।

নিচে একটি সারণীর সাহায্যে পেশাভিত্তিক অবস্থান তুলে ধরা হলো:

পেশা	সংখ্যা	শতকরা
চাকুরি	২০	৪০
গৃহিনী	২০	৪০
ব্যবসায়ী	৬	১২
ছাত্র/ছাত্রী	৪	৮

Dhaka University Institutional Repository

এবার বুঝার সুবিধার্থে গ্রাফের সাহায্যে তাদের অবস্থান ও শতকরা হার তুলে ধরা হলো:

চিত্র নং ৩

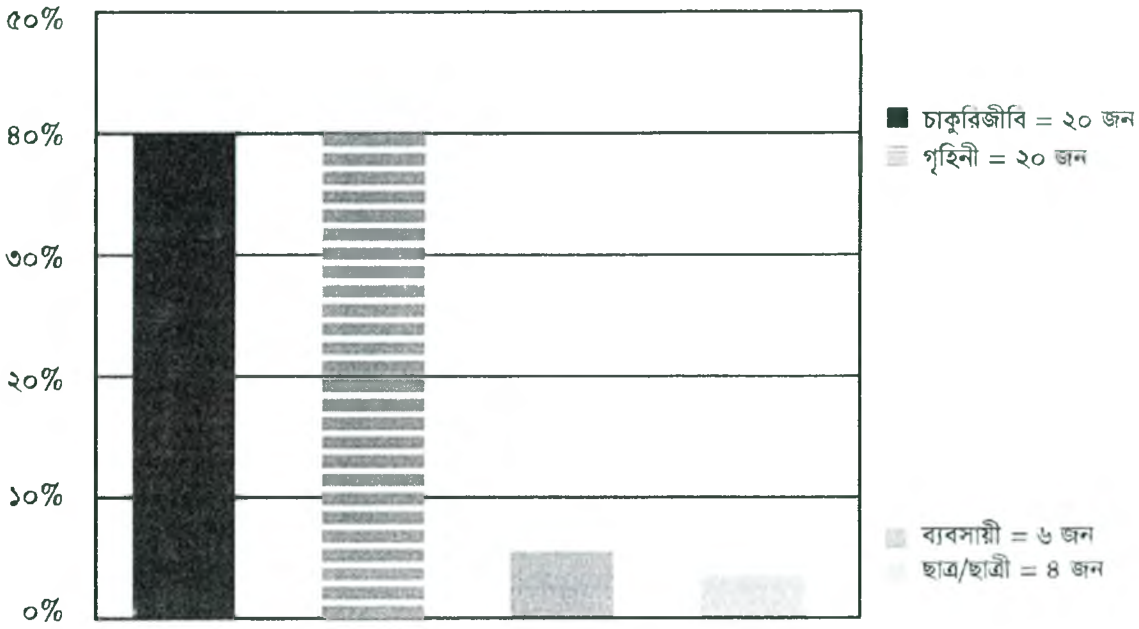

৪। শিক্ষা ভিত্তিক অবস্থান:

শিক্ষাই সমাজের বা রাষ্ট্রের মূল চালিকা শক্তি। নারীরা পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ হলো তাদেরকে শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে রাখা হয়েছে এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্ঠি করা হয়েছে।

নিচে একটি সারণীর সাহায্যে শিক্ষাভিত্তিক অবস্থান তুলে ধরা হলো:

শিক্ষা	সংখ্যা	শতকরা
৫ম শ্রেণী- ১০ম	৩	৬
এস,এস,সি- এইচ,এস,সি	১০	২০
এইচ, এস,সি এর উপরে	৩৭	৭৪

এবার বুঝার সুবিধার্থে গ্রাফের সাহায্যে তাদের অবস্থান ও শতকরা হার তুলে ধরা হলো:

চিত্র নং ৪

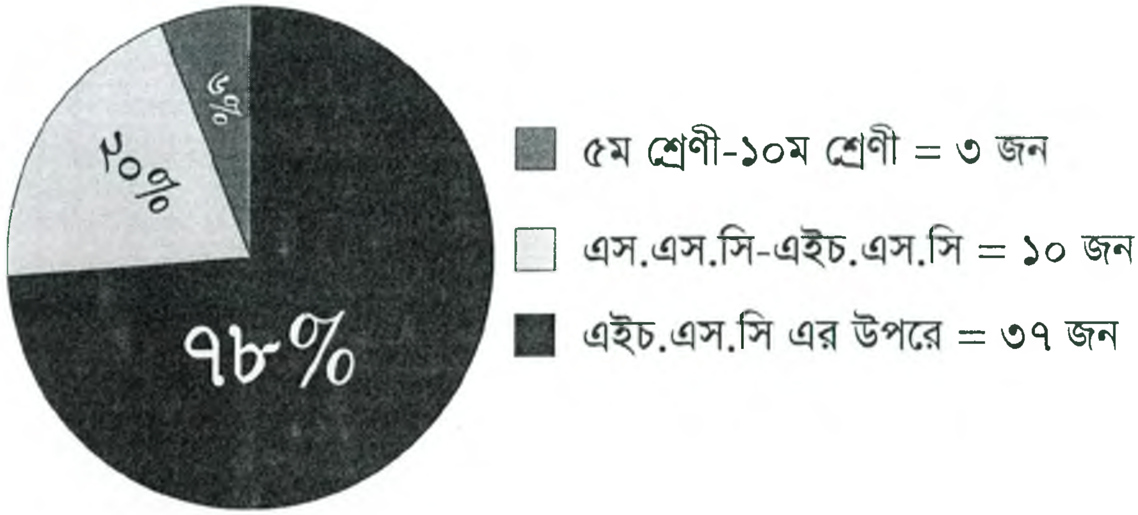

৫। বাংলাদেশে কি জেন্ডার বৈষম্য বিরাজমান?

নিচে একটি সারণীর সাহায্যে অবস্থান তুলে ধরা হলো:

মতামত	সংখ্যা	শতকরা
হ্যা	৫০	১০০
না	০	০

Dhaka University Institutional Repository

এবার বুঝার সুবিধার্থে গ্রাফের সাহায্যে তাদের অবস্থান ও শতকরা হার তুলে ধরা হলো:

চিত্র নং ৫

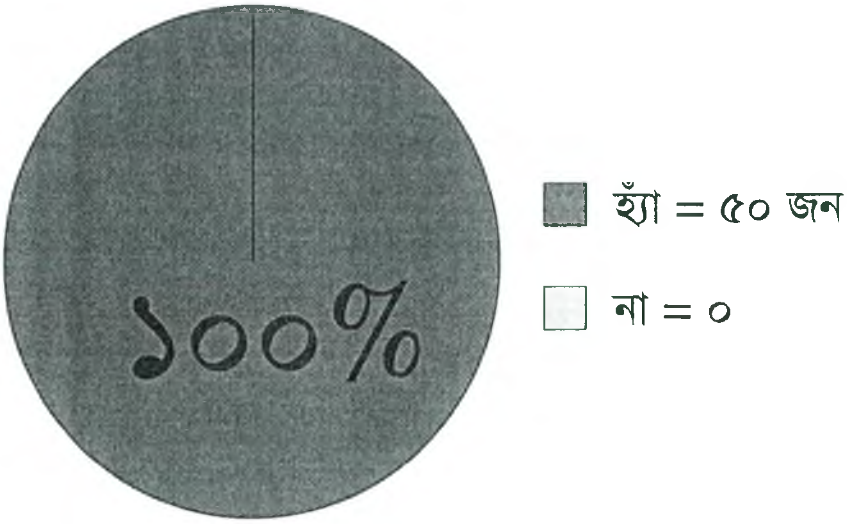

৬। বাংলাদেশে কেন জেন্ডার বৈষম্য বিরাজমান?

নিচে একটি সারণীর সাহায্যে অবস্থান তুলে ধরা হলো:

মতামত	সংখ্যা	শতকরা
১. সামাজিক দৃষ্ঠিভঙ্গি/কারন	৩	৬
২. ইসলামীক কারন/ ভূমিকা	৫	১০
৩. অশিক্ষা	৪	৮
৪. পুরুষতান্ত্রিক সমাজ	৩০	৬০

Dhaka University Institutional Repository

৫. সচেতনতার অভাব/ শিক্ষার অভাব	২	৪
৬. বৈশ্বিক প্রভাব ও দেশীয় সেকেলে মানসিকতা	১	২
৭. অনেক আগ থেকে চলে আসছে	১	২
৮. ধর্মীয় সুশাসন ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা	২	৪
৯. আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট	২	৪

৭। কোন কোন ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য আছে বলে আপনি মনে করেন?

নিচে একটি সারণীর সাহায্যে অবস্থান তুলে ধরা হলোঃ

মতামত	সংখ্যা	শতকরা
১. সমাজের সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক।	২৫	৫০
২. পরিবার, শিক্ষা, চাকুরী	৭	১৪
৩. সামাজিক, পরিবার, অর্থনৈতিক	৮	১৬
৪. চাকুরী, পরিবার	৩	৬
৫. সম্পত্তির ভোগ বন্টন	১	২
৬. লালন-পালন সম্পত্তি অংশিদারিত্ত	১	২
৭. শিক্ষা বাল্যবিবাহ	৩	৬
৮. পরিবহন ও যাত্রী সেবা	১	২
৯. স্বাধীনতা, শিক্ষা, কর্মজীবন	১	২

Dhaka University Institutional Repository

৮। বাংলাদেশে জেন্ডার বৈষম্য কি দূর করা সম্ভব?

নিচে একটি সারণীর সাহায্যে অবস্থান তুলে ধরা হলো:

মতামত	সংখ্যা	শতকরা
হ্যা	‘৪৮	৯৬
না	২	৪

এবার বুঝার সুবিধার্থে গ্রাফের সাহায্যে তাদের অবস্থান ও শতকরা হার তুলে ধরা হলো:

চিত্র নং ৬

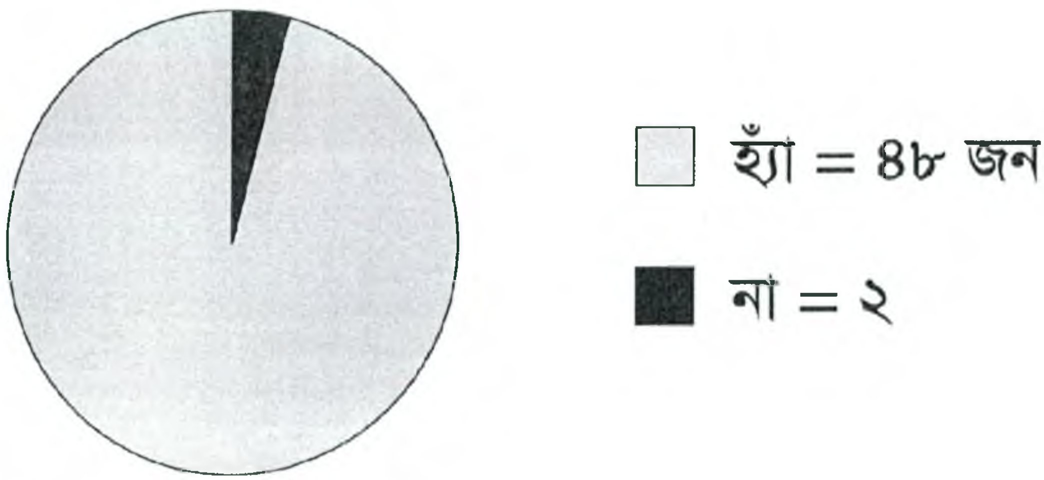

৯। জেন্ডার বৈষম্য দূর করার কৌশল গুলো কি কি?

নিচে একটি সারণীর সাহায্যে অবস্থান তুলে ধরা হলো:

মতামত	সংখ্যা	শতকরা
১. দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সামাজিক আচার আচরন ও প্রতিষ্ঠানের আয়নিক পরিবর্তন	৬	১২
২. সামাজিক সচেতনতা ও শিক্ষা	৭	১৪

Dhaka University Institutional Repository

৩. নারীর ক্ষমতায়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধ	২০	৪০
৪. শিক্ষা, সামাজিক মূল্যবোধ	৩	৬
৫. আইন প্রয়োগ	৩	৬
৬. নারী শিক্ষা: উন্নয়ন, নারীদের কর্মে উৎসাহ ও সুযোগ প্রদান	৬	১২
৭. মনমানসিকতার পরিবর্তন	১	২
৮. বাস্তবভিত্তিক ও মূল্যবোধ বৃদ্ধিকারী শিক্ষা ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা	১	২
৯. পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন	২	৪
১০. সেকেলে মনোভাব দূরীকরণ সুশিক্ষা ও মুক্ত বৃদ্ধি চর্চা	১	২

১০। জেন্ডার বৈষম্য দূর করলে যারা বৈষম্যের শিকার তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কি উন্নতি হবে?

নিচে একটি সারণীর সাহায্যে অবস্থান তুলে ধরা হলো:

মতামত	সংখ্যা	শতকরা
হ্যা	৫০	১০০
না	০	০

এবার বুঝার সুবিধার্থে গ্রাফের সাহায্যে তাদের অবস্থান ও শতকরা হার তুলে ধরা হলো:

চিত্র নং ৭

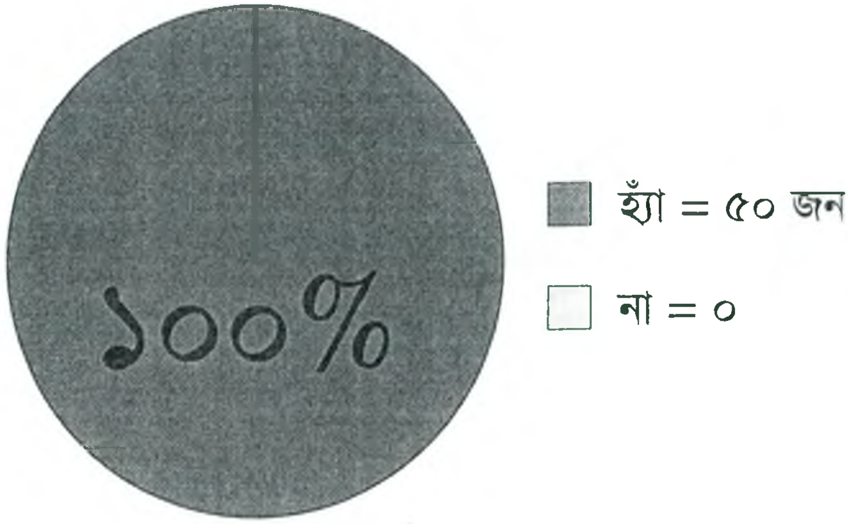

১১। জেন্ডার বৈষম্যের জন্য কি শুধু সরকারই দায়ী না আবহমান কাল থেকে চলে আসা কুসংস্কার ও রীতিনীতি দায়ী?

নিচে একটি সারণীর সাহায্যে অবস্থান তুলে ধরা হলো:

মতামত	সংখ্যা	শতকরা
সরকারই দায়ী	৫	১০
কুসংস্কার ও রীতিনীতি দায়ী	১০	২০
উভয়ই	৩৫	৭০

এবার বুঝার সুবিধার্থে গ্রাফের সাহায্যে তাদের অবস্থান ও শতকরা হার তুলে ধরা হলো:

চিত্র নং ৮

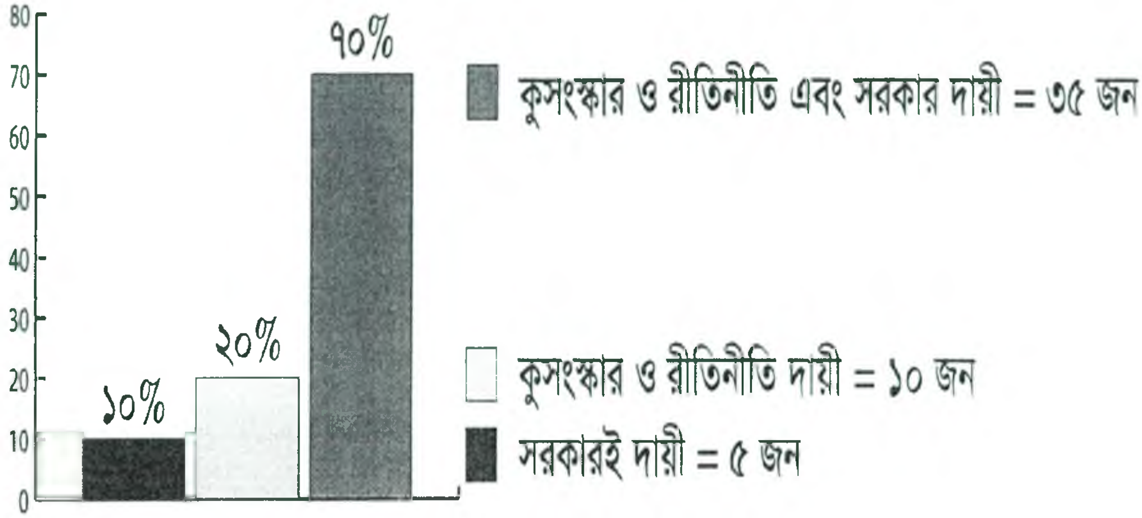

১২। জেন্ডার সমতার জন্য আবহমান কালের কুসংস্কার ও রীতিনীতি দূর করার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

নিচে একটি সারণীর সাহায্যে অবস্থান তুলে ধরা হলো:

মতামত	সংখ্যা	শতকরা
১) সুশিক্ষা ও পারিবারিক শিক্ষা	১৩	২৬
২) শিক্ষার উন্নয়ন ও গনমাধ্যমের ভূমিকা	২০	৪০
৩) সর্বক্ষেত্রে প্রচারনা এবং প্রয়োগ নিশ্চিত করা	৩	৬
৪) সুশিক্ষিত হয়ে কুসংস্কার বর্জন করতে হবে	২	৪
৫) প্রত্যেক ক্ষেত্রে নারীদের যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে।	২	৪
৬) শিক্ষা ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্ঠি	৩	৬
৭) সভা সেমিনার সিম্পোজিয়াম সচেতনতামূলক নাটিকা	২	৪
০৮) সুশিক্ষা, মুক্ত বুদ্ধি চর্চাও সরকারের আন্তরিকতা	৫	১০

১৩। জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের জন্য নারী সমাজের কি সচেতন হওয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন?

নিচে একটি সারণীর সাহায্যে অবস্থান তুলে ধরা হলো:

	হ্যা	না	অভিন্ন মাতামত
সংখ্যা	৪৫	০	৫
শতকরা	৯০	০	১০

এবার বুঝার সুবিধার্থে গ্রাফের সাহায্যে তাদের অবস্থান ও শতকরা হার তুলে ধরা হলো:

চিত্র নং ৯

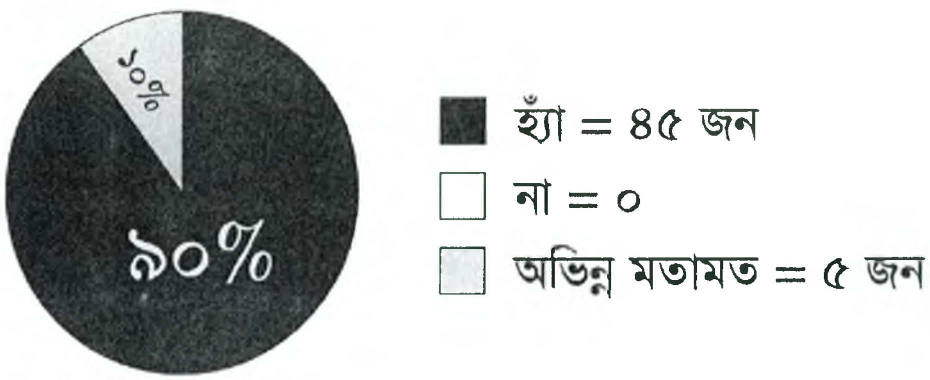

১৪। জেন্ডার বৈষম্যের কারনেই কি নারীরা নির্যাতন, নিপীড়ন, শোষন ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে ?

নিচে একটি সারণীর সাহায্যে অবস্থান তুলে ধরা হলো:

	হ্যা	না	অভিন্ন মাতামত
সংখ্যা	৪৬	০	৪
শতকরা	৯২	০	৮

Dhaka University Institutional Repository

এবার বুঝার সুবিধার্থে গ্রাফের সাহায্যে তাদের অবস্থান ও শতকরা হার তুলে ধরা হলো:

চিত্র নং ১০

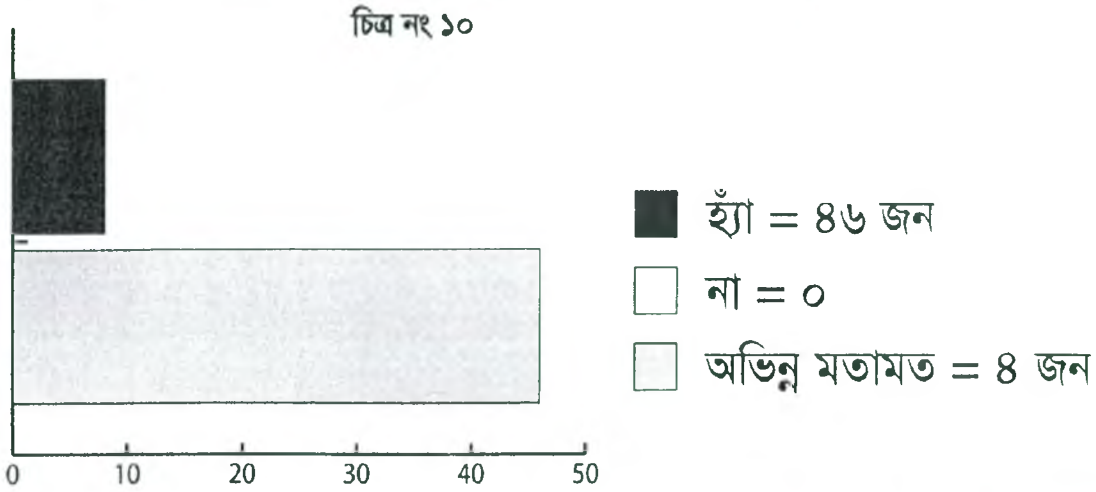

১৫। জেন্ডার বৈষম্যের কারনেই কি নারীরা পরিবার, সমাজ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ?

নিচে একটি সারণীর সাহায্যে অবস্থান তুলে ধরা হলো:

মতামত	সংখ্যা	শতকরা
হ্যা	৫০	১০০
না	০	০

এবার বুঝার সুবিধার্থে গ্রাফের সাহায্যে তাদের অবস্থান ও শতকরা হার তুলে ধরা হলো:

চিত্র নং ১০

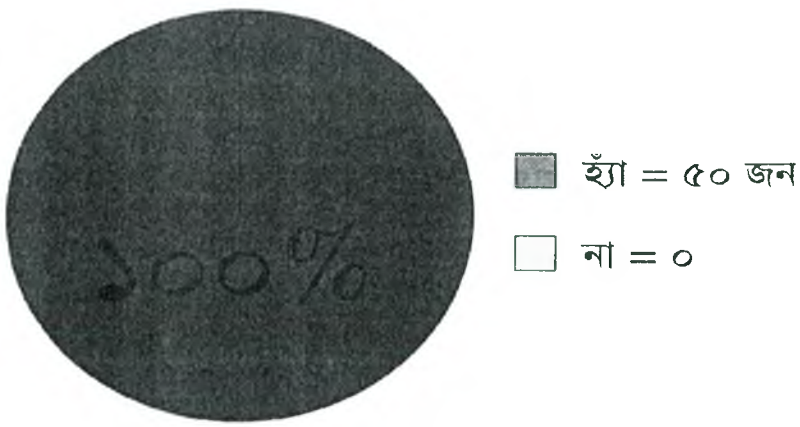

Dhaka University Institutional Repository

১৬। বাংলাদেশের উন্নয়ন জেন্ডার বৈষম্যে দূষীত হওয়াই নারীরা উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড থেকে কি বঞ্চিত হচ্ছে?

নিচে একটি সারণীর সাহায্যে অবস্থান তুলে ধরা হলো:

মতামত	সংখ্যা	শতকরা
হ্যা	৪৮	৯৬
না	২	৪

এবার বুঝার সুবিধার্থে গ্রাফের সাহায্যে তাদের অবস্থান ও শতকরা হার তুলে ধরা হলো:

চিত্র নং ১০

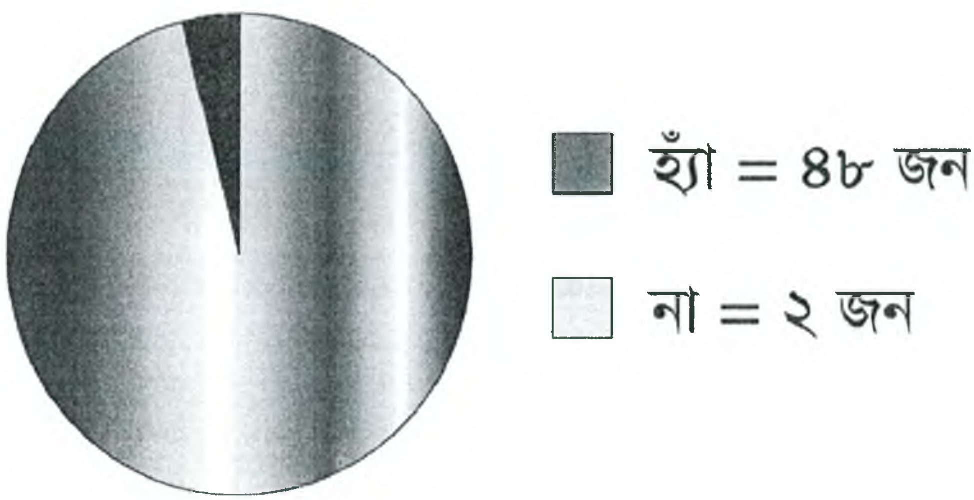

Dhaka University Institutional Repository

১৭। জেন্ডার বৈষম্যের কারনে কি নারীরা নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে?

নিচে একটি সারণীর সাহায্যে অবস্থান তুলে ধরা হলো:

মতামত	সংখ্যা	শতকরা
হ্যা	৪৮	৯৬
না	২	৪

এবার বুঝার সুবিধার্থে গ্রাফের সাহায্যে তাদের অবস্থান ও শতকরা হার তুলে ধবা হলো:

চিত্র নং ১১

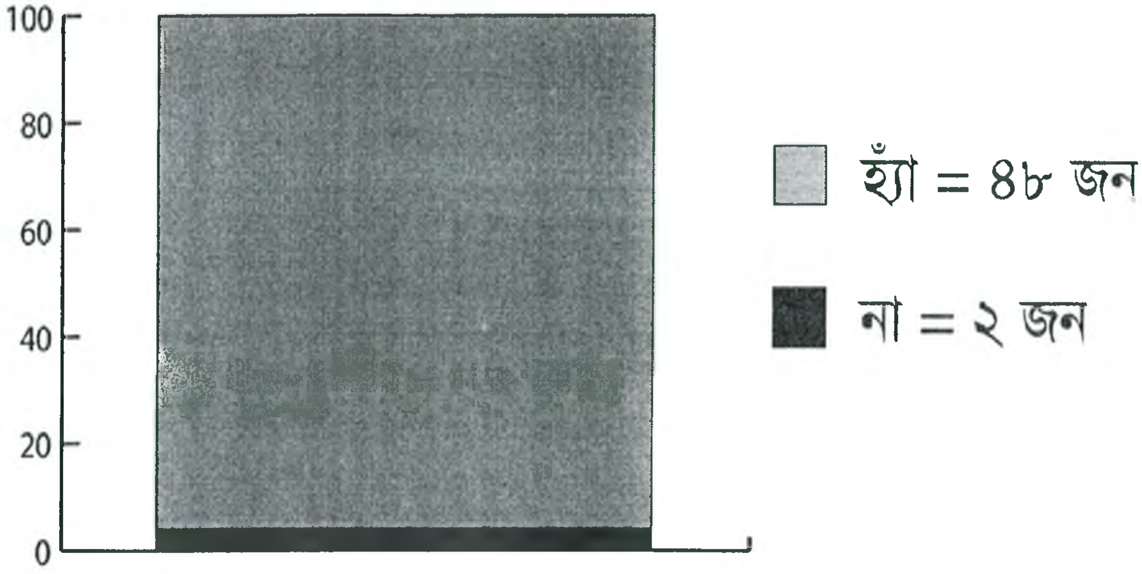

Dhaka University Institutional Repository

১৮। জেন্ডার বৈষম্যের জন্য কি পিতৃতন্ত্র, সমাজ ব্যবস্থা ও পরিবার দায়ী?

নিচে একটি সারণীর সাহায্যে অবস্থান তুলে ধরা হলো:

মতামত	সংখ্যা	শতকরা
পিতৃতন্ত্র	৭	১৪
সমাজ ব্যবস্থা	৮	১৬
উভয়	৩০	৬০
অভিন্ন মতামত	৫	১০

এবার বুঝার সুবিধার্থে গ্রাফের সাহায্যে তাদের অবস্থান ও শতকরা হার তুলে ধরা হলো:

চিত্র নং ১২

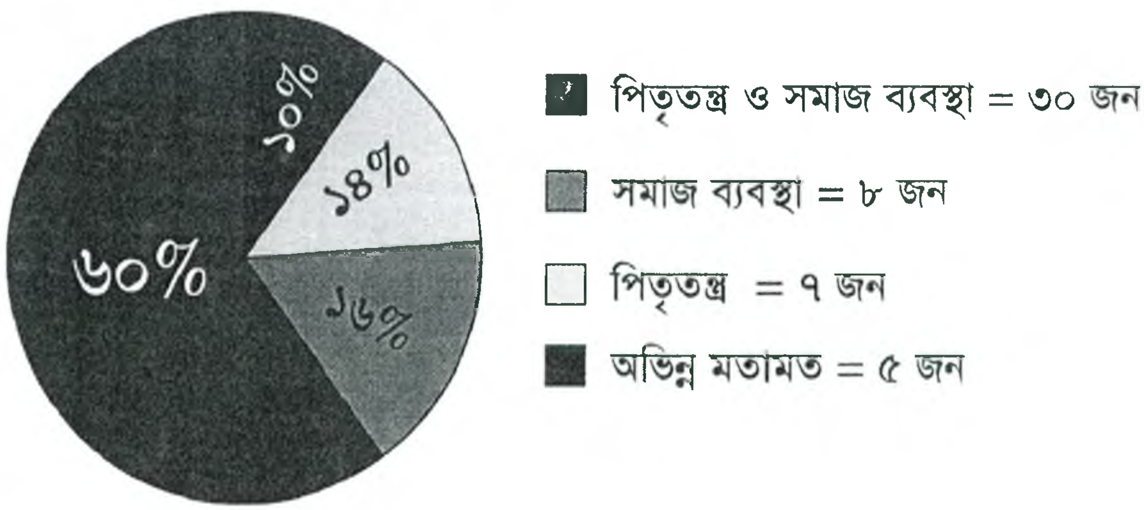

Dhaka University Institutional Repository

১৯। পুরুষদের উদাসীনতাই কি জেন্ডার বৈষম্য সৃষ্টি ও নারীদের সমঅধিকারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে?

নিচে একটি সারণীর সাহায্যে অবস্থান তুলে ধরা হলো:

	হ্যা	না	অভিন্ন মাতামত:
সংখ্যা	৪০	২	৮
শতকরা	৮০	৪	১৬

এবার বুঝার সুবিধার্থে গ্রাফের সাহায্যে তাদের অবস্থান ও শতকরা হার তুলে ধরা হলো:

চিত্র নং ১৩

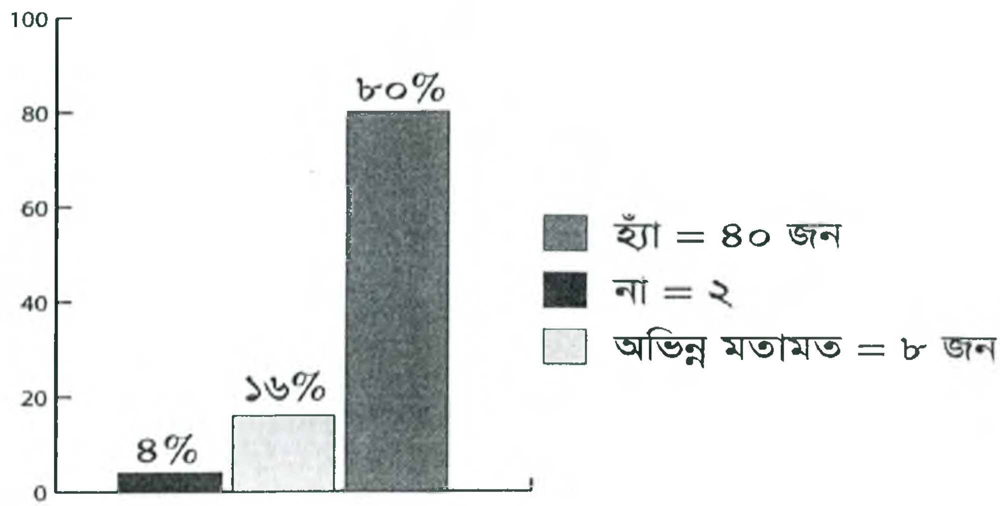

Dhaka University Institutional Repository

২০। জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরনের জন্য ধর্মীয় মূল্যবোধ রীতি নীতি কি কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি করেছে?

নিচে একটি সারণীর সাহায্যে অবস্থান তুলে ধরা হলো:

	হ্যা	না	অভিন্ন মাতামত:
সংখ্যা	৩৫	১০	৫
শতকরা	৭০	২০	১০

এবার বুঝার সুবিধার্থে গ্রাফের সাহায্যে তাদের অবস্থান ও শতকরা হার তুলে ধরা হলো:

চিত্র নং ১৪

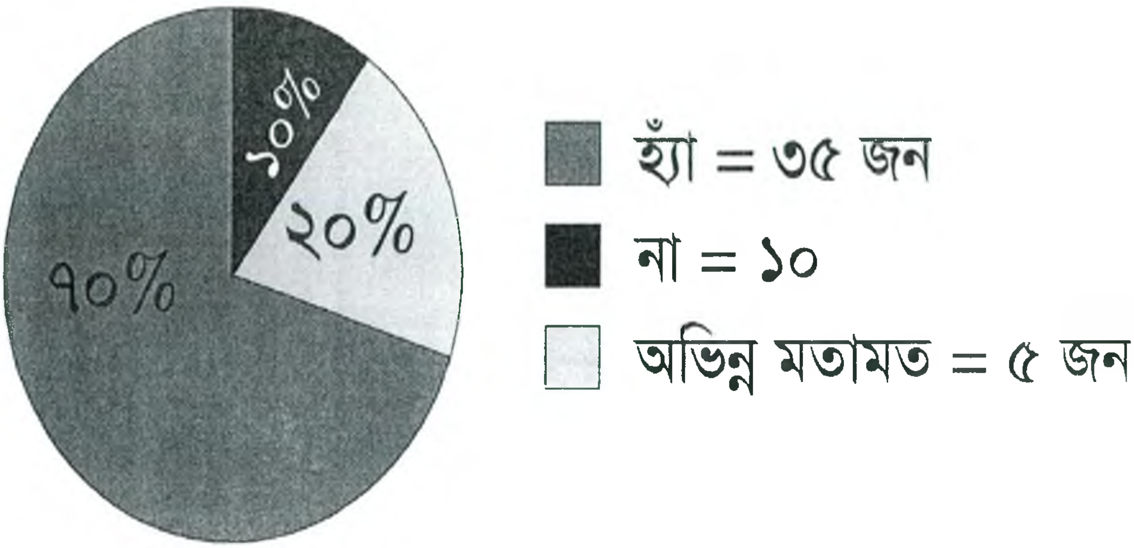

Dhaka University Institutional Repository

২১। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য দূরীকরন ও উন্নয়নের জ ন্য কি কি কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে?

নিচে একটি সারণীর সাহায্যে অবস্থান তুলে ধরা হলো:

মতামত	সংখ্যা	শতকরা
১) নারীদের তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং সকলের সচেতনতা সৃষ্টি।	১০	২০
২) শিক্ষার হার বৃদ্ধি নারীর ক্ষমতায়ন	২০	৪০
৩) আইনের বাস্তবায়ন	৫	১০
৪) ধর্মীয় মূল্যবোধ	৫	১০
৫) নারীরা একত্র হয়ে, জোট বদ্ধ হয়ে সমাজ বদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে	১	২
৬) সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গি ও মূল্যবোধ সৃষ্টি	২	৪
৭) সঠিক শিক্ষা এবং পুরুষদের সহযোগিতা	৭	১৪

২২। জেন্ডার বৈষম্যের জন্য দারিদ্রতা কি কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি করেছে?

নিচে একটি সারণীর সাহায্যে অবস্থান তুলে ধরা হলো:

মতামত	সংখ্যা	শতকরা
হ্যা	৪২	৮৪
না	৮	১৬

Dhaka University Institutional Repository

এবার বুঝার সুবিধার্থে গ্রাফের সাহায্যে তাদের অবস্থান ও শতকরা হার তুলে ধরা হলো:

চিত্র নং ১৪

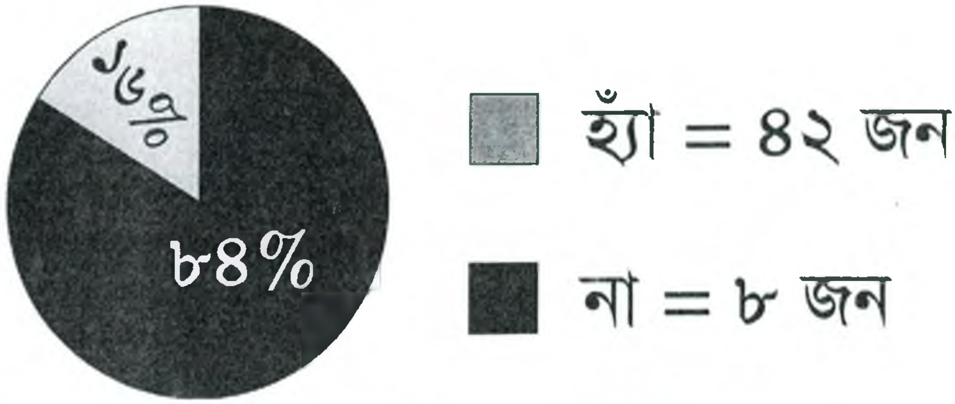

২৩। জেন্ডার বৈষম্য সৃষ্টি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা কি কোন প্রকার ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

নিচে একটি সারণীর সাহায্যে অবস্থান তুলে ধরা হলো:

মতামত	সংখ্যা	শতকরা
হ্যা	৪০	৮০
না	১০	২০

এবার বুঝার সুবিধার্থে গ্রাফের সাহায্যে তাদের অবস্থান ও শতকরা হার তুলে ধরা হলো:

চিত্র নং ১৫

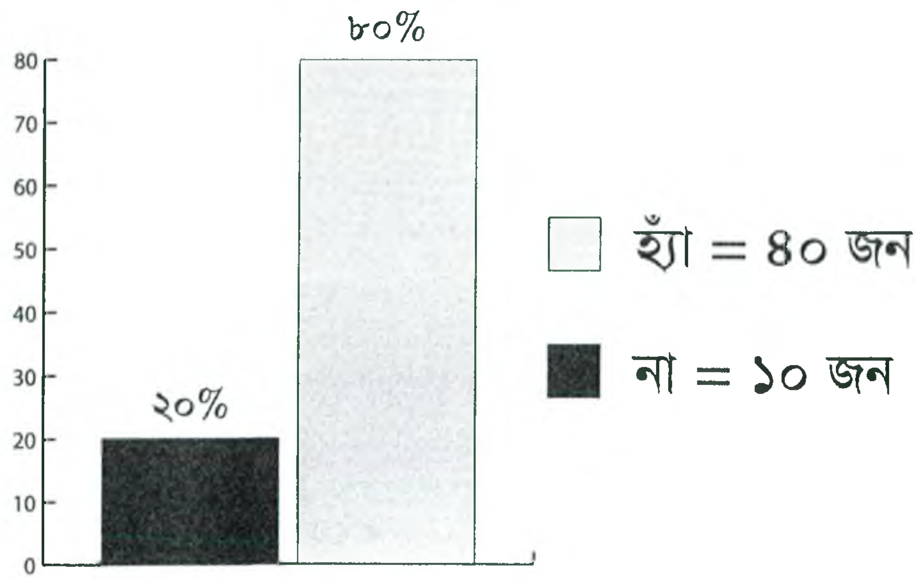

Dhaka University Institutional Repository

২৪। জেন্ডার উন্নয়নের জন্য কি নারীর ক্ষমতায়ন প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

নিচে একটি সারণীর সাহায্যে অবস্থান তুলে ধরা হলো:

মতামত	সংখ্যা	শতকরা
হ্যা	৫০	১০০
না	০	০

এবার বুঝার সুবিধার্থে গ্রাফের সাহায্যে তাদের অবস্থান ও শতকরা হার তুলে ধরা হলো:

চিত্র নং ১৬

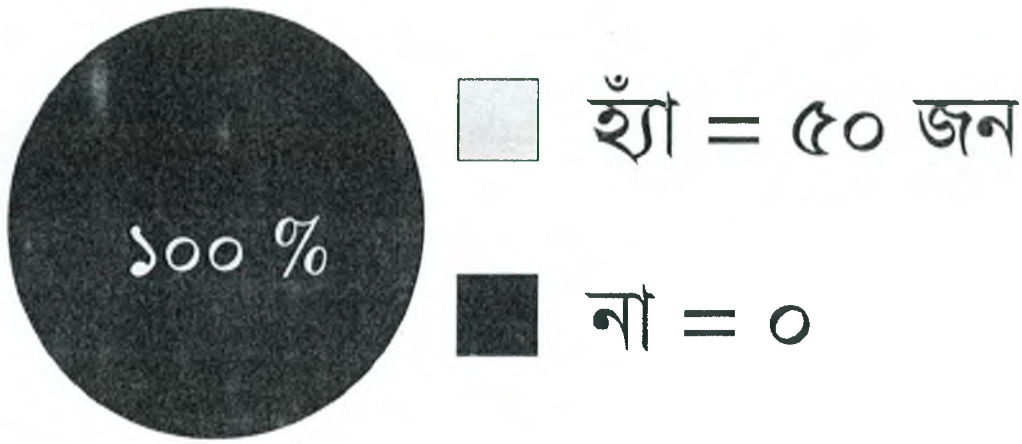

উপসংহার ঃ

গবেষণার প্রয়োজনে উত্তর দাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার জন্য যে প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছিল তার আলোকে উত্তর দাতাগন যে সমস্ত মতামত ব্যক্ত করেছেন, এ অধ্যায়ে তা বিভিন্ন টেবিল এবং চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো। যাতে বিষয়টি সকলে সহজে অনুধাবন করতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

তথ্য বিশ্লেষণ

(Data Analysis)

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা ঃ

"এ বিশ্বে যা কিছু আছে চির কল্যাণকর/ অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।" এ মহান বাণীর সারমর্ম অনেক ব্যাপক বিস্তৃত। সৃষ্টি প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত পুরুষ এবং নারী মিলে আদীম যুগের অবসান ঘটিয়ে আধুনিক যুগের সূচনা করেছেন। নারী-পুরুষ একে অন্যের সম্পূরক ও পরিপূরক। নারী ছাড়া পুরুষ যেমনই অচল তেমনি পুরুষ ছাড়া নারীও কখনও সচল হতে পারে না। উভয়ের সম্মলিত প্রচেষ্ঠায়ই আজকের এ সুন্দর সমাজ। কিন্তু সুযোগ সুবিধা ভোগ করার ক্ষেত্রে নারীরা উপেক্ষিত। নারীদেরকে চার দেয়ালের ভিতরে রাখা হয় আর বাহিরের জগতে বের হলে বিভিন্ন ভাবে নির্যাতনের স্বীকার হতে হয়, তাদের অধীকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। আর নারীকে নিভৃতে অশ্রু বিসর্জন দিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়। কিন্তু যদি সভ্যতা সৃষ্টির পিছনে কাজের অবদান থাকে, তবে হেসে-খেলে বাঁচারও অধিকার রয়েছে তাদের। এজন্য এ বিষয়ের উপর মনস্তাত্তিক গবেষণার একান্ত প্রয়োজন।

তাই আমার গবেষণা যেন সঠিক পথে পরিচালিত হয়, সে জন্য আমি ৫০জন উত্তর দাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলাম। এদের মধ্যে বিভিন্ন বয়সের যেমন ২০-৩০ বছর বয়সের শতকরা ৫৪জন, ৩১-৪০ বছর বয়সের শতকরা ২০জন, ৪১-৫০ বছর বয়সের শতকরা ১২জন, ৫১-৬০ বছর বয়সের শতকরা ৬জন, ৬১-৭০ বছর বয়সের শতকরা ৮জন।

গবেষণায় পুরুষ ও নারী উভয়কে প্রাধান্য দিয়ে মতামত নেয়ার চেষ্টা করেছি। এজন্য আমি যাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি তাদের মধ্যে নারী ছিলেন শতকরা ৮২জন এবং পুরুষ ছিলেন শতকরা ১৮জন।

আমার গবেষণা যাতে পক্ষপাতদুষ্ট না হয় সেজন্য আমি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিভিন্ন পেশার মানুষের কাছে গিয়েছি এবং তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি। আমি যাদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি। ছাত্রী-ছাত্রী শতকরা ৮ জন, ব্যবসায়ী শতকরা ১২, চাকুরীজীবি শতকরা ৪০জন এবং শতকরা ৪০জন ছিলেন গৃহিনী।

শিক্ষা ছাড়া কোন জাতী উন্নতি লাভ করতে পারে না। নারীদের পিছিয়ে পড়ার একমাত্র কারণ হলো শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা। নারীরা চাকুরি, রাজনীতি, অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছেন একমাত্র শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার জন্য। জীবনের সর্বক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আমার গবেষণায় যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে শিক্ষার দিক দিয়ে ৫ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত শতকরা ৬ জন, এস.এস.সি থেকে এইচ.এস.সি পর্যন্ত শতকরা ২০ জন এবং শতকরা ৭৪জন উত্তর দাতা ছিলেন এইচ.এস.সি থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত।

জেন্ডার বৈষম্যের উপর গবেষণা করতে গিয়ে ৫০জন উত্তর দাতাদের নিকট থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি। তাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, বাংলাদেশে কি জেন্ডার বৈষম্য বিরাজমান। প্রত্তুতরে কোন উত্তরা দাতাই বাংলাদেশ কোন জেন্ডার বৈষম্য নেই বলে মতামত দেন নি। সকল উত্তর দাতাই বাংলাদেশে জেন্ডার বৈষম্যই আছে বলে মতামত দিয়েছেন। অর্থাৎ শতকরা ১০০জনই বাংলাদেশে জেন্ডার বৈষম্য আছে বলে মতামতা ব্যক্ত করেছেন।

আমি যাদের নিকট থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলাম তাদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, বাংলাদেশে কেন জেন্ডার বৈষম্য বিরাজমান। তখন উত্তর দাতারা বিভিন্ন ভাবে সাবলিল ভাষায় তাদের মতামত প্রকাশ করে। যেমন- শতকরা ৬জন বলেছেন সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গীর কারণে, শতকরা ১০জন বলেছেন ইসলামী ভূমিকার কারণে, শতকরা ৮ জন বলেছেন অশিক্ষার কারণে, শতকরা ৪জন বলেছেন সচেতনতার অভাব ও শিক্ষার অভাবের কারণে, শতকরা ২জন বলেছেন বৈশ্বিক প্রভাব ও দেশীয় শেকেলে মানষিকতা, শতকরা ২ জন বলেছেন

Dhaka University Institutional Repository

অনেক আগ থেকে বৈষম্য চলে এসেছে এজন্য, শতকরা ৪জন বলেছেন- ধর্মীয় সুশাসন ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা, শতকরা ৪জন বলেছেন আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন শতকরা ৬০জন।

"জেন্ডার বৈষম্য ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের কৌশল সমূহ" এর উপর গবেষণা করতে গিয়ে যাদের নিকট থেকে সাক্ষাতৎকার গ্রহণ করেছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কোন কোন ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য বিরাজমান। তখন তারা বিভিন্ন ভাবে সাবলিল ভাষায় তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। যেমন- শতকরা ২ জন বলেছেন স্বাধীনতা শিক্ষা ও কর্ম জীবন, শতকরা ২ জন বলেছেন পরিবহন ও যাত্রী সেবা, শতকরা ২ জন লালন-পালন ও সম্পত্তি অংশীদারীত্ব, শতকরা ২ জন বলেছেন সম্পত্তি ভোগ বন্টন, শতকরা ৬জন বলেছেন চাকুরী ও পরিবার, শতকরা ৬জন বলেছেন- শিক্ষা ও বাল্য বিবাহ, শতকরা ১৪ জন বলেছেন- পরিবার-শিক্ষা ও চাকুরি, শতকরা ১৬জন বলেছেন- সামাজিক,পরিবার ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং সমাজের সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য বিরাজমান বলে শতকরা ৫০জন উত্তর দাতা মতামত ব্যক্ত করেন।

আমার গবেষণা কর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে আমি যে সকল উত্তর দাতাদের সাক্ষাৎ গ্রহণ করেছি তাদের মধ্যে শতকরা ৪জন বলেছেন- বাংলাদেশে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা সম্ভব নয়, কিন্তু শতকরা ৯৬জন উত্তর দাতাই বাংলাদেশে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা সম্ভব বলে তাদের সুচিন্তিত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

জেন্ডার বৈষম্যঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়নের কৌশল সমূহ সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে উত্তর দাতাদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, বাংলাদেশে জেন্ডার বৈষম্য দূর করার কৌশলগুলো কি? তখন উত্তর দাতারা বিভিন্ন ভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন এবং যেমন- শতকরা ২জন বলেছেন- সেকেলে মনভাব দূরীকরণ, সুশিক্ষা ও মুক্ত বুদ্ধি চর্চা। শতকরা ৪ জন বলেছেন- পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, শতকরা ২ জন বলেছেন বাস্তব ভিত্তিক ও মূল্যবোধ বৃদ্ধিকারী শিক্ষা ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা, শতকরা ২ বলেছেন মন-মানষিকতার পরিবর্তন, শতকরা ৬জন বলেছেন আইন প্রয়োগ, শতকরা ৬জন বলেছেন শিক্ষা ও সামাজিক মূল্যবোধ, শতকরা ১২ জন বলেছেন নারী শিক্ষা উন্নয়ন ও নারীদের কর্মে উৎসাহ ও সুযোগ প্রদান। শতকরা ১৪জন বলেছেন সামাজিক সচেতনতা ও শিক্ষা, শতকরা ১২ জন বলেছেন- দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ও সামাজিক আচার-আচরণ ও প্রতিষ্ঠানের আয়নিক পরিবর্তন এবং শতকরা ৪০জন উত্তর দাতাই, নারীর ক্ষমতায়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধ প্রভৃতিকে জেন্ডার বৈষম্য দূর করার কৌশল বলে উল্লেখ করেন।

জেন্ডার বৈষম্য দূর করলে যারা বৈষম্যের শিকার তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার কি উন্নতি হবে, যখন এ প্রশ্ন করা হয়েছিল- তখন সকল উত্তর দাতাই অর্থাৎ শতকরা ১০০ জন উত্তর দাতাই বৈষম্যের শিকারদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে বলে জোরালো ব্যক্ত করেন।

জেন্ডার বৈষম্যের জন্যই সরকারই দায়ী- না আবহমানকাল থেকে চলে আসা কুসংস্কার ও রীতি নীতি দায়ী, যখন উত্তর দাতাদেরকে এ প্রশ্ন করা হয়েছিল তখন উত্তর দাতাদের শতকরা ১০জন বলেছেন সরকারই দায়ী, শতকরা ২০ জন বলেছেন- কুসংস্কার ও রীতি-নীতি দায়ী এবং শতকরা ৭০জন উত্তর দাতাই জেন্ডার বৈষম্যের জন্য সরকার, কুসংস্কার ও রীতি-নীতিকে দায়ী করেছেন।

জেন্ডার সমতার জন্য আবহমানকালের কুসংস্কার ও রীতি-নীতি দূর করার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, এ প্রশ্ন যখন উত্তর দাতাদেরকে করা হয়েছিল, তখন উত্তর দাতারা বিভিন্ন ভাবে সাবলিল ভাষায় তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। যেমন- শতকরা ৪জন বলেছেন- সভা, সেমিনার, সিমপোজিয়াম ও সচেতনতামূলক

Dhaka University Institutional Repository

নাটিকা প্রচার, শতকরা ৬ জন বলেছেন- শিক্ষা ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি, শতকরা ৪ জন বলেছেন- নারীদের যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে, শতকরা ৪ জন বলেছেন- সুশিক্ষিত হয়ে কুসংস্কার বর্জন করতে হবে, শতকরা ৬ জন বলেছেন- সর্বক্ষেত্রে প্রচার এবং প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে, শতকরা ১০ জন বলেছেন সু-শিক্ষা, মুক্ত বুদ্ধি চর্চা ও সরকারের আন্তরিকতা, শতকরা ২৬জন বলেছেন সু-শিক্ষা ও পারিবারিক শিক্ষা এবং শতকরা ৪০জন উত্তর দাতাই বলেছেন যে, শিক্ষার উন্নয়ন ও গণমাধ্যমের ভূমিকায়ই আবহমান কালের কুসংস্কার ও রীতি-নীতি দূর করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের জন্য নারী সমাজের কি সচেতন হওয়া দরকার- যখন উত্তর দাতাদের এ প্রশ্নের উত্তর করা হয়েছিল তখন সকল উত্তর দাতাই অর্থাৎ শতকরা ৯০ জন উত্তর দাতাই নারীদেরকে সচেতন হওয়ার দরকার বলে মনে করেন এবং শতকরা ১০ উত্তর দাতা অভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন। যেমন- শুধু রাস্তায় মিছিল করলে হবে না, কার্যক্রম দিয়ে বুঝাতে হবে যে তারা Perfect, সবাই শিক্ষিত হয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে, ইসলামী দেশে সমান অধিকার হবে না, এটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনের একটি ইস্যু, নারী-পুরুষের সহযোগীতায় সচেতন হওয়া দরকার।

জেন্ডার বৈষম্যের কারণে কি নারীরা নির্যাতন, নিপীড়ন, শোষন ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে- এ প্রশ্নের উত্তর যখন উত্তর দাতাদের নিকট থেকে জানতে চেয়ে ছিলাম, তখন উত্তর দাতাদের মধ্যে অভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন শতকরা ৮ জন, যেমন- পুরুষ থেকে নারীকে কুৎসীত বিষয় দূর করতে হবে, নারী-পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস্যতা, রাস্তা-ঘাটে শালিনতা বজায় না রাখা, ধর্মীয় মূল্যবোধ না মেনে চলা, এছাড়া শতকরা ৯২ জন উত্তর দাতাই জেন্ডার বৈষম্যের কারণেই নারীর নির্যাতন, নিপীড়ন, শোষন ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে বলে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

"জেন্ডার বৈষম্য ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের কৌশল সমূহ" সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে যখন উত্তর দাতাদের মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল, তখন উত্তর দাতাদের শতকরা ১০০ জনই জেন্ডার বৈষম্যের কারণে নারীরা পরিবার, সমাজ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্চে বলে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশের উন্নয়ন জেন্ডার বৈষম্যে দূষীত হওয়ায় নারীরা উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড থেকে কি বঞ্চিত হচ্ছে যখন উত্তর দাতাদেরকে এ প্রশ্ন করা হয়েছিল, তখন উত্তর দাতাদের শতকরা ৪ জন না বলেছেন এবং হ্যাঁ বলেছেন শতকরা ৯৬ জন উত্তর দাতা।

জেন্ডার বৈষম্যের কারনে কি নারীরা নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তখন এ প্রশ্ন করা হয়েছিল, তখন উত্তর দাতাদের শতকরা ৪ জন না বলেছেন এবং শতকরা ৯৬ জন উত্তর দাতাই বলেছেন যে, একমাত্র জেন্ডার বৈষম্যের কারণে নারীরা নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চি হচ্ছে।

জেন্ডার বৈষম্যের জন্য কি পিতৃতন্ত্র, সমাজ ব্যবস্থা ও পরিবার দায়ী- উত্তর দাতাদের মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হয়েছিল- তখন শতকরা ১৬ জন সমাজ ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন এবং শতকরা ১৪ জন বলেছেন- পিতৃতন্ত্র দায়ী, এছাড়া পিতৃতন্ত্র ও সমাজ ব্যবস্থা উভয়কেই দায়ী করেছেন শতকরা ৬০জন এবং অভিন্ন ব্যক্ত মতামত ব্যক্ত করেছেন ১০ জন। যেমন- পিতা দায়ী নয়, পিতা সব সময়ই তার সন্তানের ভালোর দিক চায়, একমাত্র পিতার কারণেই পরিবারীক বন্ধন আমাদের দেশে অনেক মজবুত। পিতা সর্বশক্তি দিয়ে তার সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষদের উদাসীনাতাই কি জেন্ডার সৃষ্টি ও নারীদের সমঅধিকারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে- যখন উত্তর দাতাদের মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল, তখন উত্তর দাতাদের শতকরা ৮০ জনই হ্যা বলে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং না বলেছেন শতকরা ৪জন। অভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন শতকরা ৮ জন। যেমন- পুরুষদের সহযোগিতার কারণেই নারীরা আজ সমাজের সর্ব ক্ষেত্রে তাদের অধিকার ফিরে পাচ্ছে। পুরুষরাই নারীদের অগ্রসর হওয়ার সৃষ্টি করে দিচ্ছে। পুরুষদের সহযোগিতার কারণেই নারীরা শিক্ষা, চাকুরি, অর্থনীতি, রাজনীতি তথা ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হচ্ছে।

জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের জন্য ধর্মী মূল্যবোধ ও রীতি-নীতি কি কোন বাধাঁর সৃষ্টি করেছে- এ প্রশ্ন যখন উত্তর দাতাদের করা হয়েছিল- তখন না করেছেন শতকরা ২০, শতকরা ৭০ জন হ্যাঁ বলেছেন এবং অভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন শতকরা ১০ জন। যেমন- ধর্মীয় অনুশাসন সঠিকভাবে অনুধাবন না করা, ধর্মের ভূল ব্যাখ্যা ও অপপ্রচার এবং মৌলবাদীদের অযৌক্তিক ফতোয়া প্রভৃতি জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে সৃষ্টি করে বলে তাদের সু-চিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন।

জেন্ডার বৈষম্যঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের জন্য কি কি কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে- এ প্রশ্ন যখন উত্তর দাতাদের করা হয়েছিল- তখন উত্তর দাতারা সাবলীল ভাষায় তাদের উত্তর ব্যক্ত করেন, যেমন- শতকরা ২ জন বলেছেন নারীরা একত্র হয়ে জোট বদ্ধ হয়ে সমাজ বদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে, শতকরা ৪ জন বলেছেন- সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে, শতকরা ১০ জন বলেছেন ধর্মীমূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে, শতকরা ১০ আইনের সঠিক বাস্তবায়ন করতে হবে, শতকরা ২০ জন বলেছেন নারীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং সকলের সচেতনতার সৃষ্টি, শতকরা ১৪ জন বলেছেন- সঠিক শিক্ষা ও পুরুষদের সহযোগিতা, এছাড়া শতকরা ৪০ জনই বলেছেন শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

জেন্ডার বৈষম্যের জন্য কি দারিদ্রতা কি কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি করেছে- উত্তর দাতার যখন এ প্রশ্ন করা হয়েছিল তখন উত্তর দাতাদের তখন শতকরা ১৬জন না বলেছেন এবং শতকরা ৮৪জনই জেন্ডার বৈষম্যের জন্য দারিদ্রতাকেই দায়ী করে মতামত ব্যক্ত করেন।

জেন্ডার বৈষম্যের ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা কি কোন প্রকার ভূমিকা কি পালন পারে- যখন উত্তর দাতাদের এ প্রশ্ন করা হয়েছিল- তখন উত্তর দাতাদের শতকরা ২০জনই না বলেছেন এবং শতকরা ৮০ জন উত্তর দাতাই জেন্ডার বৈষম্য সৃষ্টি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে মনে করেন।

"জেন্ডার বৈষম্য ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের কৌশল সমূহ" সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে যখন উত্তর দাতাদেরকে এ প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, জেন্ডার উন্নয়নের জন্য কি নারীর ক্ষমতায়ন প্রয়োজন, তখন উত্তর দাতাদের শতকরা ১০০ জনই জেন্ডার উন্নয়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

উপসংহার ঃ

অতীতে জেন্ডার বৈষম্য অনেক বেশি ছিল কিন্তু বর্তমানে অনেকাংশে তা কমে এসেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে জেন্ডার বৈষম্য থাকবে না বলে অনেক উত্তর দাতা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। নারী-পুরুষ উভয়ের সহযোগিতার মাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্য দূরীভূত হবে, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায়

পর্যবেক্ষণ, সুপারিশ এবং উপসংহার

(Observation Recommendation and Conclusion)

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা ঃ

জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ ও নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য জাতিসংঘ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং সময়ে সময়ে নারী উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জাতিসংঘের গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সরকারও জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন সময়ে নারী উন্নয়ন নীতিমালা গ্রহণ করেছে এবং বাংলাদেশ সংবিধানেও বিভিন্ন সংশোধনীর মাধ্যমে নারীদের সমঅধিকার দেওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু যেহেতু বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ সেজন্য এখানে ইসলামী মূল্যবোধ বা নীতি বিরোধী কোন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা খুবই দূরহ কাজ। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ ঘোষনার পর তা বাতিলের জন্য ধর্মীয় উগ্র গোষ্ঠি গুলোর মিছিল সমাবেশ হাঙ্গামায় রাজ পথ রক্তে রঞ্জিত হয়েছিলো। ১৭ই এপ্রিল ২০০৮ইং ধর্মীয় রাজনৈতিক গোষ্ঠিগুলোর হামলায় ৫২জন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য ও ১৫ জন সাংবাদিক সহ দুই শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন সভায় বলেছেন যে, ইসলাম ধর্ম বিরোধী কোন আইন বাংলাদেশে হবে না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন নারী সংগঠন আবার রাজপথ প্রকম্পিত করে তোলেন তাদের দাবী আদায়ের জন্য। এজন্য বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের নিগূঢ় রহস্য উদঘাটনের জন্য উত্তর দাতারা জোরালোভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। এই অধ্যায়ে আমি গবেষণা পর্যবেক্ষন ও সুপারিশ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

পর্যবেক্ষণ ঃ

"জেন্ডার বৈষম্য ঃ বাংলাদেশে পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের কৌশল সমূহ" শীর্ষক গবেষণাকর্মটি সম্পাদক করতে গিয়ে সরাসরি নারী পুরুষদের সাক্ষাৎকারগ্রহণ করার মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে নারীদের বিভিন্ন সুখ-দুঃখের কথা সাবলীল ভাষায় আলোচনা করেন। নারীরা সমাজের অনেক সুবিধা-অসুবিধার অনেক কথা আমাকে জানিয়েছেন এবং পরামর্শও দিয়েছেন। এছাড়া আমি ব্যক্তিগত ভাবে কিছু বিষয় পর্যবেক্ষন করেছি যা নিম্নরূপ-

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা অর্জনের পিছনে যেমন পুরুষের অবদান রয়েছে তেমনী রয়েছে নারীদের অবদান। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, নির্যাতিত হয়েছেন। নিজের জীবন দেশের জন্য উৎসর্গ করেছেন। তাই পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং বর্তমানে দেশের সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌ-বাহিনী ও পুলিশ সহ দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্তের সাথে জড়িত সকল স্তরের নারীদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য উত্তরদাতারা তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন।

নারীরা একদিকে সৌভাগ্যবান যে, তারা যেমন পিতার সম্পত্তিতে অংশীদার তেমনী স্বামীর সম্পত্তির অংশিদার বটে কিন্তু দুর্ভাগ্যবান এজন্য যে, নারীরা সম্পত্তি ভোগ দখল থেকে বঞ্চিত। নারীরা স্বামীর বাড়ি থাকেন বিধায় পৈত্তৃক সম্পত্তি দখল থেকে বঞ্চিত, ছলে বলে কলে কৌশলে পৈতৃক সম্পত্তি

Dhaka University Institutional Repository

থেকে তাদের বঞ্চিত করে রাখার চেষ্টা করা হয়। অভাবে স্বভাব নষ্ট এমন অভাবী কিংবা লোভী স্বামীর পাল্লায় পড়ে অশ্রু বিসর্জন দিয়ে যদি স্বামীর বাড়ী থেকে পিতার বাড়ীতে আসতে হয় পৈতৃক সম্পত্তির দাবীতে তবে পিতার বাড়ী থেকে পূনরায় অশ্রু বিসর্জন দিয়ে স্বামীর বাড়ী ফিরতে হয়। কারণ পৈতৃক সম্পত্তির অংশ নারীরা নিয়ে নিলে চিরতরে পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করতে হয়। ভাবে যুগে যুগে যে কত নারী দুঃখ যন্ত্রণায় অশ্রু বিসর্জন দিয়ে ইহলীনা সাঙ্গ করেছেন তার কোন ইয়াত্তা নেই। তাই নারীদের সম্পত্তির ভোগ দখলের অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য উত্তরদাতারা তাদের মতামত তুলে ধরেন।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত পঞ্চাশটি আসনে নমিনেশনের জন্য শত শত নারীর দৌড়-ঝাঁপ সকলকে অবাক করে দিয়েছে। জোটবদ্ধ হওয়ার জন্য ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ নেত্রী এবং প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা সংরক্ষিত পঞ্চাশ আসনের প্রায় চল্লিশটি পেয়েছিলেন এবং চল্লিশটি আসনের বিপরীতে প্রায় ৮০০ শতাধিক নারীর উপস্থিতি দেখে শেখ হাসিনা অবাক হয়ে যান। এমন একদিন ছিল যখন নারীরা নির্বাচনে আসার কিংবা জাতীয় সংসদে আসন গ্রহন করা কিংবা স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক পদাধিকারে ভূষিত হওয়ার চিন্তা ছিল দিবা-স্বপ্ন। কিন্তু বর্তমানে তা বাস্তব এবং দেশের সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে নারীদের পদচারণায় মুখরিত। এভাবে নারী সমাজকে সাহসীকতা নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহন করার জন্য উত্তরদাতারা অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

পূবালী ব্যাংকের একজন ব্যবস্থাপক হিসাবে গত ২২-২৩ ফেব্রুয়ারী কক্সবাজারে ব্যবস্থাপকদের সম্মেলনে কয়েকজন মহিলা ব্যবস্থাপকও ছিলেন এবং তারা বক্তব্যও রাখেন এবং জেন্ডার সমতার উপর আলোকপাত করেন। বিষয়টি যে ব্যাংকের এমডি (ম্যানেজিং ডিরেক্টর) মহোদয় আলোচনা নিয়ে আসবেন তা চিন্তা করিনি কিন্তু তিনি বক্তব্যে জেন্ডার সমতার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। শেষ পর্যন্ত ব্যাংকের চেয়ারম্যান মহোদয় তার বক্তব্যে জেন্ডার সমতার বিষয়টি তুলে ধরেন। কর্মস্থল আমার শাখায় ফিরে আসার পরে ২৬/০২/২০১৪ইং তারিখে আমাদের ঢাকার প্রধান কার্যালয়ের মানব সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত সার্কুলারের বিষয় ছিল- "Gender Equality: Oppertunity & Challenge" দেখে অবাক হয়ে যায় তাতে উল্লেখ করা হয় যে, মহিলা চাকুরীজীবি এবং জুনিয়র অফিসার থেকে জেনারেল ম্যানেজার ২০০৮ সালে ছিল ৮% এবং ২০১৪ সালে বৃদ্ধি হয়ে দাড়িয়েছে ১৮% এভাবে সকল প্রতিষ্ঠানে যদি জেন্ডার সমতার জন্য কাজ করত তবে জেন্ডার বৈষম্য দূর হত এবং সমতা ও সাম্যতা প্রতিষ্ঠিত হতে বেশিদিন লাগতো না বলে উত্তরদাতারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

২০১৪ সালের উপজেলা নির্বাচনে সৌভাগ্যভাবে আমি প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করি। ১৮ই ফেব্রুয়ারী আমি নির্বাচনে ব্যবহৃত সকল উপকরণ নিয়ে কেন্দ্রে যাওয়ার পর অন্যান্য পুরুষ প্রিজাইডিং অফিসার এবং পুলিং অফিসাররা এসে উপস্থিত হন। ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ইং নির্বাচনের দিন সকাল ৮টার দিকে নারী পুলিং অফিসাররা এবং নারী আনসাররা এসে আমাদের যোগদান করেন। আবার বিকাল ৪টার পরপরই নারী পুলিং অফিসাররা চলে যাওয়ার জন্য আমার নিকট অনুরোধ জানালে আমি বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করলাম এবং বরাদ্ধকৃত টাকা গুণে তাদের হাতে দিয়ে দিলাম দেখলাম যে, একজন পুরুষ ২৭ ঘন্টা পরিশ্রম করে যে পারিশ্রমিক পেল একজন নারী সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত পরিশ্রম করে একই পারিশ্রমিক পেল। এভাবে যদি নারীদেরকে একটু সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

গতিমান জীবন প্রবাহের সঙ্গে পুরুষদের সহযোগি হয়ে কাজ করেন তবে নারীরাও এগিয়ে আসবে এবং সমতার ভিত্তিতে সুন্দর কাজের পরিবেশ সৃষ্টি হবে বলে উত্তরদাতারা তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন।

জেন্ডার বৈষম্যের জন্য পিতৃতন্ত্রকে দায়ী করা হয়। কিন্তু পরিবারে পিতা আছেন বলেই আমাদের পারিবারি বন্ধন সুদৃঢ় এবং সুন্দর বলে উত্তরদাতারে অভিমত। কোন পিতাই তার সন্তানের অমঙ্গল চান না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পিতা পরিশ্রম করেন তার ছেলে-মেয়ে স্ত্রীর জন্য। কন্যা সন্তান হলে তিলে তিলে লালন পালন করে তাকে সুপাত্রস্থ করার জন্য অনেক পিতাই বিনিদ্র রজনী যাপন করেন। পিতাই যে পরিবারের আধিপত্য বিস্তার করেন এমন নয়। বর্তমানে শতকরা প্রায় ৬০ পরিবারে মাতাই পরিবারের সকল দায়-দায়ীত্ব দেখাশুনা করেন। আমি ব্যাংকের চাকুরী করার দরুণ দেখেছি যে, যে সকল পরিবারের পুরুষরা প্রবাসে থাকে সে সকল পরিবারের নারীরাই পরিবারের সকল দিক দেখা-শুনা করেন। পরিবারের পিতা-মাতা এবং নর-নারী সম্মলিতভাবে পরিবারের দায়-দায়ীত্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে পিতৃতন্ত্র কিংবা মাতৃতন্ত্র বলে কিছু থাকবে না বলে উত্তরদাতারা মতামত ব্যক্ত করেন।

সরকার বিভিন্ন সময়ে নারীদের উন্নতি ও মুক্তি এবং জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু নীতি গ্রহণ করলে হবে না। নীতির বাস্তবায়নের জন্য আইনের কঠোর বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন বলে উত্তরা দাতারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

সমাজের কুসংকার দূর করার জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। আবহমান কালের কুসংস্কার ও রীতিনীতি দূর করে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের জন্য এবং সমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নারীদেরকে শিক্ষিত এবং সচেতন হওয়ার জন্য উত্তর দাতারা মতামত ব্যক্ত করেন।

জেন্ডার বৈষম্যের জন্য অনেকে ধর্মকে দায়ী করেন, কিন্তু ধর্ম নারীদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কিংবা চাকুরী এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বাঁধার সৃষ্টি করেনি। বরং ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তি নারী-পুরুষ মিলে সকল কার্য সম্পাদন করার জন্য ইসলাম ধর্ম উৎসাহিত করে। তাই ধর্মীয় অপব্যাখ্যা রোধ, ফতোয়া এবং ধর্মীয় গোঁড়ামী পরিহার করার জন্য উত্তর দাতারা মতামত ব্যক্ত করেন।

সর্বপরি নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং চাকুরি ক্ষেত্রে নারীদের সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য নারীর ক্ষতায়ন একান্ত প্রয়োজন। তাই নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সরকার এবং বিভিন্ন এনজিও সংস্থাগুলো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য জোরালো ভাবে তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশ ঃ

আমার এ গবেষণা পরিচালনাকালে আমি দেখতে পেয়েছি, সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা উপেক্ষিত। নারীদেরকে বিভিন্নভাবে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। নারীদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্খার বিভিন্ন চিত্র চোখে ধরা পড়েছে। বৈষম্যের কারণে নারীরা সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্যতনের শিকার হচ্ছে। এ লক্ষ্যে আমার কিছু সুপারিশ নিম্নরূপ-

(১) নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি করতে হবেঃ

শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। নারীদের অধস্থনতার পিছনে একমাত্র স্বল্প শিক্ষাই দায়ী। শিক্ষায় অনগ্রসরতার দরুণ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। শিক্ষা মানুষকে সচেতন করে তুলে, এজন্য নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে এবং জেন্ডার বৈষম্যহীন শিক্ষা, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। নারীদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(২) নারীর সম্পত্তির অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে ঃ

নারীর পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ দখলের অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নারীরা তাদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত। সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার দরুণ নারীদেরকে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট শিকার করতে হয়। সম্পত্তি ভোগ দখলের ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার সুপ্রিতিষ্ট করলে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাবে এবং নারীরা স্বচ্ছল জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে।

(৩) সকল ক্ষেত্রে নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবেঃ

নারীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব লক্ষনীয়। সচেতনতার অভাবের কারণে নারীরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। এজন্য সমাজে প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা শোষণ এবং নির্যাতনের শিকার। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা সচেতন হলে, তাদের জীবন উন্নত হবে এবং অধিকার ফিরে পাবে।

(৪) নারীদের উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে ঃ

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদেরকে অগ্রসর হতে হবে। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিচরণের জন্য উচ্চ শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষা ছাড়া নারীরা তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে সক্ষম হবে না। চাকুরি, রাজনীতি এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হলে উচ্চ শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।

(৫) বাল্য বিবাহ রোধ করতে হবেঃ

বাল্য বিবাহ নারীর ক্ষমতায়নের পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধক। বাংলাদেশের অধিকাংশ নারীরই বিয়ে হয়ে যায় ১৮ বৎসর বয়সে পৌছার পূর্বেই। ইউনিসেফের বিশ্ব শিশু বিষয়ক প্রতিবদেন ২০০৯ বাংলাদেশে ৬৪ শতাংশ নারীর বিয়ে হয় ১৮ বৎসর বয়সে পৌছার পুর্বেই, যদিও ১৯৮৪ সালেই বাংলাদশে সরকার নারীর বিবাহের নূন্যতম বয়স ধার্য করেছিল ১৮ বৎসর। তাই নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বাল্য বিবাহ বন্ধ করা জরুরী।

(৬) যৌতুক প্রথা রোধ করতে হবে ঃ

যৌতুক নারী সমাজের জন্য একটি মারাত্মক ব্যাধি। যৌতুকের কারণে কত নারীর জীবন যে দিতে হয়েছে তার কোন ইয়াত্তা নেই। যৌতুক প্রথা রোধ করার জন্য সরকার যে আইন প্রণয়ন করেছে তার সঠিক বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন। যৌতুকের করণে নারীরা নির্যাতন নীড়িনের শিকার হয়ে তিলে তিলে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। তাই যৌতুক রোধ করা একান্ত প্রয়োজন।

(৭) নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন দিতে হবেঃ

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারীর সদস্যের সিংহভাগই মনোনীত সদস্য। মনোনীত নারী সংসদ সদস্যদের তৃণমুল নারীর সঙ্গে অতি সামান্যই যোগাযোগ থাকে। অনেক নারী সংসদ সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে দেখা গেছে, তারা নারীর চাহিদা সম্বন্ধে বা কোনো অঞ্চলের নারী কি ধরনের অসুবিধা ভোগ করছেন, সে সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৮) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ণ করতে হবেঃ

বিভিন্ন সরকার ক্ষমতায় এসে নারীদের উন্নয়নের জন্য জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করে থাকেন। কিন্তু বাস্তবায়ন অতি অল্পই হয়ে তাকে। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অর্থাৎ ২০০৮ সালে জাতীয় উন্নয়ন নারী নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং ২০১১সালে পুণরায় জাতীয় উন্নয়ন নারী নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত সকল নারী উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন করে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা একান্ত প্রয়োজন।

(৯) নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন বরাদ্ধ সুনিশ্চিত করতে হবেঃ

জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য বর্তমানে ৫০টি সংরক্ষিত আসন বরাদ্ধ করা হয়েছে। নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধি করে তাদেরকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিয়ে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন শক্তিশালী করা একান্ত প্রয়োজন।

(১০) জ্ঞানের ভান্ডারে নারীদের প্রবেশ করতে হবেঃ

জেন্ডার বৈষম্য দূরকরণ ও উন্নয়নের জন্য নারীদেরকে জ্ঞানের ভান্ডারে প্রবেশ করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান আহরণ করে সামাজিক ভাবে সচেতন হয়ে সমাজে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য জরুরি প্রয়োজন হলো বিভিন্ন তথ্য এবং জ্ঞানের ভান্ডারে নারীর প্রবেশ বৃদ্ধি করতে হবে। নারীর জন্য তথ্যপ্রযুক্তি সহজ লভ্য করতে হবে, যাতে নারীরা সহজে তথ্যপ্রযুক্তিতে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারে।

(১১) নারীদের ক্ষেত্রে ধর্মের অপব্যাখ্যা রোধ করতে হবেঃ

ধর্মীয় গোঁড়ামী এবং ফতোয়ার কারণে অনেক নারীকে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়। ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীদেরকে চার দেয়ালের মধ্যে বন্ধি করে রাখা হয়। তাই নারীরা শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর হতে পারে না। এজন্য ধর্মের অপব্যাখ্যা রোধ করার জন্য সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে গ্রহণ করতে হবে।

(১২) নারীদের সম্পর্কে ইতিবাচক প্রচার মাধ্যম চালু করতে হবেঃ

যে সকল প্রচার মাধ্যম রয়েছে, তাতে নারীদের ব্যাপারে ইতিবাচক প্রচারণা করতে হবে। সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়ান এবং সচেতনতামূলক নাঠিকা প্রচার করতে হবে। জেন্ডার বৈষৈম্য দূরীকরণের জন্য প্রচার মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। নারীদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার জন্য প্রচার মাধ্যমের বিকল্প নেই।

(১৩) নারীদের নিরাপদ চলাচল সুনিশ্চিত করতে হবেঃ

নারীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, চাকুরী এবং সকল স্তরের বিচরণের জন্য তাদের নিরাপদ চলাচল ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে। নারীদের জন্য চলাচলের ব্যবস্থা নিরাপদ হলে নারীরা সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ বোধ করবে এবং ধীরে ধীরে বৈষম্য দূরীভূত হবে।

(১৪) নারীদের ব্যাপারে পুরুষদেরকে সহযোগি হতে হবেঃ

পুরুষের যেমন নারীর প্রয়োজন, তেমনি নারীর জন্য পুরুষও প্রয়োজন। পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া কারো পক্ষে উন্নতি করা সম্ভব নয়। নারীরা যেহেতু পিঁছিয়ে পড়ে আছে, সেজন্য জীবনপ্রবাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য নারীদেরকে সহযোগিতা করা পুরুষদের জন্য একান্ত কর্তব্য। পুরুষদের সহযোগিতা পেলে নারীরা সমাজের সর্বক্ষেত্রে তাদের অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

(১৫) নারীদের যে কোন বিষয়ে দ্রুত আইনি পদক্ষেপ নিতে হবেঃ

বিপদ যখন আসে, তখন নারীদের উপরই তা বেশী আঘাত হানে। জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ ও নারীদের উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন আইন প্রনয়ন করেছে। তাই নারীদের পারিবারিক কিংবা সামাজিক যে কোন বিষয়ে সহযোগিতার প্রয়োজন হলে দ্রুত আইনি সহযোগিতা করতে হবে।

(১৬) নারীদের অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বি হতে হবেঃ

নারীরা নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকারের মূল কারণ হলো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা স্বাবলম্বী নয়। অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নারীরা অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হলে বৈষম্য অনেকাংশে কমে যাবে এবং নারীর ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত হবে।

(১৭) জৈন্ডার বৈষম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে চিহ্নিত সকল কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দূর করতে হবেঃ

আমাদের সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে কুসংস্কার ও অজ্ঞতার শিকড় গ্রথিত কুসংস্কার ও অজ্ঞতার কারণে নারীরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাই জেন্ডার বৈষম্য দুরীকরণ ও উন্নয়নের জন্য সকল কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দুর করতে হবে।

(১৮) নারীর ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করতে হবে ঃ

নারীরা পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলে সমাজ থেকে বৈষম্য দূরীভূত হবে। নারী ও পুরুষ হবে সমানে সমান। তাই সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারীদের বিচরণের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করতে হবে।

(১৯) নারীদের ক্ষেত্রে পরিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করতে হবেঃ

নারীরা বিভিন্ন ভাবে পরিবার এবং সমাজে উপেক্ষিত। তাই জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের জন্য নারীদের ব্যাপারে পারিবারিক ও সমাজিক দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিবর্তন অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

(২০) জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরনের জন্য সরকারকে কঠোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবেঃ

নাগরিক জীবনে সকল অধিকার সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রে বসবাসরত নারী-পুরুষের অধিকার যাতে ক্ষুন্ন না হয় সেজন্য সকাল প্রকার আইন প্রণয়ন এবং আইনে সঠিক বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন। তাই জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের জন্য সরকারকে কঠোর আইন প্রণয়ন এবং আইনের সঠিক বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার ঃ

"জেন্ডার বৈষম্যঃ বাংলাদেশে পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের কৌশল সমূহ" শীর্ষক গবেষণার প্রথম দিকে জেন্ডার বৈষম্যের সৃষ্টি এবং জেন্ডার উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমস্যা খুঁজে বের করতে আমি কতগুলো চলক নির্ধারণ করেছিলাম এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে একটি অনুমিত ধারণা তৈরী করে ছিলাম আর সেটি হল- **"শিক্ষা।ক্ষেত্রে নারীর অনগ্রসরতাই জেন্ডার বৈষম্য সৃষ্টি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়।"**

প্রকৃত পক্ষে অনুমিত ধারণা তৈরী করা হয় গবেষণা কার্যকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ বের করে আনতে এবং যা পরে সমস্যার সমাধানেও সাহায্য করে থাকে। তবে অনুমিত ধারণা যে সবসময়ই সঠিক প্রমাণিত হবে তা কিন্তু নয়। এর ব্যতিক্রমও হতে পারে। আমার গবেষণায় আমি যে অনুমিত ধারণা করেছিলাম তা সঠিক প্রমাণিত হয়নি। কারণ, জেন্ডার বৈষম্য সৃষ্টি এবং বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের কৌশল নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে, নারীদের শিক্ষায় অনগ্রসরতাই প্রধান অন্তরায় নয়। আরও বিভিন্ন কারণ রয়েছে, যা আলোচনা করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, হাজার বছরের সংগ্রাম-সাধনা আর ত্যাগ-তিথিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পিঁছনে যেমন রয়েছে নারী-পুরুষের সমান অংশীদারিত্ব, তেমনি সমাজ কাঠামোকে শক্ত ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে সমান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য। জেন্ডার বৈষম্যের ক্ষেত্রে চিহ্নিত কুসংস্কার ও প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। আর জেন্ডার উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে তথা বাংলাদেশের নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার আলোকে আইন করে, আইনের সঠিক ও কঠোর বাস্তবায়ন আবশ্যক। নারীদেরকে সুশিক্ষিত এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিচরণের জন্য অগ্রসর হতে হবে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মুসলমানরা বিশ্বাস করে- "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত" আর হিন্দুরা বিশ্বাস করে- "জননী জন্মভূমি হতে শ্রেয়।" যদি সরকার, সমাজ ব্যবস্থা এবং পরিবার অর্থাৎ বাংলাদেশের সকল দিক থেকে সকলে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে নারীদেরকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, চাকুরি, অর্থনীতি এবং রাজনীতি তথা ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়, তবে দেশের সকল স্তরে নারীদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে, জেন্ডার বৈষম্য দূরীভূত হবে এবং পরিবার, সমাজ ও দেশে শান্তি-সমৃদ্ধি, উন্নতি এবং অগ্রগতির দ্বার উন্মোচিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

Bibliography

- Salauddin, Dr. Khaleda, Jahan, MS. Roushan, and Islam, Dr. Mahamuda. (ed), (1997) *Women and Poverty, Women for Women*, Dhaka,
- Khan, F.R.M. Ziaun Nahar & Khanam, Rashida, (1998) *Poverty, Women and Rural Development in Bangladesh*, Chittagonj.
- Batliwala, Srilatha, (1993) *Empowerment of Women in South Asia, Asian-South Pacific Bureau of Adult Education*, June.
- Chowdhury, Bushra Hasina (2005), "*Empowering Urban Poor Women : The Role of the Shakti Foundation, Empowerment: A Journal of Women for Women*", Vol. 12.
- Ahmed, Parveen,(1979) *Income Earning as Related to the Changing Status of Village Women in Bangladesh, Women for Women*, Dhaka.
- Sobhan, Rehman and Khundker, Nasreen(ed) (2004), *Globalization and Gender: Changing Patterns of Women's Employment in Bangladesh*, The University press Limited, Dhaka,
- *Asian Development Bank, Country Briefing Paper: Women in Bangladesh, Program Department(West),* August 2001.
- *Beijing+10 Global Review, Bangladesh country Paper, ministry of Women and Children Affairs*, February 2005.
- Narasaiah, M.L. (2004), *Empowerment for Women*, Discovery Publishing House, New Delhi,.
- *Human Development Report 2005*, New Yourk, Oxford Universuty Press, 2005.
- Chowdhury, Nusrat Jahan, (2005) "*Empowerment in Bangladesh: Some Concepts and Concerns, Empowerment: A Journal of Women for Women*", Vol.12,.
- Shamim, Ishrat and Salahuddin, Khaleda, (1996) *Rural Women in Poverty: NGO Interventions for Alleviation, Women for Women*, Dhaka,.
- *Statistical Prófile of Women in Bangladesh*, Ministry of Women and Children Affairs and Bangladesh Bureau of Statistics, 2002.
- রহমান শাহীন "*জেন্ডার প্রসঙ্গ"(About Gender and Development)* ঢাকা ১১০০।
- Moser, Caroline O.N (1993), *Gender Planning and Development*,.
- Ministry of of Finance (various years): Annual Financial Statement (Budget estimate) FY2009-2010, FY2010-2011, 2011-12, FY2012-13, Finance Division, Government of the Peoples Republic Of Bangladesh.
- Ministry of Finance (various years): Budget in Brief (on the basis of existing tases), Annual Budget (from Fiscal year 1997-1998 to Fascal year 2013-2014), Ministry of Finance. Finance Division. Government of the peoples republic of Bangladesh.

- Paul-Majumder, Pratima, Atiur Rahman and Zulfiqar Ali (2003): ~Enabling Women to Budget of Bangldesh," in Rushidan Islam Rahman (ed) Performance of the Bangladesh Economy: Selected Issues, Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS)
- Planning Commission (various years): *Annual Development Programme (ADP),* (from Fiscal year 2001-2002 to Fiscal year 2013-14, Programming Division Government of the Peoples Republic of Bangladesh.
- Ahmed, Faria (2001), *The Girl Child, Bangladesh, Scenrio,* Unnayan Podokkhep, Vol. 6, No 2, April-January.
- Ahmed, Faria (2001), *Gender Division of Labour: Bangladesh Context,* " Unnayan Podokkhep, Vol. 6, No 2, January-March.
- Ahmed, Mokbul Morshed,, (2000) *Donors NGOs the state and their clients in Bangladesh,* BRAC Printing and Packaging, Dhaka.
- BANBEIS, *Bangladesh education statistics, Dhaka*
- BBS (1995) *Statistical Pocket Book, Dhaka.*
- Chen, Marty (1992), *Conceptual Model for women's Empowerment,* DRAFT, Seminar paper, Organized by save the children (USA),
- Goswami Arun Kumar, (1998), "Empowerment of women in Bangladesh," Empowerment, vol, 5.
- Guhathakurta, Meghna (*1985*), *Gender Violence in Bangladesh: The Role of the statete, the Journal of Social Studies, No. 30, October.*
- Halder, Rumel and Akhtar, Rasheda, 1999, The Role of NGO and Women's Participation of Empowerment: An Anthropological Study in a village, Empowrment, Vol. 6.
- Khan Salma.(1998) *A Macro view of the Situation of Women in Bangladesh, the Fifty Percent, Women in Development and Policy in Bangladesh, the University Prass Limited,*
- *Majumder, Protima Pal, Women's share in the national budget (Vernacular), unpublished article.*
- ইসলাম মাহমুদা, (২০০৬), "*নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন*" জে, কে, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা ১১০০, অক্টোবর ।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ঃ জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০১২-১২ এবং ২০১৩-১৪, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকার।
- রহমান, মিজানুর মোহাম্মদ (২০০৫), "*জেন্ডার ইস্যু ও নারীর ক্ষমতায়ন*", তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা ১১০০, ফেব্রুয়ারী।
- উজ্জামান হাসান, মাসুদ আল, (২০০৫), "*বাংলাদেশের নারী, বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ*", ইউনিভার্সিটি প্রেস লি.

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা ১১০০।

- ওদুদ আবদুল ড. মোহাম্মদ (২০০৫), "*রাজনীতি ও উন্নয়নে নারী*", আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা ১১০০।
- হোসেন সেলিনা, আক্তার সালমা, মাসুদুজ্জামান (২০০৬) ,"*পুরুষতন্ত্র নারী ও শিক্ষা*", মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১১০০ ।
- হোসেন সেলিনা (২০০৫), মাসুদুজ্জামান "*নারীর ক্ষমতায়ন রাজনীতি ও আন্দোলন*", মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১১০০ ।
- সরওয়ার কনক (২০০৪), "*নারীর ক্ষমতায়নঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*" ঢাকা ১১০০,
- ইসলাম মাহমুদা (২০০৫), "*নারী ইতিহাসে উপেক্ষিত*", মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১১০০, ।
- "*National Women Development*" Steps Towards Development, ঢাকা ১২০৭,২০০০ইং।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নপত্র:

(**Unstructured Interview** বা কাঠামোহীন সাক্ষাৎকার কাঠামোগত সাক্ষাৎকারের বিপরীত ধরণ। এতে সাক্ষাৎকারের প্রশ্নাবলী নির্দিষ্ট কাঠামোর অধীন নয়। এ ধরণের সাক্ষাৎকার হচ্ছে মুক্ত, অনিয়ন্ত্রিত এবং কাঠামোহীন। এতে পূর্ব নির্ধারিত কোন প্রশ্নমালা বা নির্দেশিকা থাকে না। প্রশ্নের কোন ধারাবাহিকতা থাকে না। যে কোন সময় যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। সকল উত্তরদাতাকে একই প্রশ্ন নাও করা যেতে পারে। কাঠামোহীন পদ্ধতিতে উত্তর দাতাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং তিনিই মূখ্যব্যক্তি। সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী কেবল উপস্থাপকের ভূমিকা পালন করেন। উত্তরদাতা বাধাহীনভাবে তার ইচ্ছামতো উত্তর প্রদান করেন।এর সুবিধা হচ্ছে, বাধাহীন মুক্ত সাবলীল ও স্বাভাবিক আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এর মাধ্যমে তথ্য প্রদানকারীর চিন্তা ভাবনা দৃষ্টি ভঙ্গি সহজে চিহ্নিত করা যায় এবং গবেষণার বিষয়বস্তুর বিভিন্ন দিক বিশদভাবে অনুসন্ধান করা যায়।)

নাম:

ঠিকানা:

১। বয়স:

২। লিঙ্গ:

৩। পেশা:

৪। শিক্ষাগত যোগ্যতা:

৫। বাংলাদেশে কি জেন্ডার বৈষম্য বিরাজমান?

উত্তর:

৬। বাংলাদেশে কেন জেন্ডার বৈষম্য বিরাজমান?

উত্তর:

৭। কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলাদেশে জেন্ডার বৈষম্য আছে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর:

৮। বাংলাদেশে জেন্ডার বৈষম্য কি দূর করা সম্ভব?

উত্তর:

৯। জেন্ডার বৈষম্য দূর করার কৌশলগুলো কি কি?

উত্তর:

১০। জেন্ডার বৈষম্য দূর করলে যারা বৈষম্যের শিকার তাদের আর্থ- সামাজিক অবস্থার কি উন্নতি হবে?

উত্তর:

১১। জেন্ডার বৈষম্যের জন্য কি শুধু সরকারই দায়ী- না আবহমান কাল থেকে চলে আসা কুসংস্কার ও রীতি নীতি দায়ী?

উত্তর:

১২। জেন্ডার সমতার জন্য আবহমান কালের কুসংস্কার ও রীতি নীতি দূর করার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর:

Dhaka University Institutional Repository

১৩। জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের জন্য নারী সমাজের কি সচেতন হওয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর

১৪। জেন্ডার বৈষম্যের কারনেই কি নারীরা নির্যাতিন, নিপীড়ন, শোষন ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে ?

উত্তর:

১৫। জেন্ডার বৈষম্যের কারনেই কি নারীরা পরিবার, সমাজ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ?

উত্তর:

১৬। বাংলাদেশের উন্নয়ন জেন্ডার বৈষম্যে দুষীত হওয়াই নারীরা উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড থেকে কি বঞ্চিত হচ্ছে?

উত্তর:

১৭। জেন্ডার বৈষম্যের কারনে কি নারীরা নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে?

উত্তর:

১৮। জেন্ডার বৈষম্যের জন্য কি পিতৃতন্ত্র, সমাজ ব্যবস্থা ও পরিবার দায়ী?

উত্তর:

১৯। পুরুষদের উদাসীনতাই কি জেন্ডার বৈষম্য সৃষ্টি ও নারীদের সমঅধিকারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে?

উত্তর

২০। বাংলাদেশে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরনের জন্য ধর্মীয় মূল্যবোধ রীতি নীতি কি কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি করেছে?

উত্তর:

২১। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের জন্য কি কি কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর:

২২) জেন্ডার বৈষম্যের জন্য দারিদ্রতা কি কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি করেছে?

উত্তর:

২৩) জেন্ডার বৈষম্য সৃষ্টি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা কি কোন প্রকার ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর:

২৪) জেন্ডার উন্নয়নের জন্য কি নারীর ক্ষমতায়ন প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর: